www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

সফীনা-ই নূহ

আলাইহিস সালাম

(ফযায়েলে আহলে বায়ত)

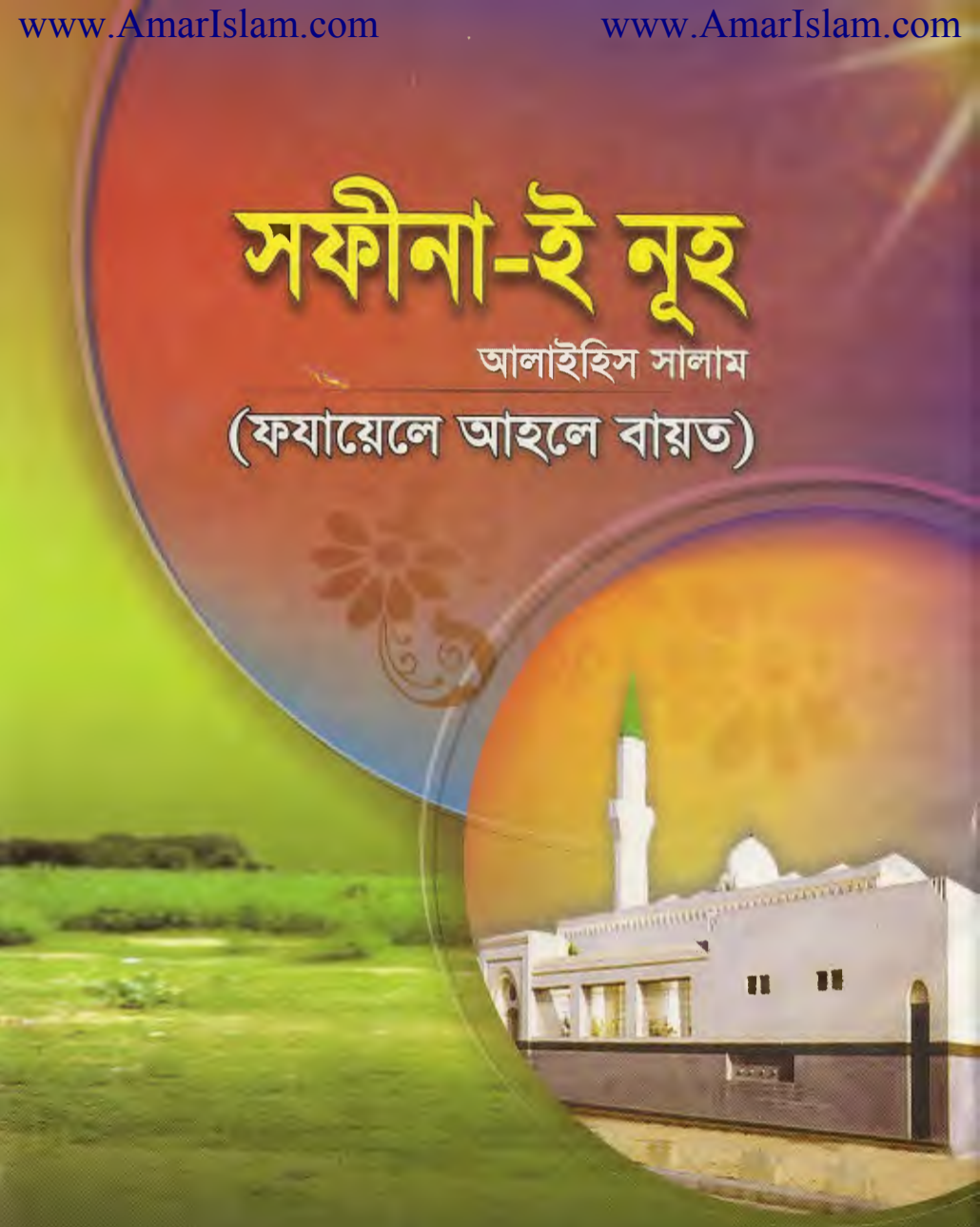

মূলঃ আল্লামা মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী (রহ.)

ভাষান্তরঃ মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দিন

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

- যিক্‌র-ই জামীল
- যিক্‌র-ই হাসীন
- মি'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
- ইতিহাসের বিরল কাহিনী
- মাওয়ায়িয-ই নঈমিয়্যাহ
- গুলযার-ই দোয়া
- সাওয়াবুল ইবাদাত ও বারাকাতে মীলাদ
- মাযহারে-ই জামালে মোস্তাফায়ী
- আজমালুল ফাতাওয়া
- তাওজীহুল মুফরাদাত

প্রাপ্তিস্থান

- মুহাম্মাদী কুতুবখানা
- আল-মদীনা কুতুবখানা
- রেজভী কুতুবখানা
- জাগরন ইনটারন্যাশনাল
- মাকতাবাতুল মদীনা
- মাকতাবায়ে আত্তারিয়া

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

- উজ্জীবন লাইব্রেরী মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

জান্নাত প্রকাশন
চট্টগ্রাম

ডিজাইন ও মুদ্রণে: নিউ এটাচ কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। Call # 01816-607269
ডিজাইনার : মোঃ সোহেল আরফিন (জুয়েল) Call # 01715-266532, 01819-620519

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

سفینۂ نوح علیہ السلام

সফীনা-ই নূহ আলাইহিস সালাম

(ফযায়েলে আহলে বায়ত)

প্রথম খন্ড

মূল

খতীবে পাকিস্তান আল্লামা
মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ভাষান্তর

মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দিন
মুহাদ্দিস
ফয়জুল বারী সিনিয়র মাদ্রাসা
শাহামীরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।

জান্নাত প্রকাশন
চট্টগ্রাম

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সফীনা-ই নূহ

প্রকাশনায়
জান্নাত প্রকাশন
শাহামীরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮১৮ - ৬৪৯৪৬৮

প্রকাশকাল
১ম প্রকাশ: ২০০৫ ইংরেজী
২য় প্রকাশ: ২০১০ ইংরেজী

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কম্পিউটার কম্পোজ
শেখ তৈয়ব মাহমুদ প্রিন্স

ডিজাইন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে
নিউ এট্যাচ কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স
৩৮, মোহনা ম্যানশন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মুঠোফোন: ০১৮১৬-৬০৭২৬৯, ০১৯৭৬-৬০৭২৬৯

শুভেচ্ছা বিনিময়:
১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

Safina-e Nuh
Writen by : **Allama Muhammad Shafi Okarvi (R.h.)**
Translated by : **Moulana Muhammad Mohiuddin**
Published by: **Jannat Prokashan,** Chittagong, Bangladesh.
Price: 150.00 Taka Only.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল জলীল (রেহঃ)'র মাগফিরাত কামনায়। বিগত ১৮-০৭-২০০৫ ইংরেজীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

—অনুবাদক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুবাদকের অভিব্যক্তি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

হুজুর আকরাম রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়তে ইযামের ভালবাসা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পবিত্র হাদীসে আহলে বায়তকে হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের নৌকার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে এবং সাহাবায়ে কেরামকে নক্ষত্ররাজির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আহলে বায়তের ফযায়েল প্রসঙ্গে খতীবে পাকিস্তান আল্লামা মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বিরচিত 'সফীনা-ই নূহ' সময় উপযোগী একখানা গ্রন্থ। কুরআন, হাদীস ও আয়িম্মায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী থেকে প্রমাণপুষ্ট আলোচনার মাধ্যমে তিনি যুগিয়েছেন মো'মিনদের আত্মার খোরাক। প্রথম খণ্ডে বিধৃত হয়েছে আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা, জ্ঞান ও গুণ, ধার্মিকতা ও খোদাভীরুতা, বীরত্ব ও সাহসিকতা, শাহাদতের ঘটনা ও উপদেশাবলী। দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে খাতূনে জান্নাত হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ও উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার ফযায়েল ও সংক্ষিপ্ত জীবনী।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লামা উকাড়ভী (রহঃ)'র সুযোগ্য ছাহেবযাদা ডঃ আল্লামা কাউকাব নূরানী উকাড়ভী মাদ্দাযিল্লুহুল আলীর অনুমতিক্রমে এই মূল্যবান গ্রন্থখানা অনুবাদ ও প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য উস্তাজুল ওলামা অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল হাশেম সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুল আলী এবং প্রুফ সংশোধনে সহযোগিতার জন্য মাওলানা মুহাম্মদ আলমগীর সাহেবের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। যদি কোন সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয় তা জানালে বাধিত হব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে প্রার্থনা- আল্লাহ তায়া'লা যেন এই প্রয়াসকে কবুল করতঃ আমাদের জন্য মাওলায়ে কায়েনাত, মাখদূমায়ে কায়েনাত ও সিদ্দীকাতুল কোবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের ফুয়ূযাত লাভের মাধ্যমে পরিণত করেন। আমীন।

মুহাম্মদ মহিউদ্দিন
১লা রজব, ১৪২৬ হিজরী
৬ই আগষ্ট, ২০০৫ ইংরেজী
২২শে শ্রাবণ, ১৪১২ বাংলা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচিক্রম

বিষয় — পৃষ্ঠা

প্রথম খণ্ড

- আহলে বায়তের ভালবাসা ০৭
- আহলে বায়তের ফযায়েল ৩৪
- হাদীসের আলোকে ৫৩
- হযরত আলী (রাঃ)'র বীরত্ব ৬৫
- জ্ঞান ও গুণ ৮২
- কারামতসমূহ ৯২
- বিনয় ৯৬
- শাহাদত ১০৭
- কবরে আনওয়ার কোথায়? ১১৯
- মোবারক বাণীসমূহ ১২১

দ্বিতীয় খণ্ড

- হযরত ফাতেমা (রাঃ) ১৪৫
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা ১৪৭
- জন্ম ১৪৮
- বাল্যকাল ১৪৮
- জননীর ইন্তেকাল ১৪৯
- বিবাহ ১৪৯
- ফযায়েল ১৪৯
- কে শ্রেষ্ঠতম ১৫১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

- ধর্মানুরাগ ও খোদাভীতি ১৬০
- নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ১৬১
- দারিদ্র্য ও উপবাস ১৬৫
- শরম ও লজ্জাশীলতা ১৭১
- পর্দা কেন জরুরী ১৭৪
- ধৈর্য ও রেযা ১৭৯
- ধৈর্যের প্রতিদান দুনিয়াতে ১৮০
- ধৈর্যের প্রতিদান আখিরাতে ১৮১
- ধৈর্যশীলদের প্রশংসা ১৮২
- সবর (ধৈর্য)'র সংজ্ঞা ১৮৩
- ওফাত শরীফ ১৮৫
- কাফন ও দাফন ১৯০
- জানাযার নামায কে পড়ায়েছেন ১৯১
- ফাদাক প্রসঙ্গ ১৯৪
- নবীদের উত্তরাধিকার ১৯৮
- আহলে সুন্নাতের কিতাব থেকে ১৯৯
- আপত্তিসমূহ ও অপনোদন ২০১
- হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ২০৭
- আল্লাহ তায়া'লার প্রিয়তমের প্রিয়তমা ২০৯
- ফযীলত ও স্বভাব-চরিত্র ২১৫
- জ্ঞান ও গুণ ২২২
- ইবাদত ও দানশীলতা ২২৫
- মুসলিম নারীদের প্রতি ২২৮
- মুসলিম নারীদের প্রতি চিন্তাশীলতার আহ্বান ২৩০
- অভিজাত পুরুষ ও নারীদের গুণাবলী ২৩২
- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ ২৩৩-২৪০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰى وَعَلٰى
اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اُولِى الصِّدْقِ وَالصَّفَا-اَمَّا بَعْدُ
فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আহলে বায়ত (নবীপরিবার)'র ভালবাসা

পবিত্র শরীয়ত প্রত্যেক মুসলমানের উপর তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অপেক্ষা শেষ দিবসের শাফায়াতকারী হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের ভালবাসা অধিক হওয়াকে অপরিহার্য করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ
اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الْفٰسِقِيْنَ-

হে হাবীব! বলুন, হে মানব জাতি! তোমাদের পিতা, সন্তান, ভ্রাতা, পত্নী, আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, (এইগুলোর মধ্যে কোন কিছুই) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয়তর হয়, তবে অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর হুকুম (আযাব) পাঠান, আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা তাওবা, আয়াত-২৪)

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ
وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ.

মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত ছিল না-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহগামী না হয়ে পিছনে রয়ে যাওয়া এবং তাঁর জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা। (সূরা তাওবা, আয়াত-১২০)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই আয়াতদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হল যে, আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁর রাসূল মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ধন-সম্পদ, জন্ম ও বাসস্থান এবং নিজের প্রাণের ভালবাসা অপেক্ষা অধিক হওয়া জরুরী ও আবশ্যকীয়। আর যদি মাতা-পিতা বা সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা না রাখে তা হলে তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা ও ভালবাসা রাখা জায়েয নেই। পবিত্র কুরআনে এই বিষয়ে অনেক আয়াত রয়েছে।

যখন এটা প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, ঈমান ও নাজাত বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং যে মো'মিনের অন্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা থাকবে তার অন্তরে সেই সমুদয় বস্তুর ভালবাসাও থাকবে যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত হবে। এটা একটা প্রাকৃতিক বিষয় যে, মানুষ যাকে ভালবাসে তার সাথে ভালবাসা ও সম্পর্কধারী প্রত্যেক কিছুই তার প্রিয় হয়ে যায়। অতএব যারা বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে তারা তাঁর সন্তান-সন্ততি, সাহাবীগণ, তাঁর বাণী ও কর্ম, তাঁর মোবারক জন্মস্থান এবং সেই সমুদয় বস্তুকে মনে প্রাণে ভালবাসবে যেগুলো তাঁর সাথে আত্মিক বা শারীরিকভাবে সম্পৃক্ত। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কারণেই এগুলোর ভালবাসা। এগুলোর ভালবাসা যেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই ভালবাসা। পক্ষান্তরে যে হতভাগা এগুলোর মধ্যে কোন একটার সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করবে কিংবা অবজ্ঞা ও বেআদবী করবে সে ঈমান থেকে বঞ্চিত, আল্লাহ ও রাসূলের শত্রু। মুসলমানদের উচিৎ– এই ধরনের লোকের বৈঠকে না যাওয়া এমনকি তাদের নিকটেও না বসা। মানুষ নিজের শত্রু ও নিজের পিতার দুশমনের সাথে উঠা-বসা ও সানন্দে কথা বলা পছন্দ করে না। সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুগণ, আহলে বায়ত ও সাহাবায়ে কেরামের শত্রুগণের সাথে তা কিরূপে পছন্দ করতে পারে?

ভালভাবে স্মরণ রাখুন! আহলে বায়ত ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)'র ভালবাসা মূলতঃ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই ভালবাসা। তাঁদের শত্রুতা মূলতঃ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই শত্রুতা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এইজন্য মো'মিনের উচিৎ- নিজের অন্তরে (আহলে বায়ত ও সাহাবায়ে কেরাম) উভয়ের ভালবাসা পোষণ করা।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে বায়ত প্রসঙ্গে ফরমায়েছেন ঃ

مَثَلُ اَهْلِ بَيْتِىْ مَثَلُ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ مَنْ رَكِبَ فِيْهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ.

আমার আহলে বায়তের উপমা নূহ (আলাইহিস্ সালাম)'র নৌকার মতই। যে ব্যক্তি তাতে আরোহণ করবে সে নাজাত পাবে এবং যে ব্যক্তি বাইরে থাকবে সে ডুবে যাবে।

اے غرقۂ گناہ زطوفان غم مترس

کشتیٔ نوح عصمت آل محمد است

অর্থাৎ হে পাপাচারে নিমজ্জিত ব্যক্তি! দুঃখের বন্যায় শংকিত হয়ো না কেননা (আমাদের জন্য) নূহ আলাইহিস সালামের নৌকা হল নবী পরিবারের নিরাপত্তা।

আর সাহাবায়ে কেরাম সম্বন্ধে ফরমায়েছেন ঃ

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ فَبِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

আমার সাহাবীগণ নক্ষত্ররাজির ন্যায়, তোমরা তাদের মধ্যে যার অনুকরণ করবে হেদায়তের পথ পাবে।

দেখুন, এক হাদীসে আহলে বায়তকে নৌকার মত এবং অপর হাদীসে সাহাবায়ে কেরামকে নক্ষত্ররাজির মত ফরমায়েছেন। সুতরাং ঈমান ও মা'রেফাতের সমুদ্র নক্ষত্ররাজির দিক নির্দেশনা ব্যতিরেকে অতিক্রম করা যায় না। কেননা অন্ধকার রাত্রিতে নক্ষত্ররাজির দিক নির্দেশনা ব্যতিরেকে নৌকায় আরোহীগণ গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে না। তারাই কূল পেয়েছে যারা নৌকায় আরোহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং নক্ষত্ররাজিকে নিজেদের পথ প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ উভয়কে নাজাত লাভের মাধ্যম ও অসীলারূপে গ্রহণ করেছে। না তাদের মধ্যে কেউ কূল পেয়েছে যারা কেবল নক্ষত্ররাজিকে পথ প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করেছে কিন্তু নৌকায় আরোহণ করেনি এবং না তাদের মধ্যে কেউ কূল পেয়েছে যারা কেবল নৌকায় আরোহণ করেছে কিন্তু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নক্ষত্ররাজির দিক নির্দেশনা লাভ করেনি। এইজন্য কোন অলিয়ে কামিল না খারেজীদের মধ্যে হয়েছে না রাফেজীদের মধ্যে। এই মর্যাদা ও গুণ রয়েছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআতেরই ভাগে।

اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور ؐ

نجم ہیں، اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی

অর্থাৎ আহলে সুন্নাতের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা অবশ্যম্ভাবী। কারণ হুজুরের সাহাবীগণ (হেদায়তের) নক্ষত্ররাজি এবং তরী হল নবী পরিবার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

কেননা আহলে সুন্নাত আহলে বায়তের প্রেমের তরীতে আরোহণ করে প্রেমের নক্ষত্ররাজি সাহাবায়ে কেরাম হতে আলো (দিক নির্দেশনা) লাভ করতঃ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

যেভাবে পূর্বে প্রতীয়মান হয়েছে যে, নবী পরিবারের ভালবাসাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই ভালবাসা এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা সৃষ্টির উপর ফরয। সুতরাং নবী পরিবারের ভালবাসাও ফরয। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তায়া'লা ও হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। অতএব প্রতীয়মান হল- নবী পরিবারের ভালবাসা ঈমানের পুঁজি এবং খোদা ও হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেজামন্দির মাধ্যম।

যেমন আল্লাহ তায়া'লা ফরমান, হে মাহবুব!

قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى

বলুন, হে মানুষ! 'আমি এ (পথ প্রদর্শন ও ধর্ম প্রচার)'র বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না। (সূরা শূরা, আয়াত-২৩)

হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হল তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরজ করলেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ قَرَابَتُكَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ قَالَ عَلِىٌّ وَّفَاطِمَةُ وَوَلَدَاهُمَا

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার আত্মীয় কারা যাদের সৌহার্দ্য আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে? তিনি ফরমালেন, আলী, ফাতেমা এবং তাদের দু'পুত্র। (যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০, দুররে মানসুর, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭, সাওয়ায়িকে মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৬৮)

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) তাঁর এক ভাষণে ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ عَرَفَنِىْ فَقَدْ عَرَفَنِىْ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِىْ فَاَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَلَا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِىْ اِبْرَاهِيْمَ الاية ثُمَّ قَالَ اَنَا ابْنُ الْبَشِيْرِ اَنَا ابْنُ النَّذِيْرِ ثُمَّ قَالَ وَاَنَا مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِيْنَ افْتَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَوَدَّتَهُمْ وَمَوَالَاتَهُمْ فَقَالَ فِيْمَا اَنْزَلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لَّا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى.

যে ব্যক্তি আমাকে চিনে সে তো চিনেই এবং যে চিনে না সেও যেন জেনে নেয় যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র হাসান। অতঃপর তিনি এই আয়াত وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِىْ اِبْرَاهِيْمَ শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। তারপর ফরমালেন, আমি বশীর (সুসংবাদ দাতা) ও নযীর (সতর্ককারী)'র পুত্র এবং আমি নবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, যাদের সৌহার্দ্য ও ভালবাসা আল্লাহ তায়া'লা তোমাদের উপর ফরয করেছেন।

এ প্রসংগে তিনি তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন قُلْ لَّا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا (আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৬৮)

হযরত আবু দায়লম বলেন, যখন ইমাম যয়নুল আবেদীন (রাঃ) কে বন্দী অবস্থায় দামেস্কে এনে এক স্থানে দণ্ডায়মান করা হল তখন সিরিয়াবাসী এক জালিম তাঁকে বলল ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ قَتَلَكُمْ وَاسْتَاْصَلَكُمْ وَقَطَعَ قَرْنَ الْفِتْنَةِ فَقَالَ لَهٗ اَمَا قَرَاْتَ قُلْ لَّا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى قَالَ وَاَنْتُمْ هُمْ؟ قَالَ نَعَمْ!

খোদার শোকর যিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করেছেন, তোমাদের মূলোৎপাটন করেছেন এবং বিদ্রোহীগণকে নিশ্চিহ্ন করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) তিনি তাকে বললেন, তুমি কি কুরআনের মধ্যে এই আয়াত পড়নি-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى সে বলল; তোমরাই কি তারা? তিনি ফরমালেন, হ্যাঁ অবশ্যই। (সাওয়ায়িকে মুহরিকা, পৃষ্ঠা-৬৮, দুররে মানসূর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭)

হযরত শায়খ শামসুদ্দিন ইবনুল আরবী (রহঃ) বলেনঃ

رَأَيْتُ وَلَائِىْ آلَ طٰهٰ فَرِيْضَةً

عَلٰى رَغْمِ اَهْلِ الْبُعْدِ يُوْرِثُنِى الْقُرْبَا

আমি আলে ত্বাহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অর্থাৎ নবী পরিবার)'র সৌহার্দ্য ও ভালবাসাকে ফরয মনে করছি যা আমাকে তাঁদের নৈকট্যের ধনে ধন্য করবে। তাঁদের শত্রুদের বিপরীত যারা তাঁদের থেকে দূরে থাকবে।

فَمَا طَلَبَ الْمَبْعُوْثُ اَجْرًا عَلَى الْهُدٰى

بِتَبْلِيْغِهٖ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রিসালতের প্রচার ও হেদায়ত করার বিনিময়ে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাননি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, হে মানুষ! আল্লাহ তায়া'লাকে ভালবাস। কেননা তিনি (তোমাদের প্রতিপালক এবং) তোমাদেরকে নে'মত দান করেন ঃ

وَاَحِبُّوْنِىْ لِحُبِّ اللّٰهِ وَاَحِبُّوْا اَهْلَ بَيْتِىْ لِحُبِّىْ

আমাকে ভালবাস আল্লাহর ভালবাসার কারণে এবং আমার আহলে বায়তকে ভালবাস আমার ভালবাসার কারণে। (তিরমিযী, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৫৭৩)

হযরত আলী (কাঃ) বলেন, একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হোসাইন (রাঃ)'র হাত ধরে ফরমায়েছেন ঃ

مَنْ اَحَبَّنِىْ وَاَحَبَّ هٰذَيْنِ وَاَبَاهُمَا وَاُمَّهُمَا كَانَ مَعِىَ فِىْ دَرَجَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসবে এবং এই দু'জন (হাস্‌নাইন),তাদের পিতা (আলী) ও তাদের মা (ফাতেমা) কে ভালবাসবে সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে একই স্তরে থাকবে। (তিরমিযী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِىْ

যে ব্যক্তি হাসান ও হোসাইনকে ভালবাসল সে বস্তুতঃ আমাকে ভালবাসল এবং যে ব্যক্তি এই দু'জনের সাথে বিদ্বেষ রাখল সে বস্তুতঃ আমার সাথে বিদ্বেষ রাখল। (ইবনে মাজাহ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৪, আল-মুস্তাদরিক, খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা-১৬৬)

হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি-হাসান ও হোসাইন দু'জনই আমার পুত্র ঃ

مَنْ اَحَبَّهُمَا اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا اَبْغَضَنِىْ وَمَنْ اَبْغَضَنِىْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ اَدْخَلَهُ النَّارَ-

যে ব্যক্তি এই দু'জনকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল, যে আমাকে ভালবাসল সে আল্লাহকে ভালবাসল এবং যে আল্লাহকে ভালবাসল আল্লাহ তাকে বেহেশতে দাখিল করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই দু'জনের প্রতি বিদ্বেষ রাখল সে আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখল, যে আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখল সে আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ রাখল এবং যে আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ রাখল আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন। (আল-মুস্তাদরিক, হাকেম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬৬)

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি হাসান ও হোসাইন উভয়কে কোলে নিয়ে ইরশাদ করছিলেন ঃ

هٰذَانِ ابْنَاىَ وَابْنَا ابْنَتِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُمَا فَاَحِبَّهُمَا وَاَحِبَّ مَنْ يُّحِبُّهُمَا

এই দু'জন আমার ও আমার কন্যার পুত্র। হে আল্লাহ! আমি তাদেরকে ভালবাসি, তুমিও তাদেরকে ভালবাস এবং তাকেও ভালবাস যে তাদেরকে ভালবাসে। (তিরমিযী, বাবুল মানাকিব)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার আমি হাসান (রাঃ)-কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে দেখলাম যে, তিনি তাঁর আঙ্গুলসমূহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মোবারকে ঢুকিয়ে দিচ্ছিলেন ঃ

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ لِسَانَهُ فِيْ فَمِهٖ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ

এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জিহ্বা মোবারক তাঁর মুখে দাখিল করেন। অতঃপর ফরমালেন, হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালবাসি তুমিও তাকে ভালবাস। (আল মুস্তাদরিক, হাকেম, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬৯)

হযরত বারা (রাঃ) বলেন, একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হোসাইন (রাঃ) কে দেখলেন তখন ফরমালেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحِبُّهُمَا فَاَحِبَّهُمَا

হে আল্লাহ! আমি তাদেরকে ভালবাসি তুমিও তাদেরকে ভালবাস। (তিরমিযী শরীফ)

হযরত য়া'লা ইবনে মুররাহ (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

حُسَيْنٌ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْ حُسَيْنٍ اَحَبَّ اللّٰهُ مَنْ اَحَبَّ حُسَيْنًا

হোসাইন আমার এবং আমি হোসাইনের। আল্লাহ তাকে ভালবাসুন যে হোসাইনকে ভালবাসে। (তিরমিযী শরীফ)

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

مَعْرِفَةُ اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَحُبُّ اٰلِ مُحَمَّدٍ جَوَازٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَالْوَلَايَةُ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ اَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের পরিচিতি ('র মাকাম) দোযখ হতে নাজাতের মাধ্যম। তাঁর বংশধরদের প্রতি ভালবাসা রাখা পুলসিরাত অতিক্রম করার সনদ এবং তাঁর বংশধরদের অভিভাবকত্ব আযাব হতে নিরাপত্তা লাভের উপায়। (শিফা শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ

حُبُّ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ تَاْكُلُ الذُّنُوْبَ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

আলী ইবনে আবু তালেবের ভালবাসা পাপসমূহকে এইভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয় যেমন অগ্নি ইন্ধনকে। (নুযহাতুল মাজালিস, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬১, আর- রিয়াদুন্ নাদরাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৫)

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমি বিদায় হজ্বে আরাফাতের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম। তিনি তাঁর উষ্ট্রী কাসওয়ায় সওয়ার ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنْ اَخَذْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوْا كِتَابُ اللّٰهِ وَعِتْرَتِيْ اَهْلُ بَيْتِيْ

হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে যা রেখে যাচ্ছি-যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর তা হলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং আমার বংশধর তথা আহলে বায়ত। (তিরমিযী, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৫৬৫)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَايُبْغِضُنَا اَهْلَ الْبَيْتِ اَحَدٌ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ

কসম সেই সত্তার যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ রয়েছে! যে কেউই আমার আহলে বায়তের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন। (মুস্তাদরিকে হাকেম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫০ যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০ আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৭২)

এই রেওয়ায়তসমূহ থেকে প্রমাণিত হল-নবী পরিবারের ভক্তি ও ভালবাসা ঈমানের পুঁজি এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা ঈমানহীনতা ও ধ্বংসের কারণ।

হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) বলেন ঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِيْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খোদার কসম যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ রয়েছে! আমার নিকট আমার আত্মীয় অপেক্ষা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয় প্রিয়তর। (বুখারী শরীফ)

একবার হযরত সিদ্দীক আকবর মিম্বর শরীফে দাঁড়িয়ে খোৎবা দিচ্ছিলেন- হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) যিনি এখনো শিশুই ছিলেন, আগমন করতঃ বললেন, 'আমার নানার মিম্বর থেকে নেমে যান'।

فَقَالَ صَدَقْتَ وَاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمَجْلِسُ اَبِيْكَ ثُمَّ اَخَذَهٗ وَاَجْلَسَهٗ فِيْ حِجْرِهٖ وَبَكٰى فَقَالَ عَلِيٌّ وَاللّٰهِ مَا كَانَ عَنْ رَأْيِيْ فَقَالَ صَدَقْتَ مَا اتَّهَمْتُكَ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, তুমি সত্য বলেছ। খোদার কসম! নিশ্চয়ই এটা তোমার সম্মানিত নানার মিম্বর। অতঃপর তিনি তাঁকে সাদরে তুলে কোলে বসালেন এবং কেঁদে উঠলেন। হযরত আলী বললেন, খোদার কসম! সে আমার কথা নিয়ে এটা বলেনি। হযরত আবু বকর ফরমালেন, আপনি সত্য বলেছেন। আপনার প্রতি আমার কোন কুধারণা নেই। (আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৭৫)

অনুরূপ হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)'র ঘটনাও বর্ণিত আছে।* (ইসাবা ফি মা'রিফাতিস্ সাহাবা, আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ্, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮,)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)'র খেলাফত কালে যখন মাদায়েন শহর বিজিত হল তখন হযরত ওমর মসজিদে

---

*হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন, শিশুদের নিয়ম হল-যখন তারা কাউকে তাদের বড় জনের স্থানে বসতে কিংবা তার কাপড় পরতে কিংবা তার কোন জিনিস ব্যবহার করতে দেখে তখন বলে দেয়-এখান থেকে উঠে যাও! বা এই কাপড় খুলে ফেল-এটা আমাদের। তাদের এই ধরনের কথা দলিলযোগ্য নয়। এতে সন্দেহ নেই যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আয়িম্মায়ে ইযাম আত্মার উৎকর্ষ ও ঈমানী পদ মর্যাদায় সমস্ত সৃষ্টি হতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিন্তু মানবীয় গুণ ও বাল্যকালীন স্বভাব তাদের মধ্যেও পাওয়া যায়। অতএব পথ প্রদর্শক হওয়ার জন্য বিবেকের পূর্ণাঙ্গতার সীমানায় উপনীত হওয়া জরুরী স্থির করা হয়েছে। (তোহফায়ে ইস্না আশারিয়্যাহ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নববীতে চর্মের গালিচা বিছিয়ে তার উপর গনীমতের মাল জমা করলেন। সর্বপ্রথম হযরত ইমাম হাসান আগমন করেন এবং বললেন, হে আমীরুল মো'মেনীন! আমাদের হক যা আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন, আমাদেরকে দান করুন।

তিনি বললেন, 'বিলবারকাতি ওয়াল কারামাহ' এবং এক হাজার দেরহাম দান করলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর পরই হযরত হোসাইন (রাঃ) আগমন করেন। তাঁকেও এক হাজার দেরহাম দান করলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর পরই তাঁর ছাহেবযাদা হযরত আবদুল্লাহ আগমন করেন। তিনি তাঁকে দান করলেন পাঁচশ দেরহাম। হযরত আবদুল্লাহ বললেন, হে আমীরুল মো'মেনীন! আমি বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক যুগে যুবক ছিলাম এবং তাঁর সাথে জিহাদ করতাম, হযরত হাসান ও হোসাইন তখন ছিলেন শিশু এবং মদীনা মুনাওয়ারার রাস্তায় রাস্তায় খেলাধুলা করতেন। আপনি তাঁদেরকে দিলেন এক হাজার করে আর আমাকে দিলেন পাঁচশ দেরহাম। তিনি বললেন, বৎস! প্রথমে সেই মাকাম ও ফযীলত অর্জন কর যা হযরত হাসান ও হোসাইনের রয়েছে। তারপর দাবী করবে এক হাজার দেরহাম। তাঁদের পিতা আলী মুরতাযা, মা ফাতেমাতুয্ যাহ্রা, নানা রাসূলে খোদা, নানী খাদীজাতুল কোব্রা, চাচা জাফর ত্বায়্যার, ফুফু উম্মে হানী, মামা ইবরাহীম ইবনে রাসূলিল্লাহ, খালা নবী দুহিতা রুকায়্যা, উম্মে কুলসূম ও যয়নব (রাঃ)। এটা শুনে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) নীরব হয়ে যান।*এই ঘটনার সংবাদ হযরত আলী মুরতাযা (কাঃ)'র নিকট পৌছল। তিনি বললেন, আমি বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, হযরত ওমর জান্নাতবাসীদের প্রদীপ। তাঁর এই উক্তির সংবাদ হযরত ওমর (রাঃ)'র নিকট পৌছল। তিনি মুসলমানদের একটি দলসহ হযরত আলীর দরবারে গমন করেন। হযরত আলী বাইরে এলেন। হযরত ওমর বললেন, হে আলী! আপনি শুনেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'সিরাজে আহলে জান্নাত' (জান্নাতবাসীদের প্রদীপ) ফরমায়েছেন? হযরত আলী বললেন, হ্যাঁ, আমি তাঁর নিকট শুনেছি। হযরত ওমর বললেন, হে আলী! এই হাদীস আপনি স্বহস্তে লিখে আমাকে দিন। হযরত আলী তাঁর মোবারক হস্তে বিস্মিল্লাহ শরীফের পর লিখলেন ঃ

---

* আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ্, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

هٰذَا مَا ضَمَنَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ عَنْ جِبْرِيْلَ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سِرَاجُ اَهْلِ الْجَنَّةِ

এই কথা, যার যিম্মাদারী নিচ্ছে আলী ইবনে আবি তালেব ওমর ইবনে খাত্তাবের জন্য-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন, তাঁকে জিব্‌রীল, তাঁকে আল্লাহ তায়া'লা ফরমায়েছেন যে, ওমর ইবনে খাত্তাব জান্নাতবাসীদের প্রদীপ।

হযরত আলী (কাঃ)'র লিখিত ফরমান হযরত ওমর (রাঃ) গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সন্তানগণকে অসিয়ত করলেন-যখন আমার ওফাত হবে তখন গোসল ও কাফন দেয়ার পর এই কাগজখানা আমার কাফনে দিয়ে দিবে। অতঃপর যখন তিনি শহীদ হলেন তখন ওই কাগজখানা অসিয়ত মোতাবেক তাঁর কাফনের মধ্যে প্রদান হয়। (ফসলুল খিতাব, আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮২ ইযালাতুল খিফা)

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, হযরত আলী মুরতাযার দুর্নাম করছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ

وَيْحَكَ اَتَعْرِفُ عَلِيًّا هٰذَا بْنُ عَمِّهٖ وَاَشَارَ اِلٰى قَبْرِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ مَا اٰذَيْتَ اِلَّا هٰذَا فِىْ قَبْرِهٖ

আফসোস তোমার প্রতি! তুমি কি (হযরত) আলীকে চিন না যে, তিনি বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই? এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের প্রতি ইঙ্গিত করতঃ বললেন, খোদার কসম! তুমি হযরত আলীর দুর্নাম করে তাঁকে কষ্ট দিচ্ছ যিনি এই কবরে শায়িত আছেন। (সাওয়ায়িকে মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৭৫ যুরকানী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৪)

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) দুর্ভিক্ষের সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) কে সাথে নিয়ে তাঁর অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاَسْقِنَا فَيُسْقَوْا

হে আল্লাহ! তোমার দরবারে আমরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। তখনই বৃষ্টি হয়ে যেতো। (বুখারী, মিশকাত, পৃষ্ঠা-১২৩)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একদা হযরত হাসান (রাঃ) হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)'র খেলাফতকালে তাঁর দরবারে গমন করেন। ওখানে গিয়ে দেখতে পান-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছেন। ঘটনাক্রমে তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। হযরত হাসান (রাঃ) এই মনে করে ফিরে যান যে, তিনি যখন তাঁর পুত্রকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেননি, আমাকে কবে দিবেন?

হযরত ওমর (রাঃ) জানতে পারলেন যে, হযরত হাসান (রাঃ) এই মনে করে ফিরে গেছেন। তখন তিনি কালবিলম্ব না করে তাঁর নিকট গমন করেন এবং বললেন, আপনার আগমনের সংবাদ আমি পাইনি। হযরত হাসান বললেন, আমি এই মনে করে ফিরে এসেছি যে, আপনি যখন আপনার পুত্রকে অনুমতি দেননি, আমাকে কবে দিবেন? তিনি বললেনঃ

اَنْتَ اَحَقُّ بِالْاِذْنِ مِنْهُ وَهَلْ اَنْبَتَ الشَّعْرَ فِى الرَّأْسِ بَعْدَ اللّٰهِ اِلَّا اَنْتُمْ

আপনি তার চাইতে অনুমতি লাভের অধিক যোগ্য। আল্লাহ তায়া'লার পর আপনারা ব্যতীত মাথায় এই চুল কে উৎপন্ন করেছে? অর্থাৎ-আপনাদের বদৌলতেই সৎপথ পেয়েছি এবং আপনাদের বরকতেই এই মর্যাদায় উপনীত হয়েছি। (সাওয়ায়িকে মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৭৭)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ اِذَا جِئْتَ فَلَا تَسْتَاْذِنْ

আপনি যখনই আসবেন অনুমতি ছাড়াই চলে আসবেন। (সাওয়ায়িকে মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৭৭)

এই রেওয়ায়তসমূহ থেকে আহলে বায়তের প্রতি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)'র সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের গভীর ভালবাসা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

একদা হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) তাঁর কাপড়ের আঁচল দ্বারা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)'র চরণযুগল হতে ধুলাবালি পরিষ্কার করে দিলেন। হযরত হোসাইন (রাঃ) বললেন, হে আবু হোরাইরা! কি করছেন? আবু হোরাইরা আরজ করলেন, হুজুর আমাকে ক্ষমা করুন! আল্লাহর কসম! আপনার পদ মর্যাদা সম্পর্কে যতটুকু আমি জানি যদি লোকেরা তা জানতো তাহলে তারা আপনাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরাফেরা করতো। (ইযহারুস্ সাআদত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনা মুনাওয়ারায় উম্মে খালেদ ছিল রূপ ও সৌন্দর্যে প্রসিদ্ধ এক যুবতী নারী। যার বিবাহ প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনে আমেরের সাথে হয়েছিল। কিন্তু তিনি তালাক দিয়েছিলেন। হযরত আমীর মুআবিয়া (রাঃ) তার নিকট হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ)-কে ইয়াযীদের বাগদানের প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। হযরত আবু হোরাইরা সিরিয়া হতে রওয়ানা হয়ে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছলেন। সর্বপ্রথম বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা পাকে হাজির হন। ওখানে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)'র সাক্ষাত হল। তিনি মদীনা মুনাওয়ারা আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সমুদয় অবস্থা বর্ণনা করলেন হযরত আবু হোরাইরা। হযরত হাসান (রাঃ) বললেন, উম্মে খালেদকে আমার পক্ষ থেকেও বিবাহের প্রস্তাব দিবেন। তিনি আরজ করলেন, খুব ভাল। তারপর হযরত আবু হোরাইরার সাক্ষাত হল হযরত হোসাইন, আব্বাস ইবনে আলী, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আবদুল্লাহ ইবনে মুতী' ইবনে আসওয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের সাথে। তাঁরাও নিজ নিজ পক্ষ হতে প্রস্তাব দিলেন। হযরত আবু হোরাইরা ওই নারীর নিকট গিয়ে নিজের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতঃ এঁদের সবার প্রস্তাব পেশ করলেন। উম্মে খালেদ বলল, এখন তো বিবাহ করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি বায়তুল্লাহর প্রতিবেশী হয়ে আল্লাহ তায়া'লার স্মরণে জীবন কাটিয়ে দিতে চাই! বাকী আপনার যা পরামর্শ হয়? তিনি বললেন, যৌবনকালে স্বামী ছাড়া থাকা উচিৎ নয়। উম্মে খালেদ বলল, তা হলে আপনিই পরামর্শ দিন- তাঁদের মধ্যে কার সাথে বিবাহ করব?

হযরত আবু হোরাইরা বললেন, এই বিষয়ে তুমিই ভাল বুঝতে পার! সে বলল, আমি আপনার পরামর্শ ছাড়া কারো সাথে বিবাহ করব না। তিনি বললেন, যদি তুমি আমার পরামর্শই চাও তা হলে আমি রাসূলের দৌহিত্র ফাতেমার নয়নমণির সমান কাউকে মনে করছি না।

হে অসম্পূর্ণ বিবেকধারী! পার্থিব সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দিও না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়তাকে মূল্যায়ন কর এবং বেহেশতের সরদারদ্বয় হতে একজনের সাথে বিবাহ করে দু'জাহানের সম্মান অর্জন কর।

উম্মে খালেদ সম্মত হল এবং বলল, ভাল। হযরত হাসানকে সংবাদ দিন যে, আমি তাঁর সাথে বিবাহ করব। হযরত আবু হোরাইরা তাঁকে জানালেন এবং সেই দিনই বিবাহ হয়ে যায়। এই ঘটনাবলী হযরত আমীর মুআবিয়া জানতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পারলেন। হযরত আবু হোরাইরা যখন হযরত আমীর মুআবিয়ার নিকট ফিরে যান তখন তিনি বললেন, আমি আপনাকে বাগদানের প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি ওখানে গিয়ে কি করলেন? হযরত আবু হোরাইরা বললেন, উম্মে খালেদ আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছিল সুতরাং আমি তার জন্য যা উত্তম ও কল্যাণকর তা-ই বলে দিয়েছি। এটা শুনে হযরত আমীর মুআবিয়া একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন যার অর্থ হল এই- অনেক পরিশ্রমকারী এমনও রয়েছে যাদের পরিশ্রমের ফল ঘরে অবস্থানকারীরা পরিশ্রম ছাড়াই পেয়ে যায়। (আল-মুওয়াফাকা-ইবনে সাম্মান, তোহফায়ে ইস্না আশারিয়্যা)

একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত হোসাইন (রাঃ)'র রেকাব ধরেছিলেন। লোকেরা তাঁকে বলল, আপনি তাঁর চেয়ে বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রেকাব ধরে আছেন? তিনি বললেন, হোসাইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র। সুতরাং তাঁর রেকাব ধরা আমার জন্য সৌভাগ্য নয় কী? (তাসভীদুল ক্বাওস-শায়খ ইবনে হাজর)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাসান (রাঃ) বলেন, একদা আমি কোন প্রয়োজনে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রাঃ)'র নিকট গমন করলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ

إِذَا كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَأَرْسِلْ إِلَيَّ أَوِ اكْتُبْ فَإِنِّي أَسْتَحْيِي مِنَ اللّٰهِ أَنْ يَرَاكَ عَلٰى بَابِي

আপনার যখন কোন প্রয়োজন হয় তখন কাউকে পাঠিয়ে দিবেন কিংবা লিখে জানাবেন। আমি আল্লাহ তায়া'লার সমীপে লজ্জাবোধ করি যে, আপনি কোন প্রয়োজনের নিমিত্তে আমার দরজায় আসবেন। (সাওয়ায়িকে মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৭৮ শিফা শরীফ, পৃষ্ঠা-৩৯)

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, হিশাম ইবনে আবদুল মালেক যখন হজ্বে গমন করেন তখন তাওয়াফ করার সময় হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু অত্যধিক ভিড়ের কারণে সফল হতে পারেননি। তার জন্য একখানা মিম্বর স্থাপন করা হল তিনি তার উপর বসে মানুষের তাওয়াফ ও হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। তখন সিরিয়াবাসীদের একটি দলও তার সাথে ছিল। ইতোমধ্যে হঠাৎ হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রাঃ) তশরীফ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আনেন এবং তাওয়াফ করা আরম্ভ করেন। যখন হাজরে আসওয়াদের দিকে গমন করলেন তখন মানুষ আপনা-আপনি সরে গেল এবং হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের জন্য পথ পরিষ্কার করে দিল। ইমাম আ'লী মাকাম নির্বিঘ্নে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করেন। এটা দেখে জনৈক সিরিয়াবাসী বলল, ইনি কে? যাকে মানুষ এত ভয় করছে? হিশাম বললেন, আমি তো তাকে চিনি না। এটা এই জন্য বলেছিলেন যে, সিরিয়াবাসীগণ যেন তাঁর ভক্ত হয়ে না যায়। তখন ওখানে আবু ফেরাস ফরযদক কবিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেনঃ

খোদার কসম! আমি তাঁকে চিনি। সিরিয়াবাসীগণ বলল, হে আবু ফেরাস! ইনি কে? তখন তিনি বললেনঃ

هٰذَا الَّذِىْ تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطَائِفُهٗ

وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهٗ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ

ইনি সেই সত্তা যাকে মক্কা ও তায়েফের ভূখণ্ড এবং বায়তুল্লাহর হিল ও হেরেম তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণে ভালভাবে জানে ও চিনে।

هٰذَا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللّٰهِ كُلِّهِمِ

هٰذَا التَّقِىُّ النَّقِىُّ الطَّاهِرُ الْعَلَمُ

ইনি তাঁরই পুত্র যিনি আল্লাহর সমস্ত বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ইনি খোদাভীরু, পবিত্র, নিষ্কলুষ ও অত্যন্ত সহনশীল।

هٰذَا ابْنُ فَاطِمَةَ اِنْ كُنْتَ جَاهِلَهٗ

بِجَدِّهٖ اَنْبِيَاءِ اللّٰهِ قَدْ خُتِمُوْا

ইনি ফাতেমাতুয যাহ্‌রা (রাঃ)'র পুত্র। যদি তুমি জান না তা হলে জেনে নাও তাঁর মাতামহ খাতামুন নাবিয়্যীন (শেষ নবী)।

اَللّٰهُ شَرَّفَهٗ قِدْمًا وَّعَظَّمَهٗ

جَرٰى بِذَالِكَ لَهٗ فِىْ لَوْحِهِ الْقَلَمُ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ আদি থেকেই তাঁকে মর্যাদা ও গুণ দান করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর জন্য লওহে মাহফুযে কলম চলেছিল।

اِذَا رَاَتْهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا

اِلٰى مَكَارِمِ هٰذَا يَنْتَهِى الْكَرَمُ

কুরাইশ যখন তাঁকে দেখে তখন তাদের উক্তিকারী বলে, তাঁরই সচ্চরিত্রে পূর্ণতা লাভ করে দানশীলতা ও কৃপা।

عَمَّ الْبَرِيَّةَ بِالْاِحْسَانِ فَانْقَشَعَتْ

عَنْهُ الْعَنَايَةُ وَالْاِمْلَاقُ وَالظُّلَمُ

ইনি তাদের মধ্যে অন্যতম সমগ্র সৃষ্টির উপর যাদের মহা অনুগ্রহ রয়েছে এবং তাঁরই কারণে দুঃখ-বেদনা, দারিদ্র্য ও নির্যাতন দূরীভূত হয়েছে।

لَا يَسْتَطِيْعُ جَوَادٌ بَعْدَ غَايَتِهِمْ

وَلَا يُدَانِيْهِمْ قَوْمٌ وَّاِنْ كَرَمُوْا

কোন বৃহৎ থেকে বৃহত্তম দাতাও ক্ষমতা রাখে না যে, তাদের দানশীলতার শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাবে, সে যত বড় দানশীল হোক না কেন।

كِلْتَا يَدَيْهِ غِيَاثٌ عَمَّ نَفْعُهُمَا

تَسْتَوْكِفَانِ وَلَا يَعْرُوْهُمَا الْعَدَمُ

তাঁর হস্তযুগল দানশীলতার বৃষ্টি, অভাবগ্রস্থের সাহায্যকারী, যার ফয়েজ ব্যাপক, সর্বদা বর্ষণ হতে থাকে এবং কোন সময় নেতিবাচক কিছু তার (হস্তদ্বয়) সম্মুখীনই হয়নি।

مَا قَالَ لَا قَطُّ اِلَّا فِىْ تَشَهُّدِهٖ

لَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لَاءُهٗ نَعَمُ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি নামাযের তাশাহুদ ব্যতীত কখনো 'লা' (না) বলেননি-ওখানে আল্লাহ তায়া'লার অংশীদারিত্বের অস্বীকৃতির জন্য 'লা' রয়েছে। যদি তাশাহুদে 'লা' না থাকতো তা হলে তাঁর ওই 'লা'ও হতো না'ম (হ্যাঁ)।

يَنْمِىْ اِلٰى ذُرْوَةِ الْعِزِّ الَّذِىْ قَصُرَتْ

عَنْ نَيْلِهِ عَرَبُ الْاِسْلَامِ وَالْعَجَمُ

ইনি সেই সত্তা যার উত্থান হয়েছে মর্যাদার এমন সমুচ্চ স্থানে যেখানে পৌঁছতে আরব ও আজমের সমস্ত মানুষ অক্ষম।

يَنْشَقُّ نُوْرُ الْهُدٰى مِنْ نُوْرِ غُرَّتِهٖ

كَا الشَّمْسِ يَنْجَابُ عَنْ اِشْرَاقِهَا الظُّلَمُ

তাঁর ললাটের নূর হতে ঝরে পড়ে হেদায়তের নূর যা দ্বারা দূরীভূত হয় অন্ধকার। যেভাবে সূর্যোদয়ের ফলে দূরীভূত হয় অন্ধকারসমূহ।

مُشْتَقَّةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ شُعْبَتُهٗ

طَابَتْ عَنَاصِرُهٗ وَالْخِيْمُ وَالشِّيَمُ

তাঁর সত্তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তা হতে নির্গত এইজন্য তাঁর মূল ও স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত পবিত্র ও উৎকৃষ্ট।

سَهْلُ الْخَلِيْقَةِ لَا تَخْشٰى بَوَادِرُهٗ

يُزَيِّنُهٗ اِثْنَانِ حُسْنُ الْخَلْقِ وَالشِّيَمُ

তিনি এমন কোমল প্রকৃতির যে, তাঁর ক্ষুব্ধ হওয়ার আশংকা নেই। তাঁকে দু'টি জিনিস সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে সচ্চরিত্র ও মধুর স্বভাব।

يَغْضِىْ حَيَاءً وَيُغْضٰى مِنْ مَهَابَتِهٖ

فَمَا يُكَلَّمُ اِلَّا حِيْنَ يَتَبَسَّمُ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি তো লজ্জাশীলতার কারণে দৃষ্টি অবনমিত রাখেন এবং মানুষের দৃষ্টি তাঁর ভীতিতে অবনমিত হয়ে যায়। কেউ (ভীতির কারণে) তাঁর সাথে কথা বলতে পারে না কিন্তু যখন তিনি মুচকি হাসেন।

مِنْ مَّعْشَرٍ حُبُّهُمْ دِيْنٌ وَّبُغْضُهُمْ

كُفْرٌ وَّقُرْبُهُمْ مَنْجٰى وَمُعْتَصَمُ

তিনি ওই পবিত্র ব্যক্তিবর্গের অন্যতম, যাদের ভালবাসা দ্বীন, যাদের বিদ্বেষ কুফরী এবং যাদের নৈকট্য নাজাত ও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসা।

اِنَّ عُدَّ اَهْلُ التُّقٰى كَانُوْا اَئِمَّتَهُمْ

اَوْ قِيْلَ مَنْ خَيْرُ اَهْلِ الْاَرْضِ قِيْلَهُمُ

যদি মুত্তাকীদেরকে গণনা করা হয় তাহলে তাদের সকলের ইমাম ও প্রধান হবেন তাঁরাই। যদি কেউ বলে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠে সর্বাপেক্ষা উত্তম কে? তা হলে উত্তর হবে-এঁরাই।

مُقَدَّمٌ بَعْدَ ذِكْرِ اللّٰهِ ذِكْرُهُمْ

فِىْ كُلِّ بَدْءٍ مَّخْتُوْمٌ بِهِ الْكَلِمُ

প্রত্যেক বাণীর সূচনা ও সমাপ্তিতে আল্লাহর যিক্‌রের পর তাঁদের যিক্‌র (আলোচনা)-ই অগ্রগণ্য।

فَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هٰذَا بِضَائِرِهٖ

اَلْعَرْبُ تَعْرِفُ مَنْ اَنْكَرْتَ وَالْعَجَمُ

সুতরাং তোমার এই উক্তি- ইনি কে? তাঁর জন্য ক্ষতিকারক নয়। কেননা যাকে তুমি অস্বীকার করলে তাঁকে আরবও চিনে এবং আজমও চিনে।

مَنْ يَّعْرِفُ اللّٰهَ يَعْرِفْ اَوْلِيَتَهٗ

فَالدِّيْنُ مِنْ بَيْتِ هٰذَا نَالَهُ الْاُمَمُ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনে সে তাঁর বুযর্গীকেও চিনে। সত্য দ্বীন তাঁরই ঘর হতে লাভ করেছে সমগ্র জগদ্বাসী।

اَىُّ الْخَلَائِقِ لَيْسَ فِىْ رِقَابِهِمْ
لِاَوْلِيَةِ هٰذَا اَوَّلُهٗ نِعَمٌ

সৃষ্টির মধ্যে এমন কে আছে যার গর্দানে তাঁর এবং তাঁর বুযর্গদের অবদান ও অনুগ্রহের হার নেই?

যখন হিশাম এসব কিছু শুনলেন তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে ফরযদক্‌কে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন। অতএব উসফানে (এটা মক্কা ও মদীনার মাঝখানে একটি কুপ) ফরযদক্‌কে বন্দী করা হয়। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রাঃ) স্নেহ ও প্রীতিপরবশ হয়ে বার হাজার দেরহাম ফরযদকের নিকট পাঠালেন। তখন তিনি এই বলে তা ফেরত দেন যে, আমি আপনার প্রশংসা আল্লাহ তায়া'লা ও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাজী করা এবং নিজের পাপসমূহের কাফফারার জন্য করেছি, দান ও পুরস্কারের আশায় নয়। ইমাম আলী মাকাম ফরমালেন, ফরযদককে বল-যদি তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বায়তকে ভালবাস, তা হলে এগুলো ফেরত দিও না বরং রেখে দাও। কেননা আমরা আহলে বায়তে রাসূল যখন কাউকে কোন কিছু দান করি, তা কখনো ফেরত নিই না। অতএব ফরযদক ওই দেরহামগুলো কবুল করলেন। * (হিলয়াতুল আউলিয়া, আবু নাঈম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৯ সাওয়ায়িকে মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৯৮)

শায়খ আবু সাঈদ মা'দরী আমাদের ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ)'র গুণাবলীর আলোচনায় লিখেছেন যে, তিনি অতি মাত্রায় সৈয়দ বংশীয় লোকদের তা'যীম ও সম্মান করতেন।

অতএব তিনি একদিন এক মজলিসে কয়েক দফা সম্মানার্থে দন্ডায়মান হন এবং তার কারণ জানা গেল না। উপস্থিত লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করল, তখন তিনি বললেন, এই ছেলেদের মধ্যে একটি ছেলে রয়েছেন সৈয়দ। যখন আমি তাকে দেখি, সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাই।

* যদিও এই রেওয়ায়ত হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রাঃ)'র ফযায়েলের সাথে সম্পৃক্ত এবং তাঁর আলোচনায় আসা উচিত ছিল কিন্তু যেহেতু ফরযদকের এই কবিতায় আহলে বায়তের ভালবাসার কথা উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হল। গ্রন্থকার।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) বলেন, যে সাহচর্য, শিষ্যত্ব, ইলম ও তরীকা ইমাম আযম আবু হানীফা আহলে বায়তের ইমাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের, হযরত ইমাম জাফর সাদেক ও হযরত যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন থেকে অর্জন করেছেন তা বর্ণনার উর্ধ্বে। ইমাম আবু হানীফার পিতা হযরত সাবিত তাঁর পিতার সাথে বাল্যকালে আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (রাঃ)'র যিয়ারতে গমন করেছিলেন। তখন হযরত আলী (কাঃ) তাঁর জন্য সন্তানের বরকতের দোয়া করেছিলেন। তাঁর দোয়া অনুযায়ী হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন। (তোহফায়ে ইসনা আশারিয়া)

ইমামুল আয়িম্মাহ হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেনঃ

يَا اَهْلَ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ حُبُّكُمْ
فَرْضٌ مِّنَ اللّٰهِ فِى الْقُرْاٰنِ اَنْزَلَهٗ

হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বায়ত! আপনাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা আল্লাহ তায়া'লা ফরয করে দিয়েছেন কুরআনে যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন।

يَكْفِيْكُمْ مِّنْ عَظِيْمِ الْقَدْرِ اِنَّكُمْ
مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلٰوةَ لَهٗ

আপনাদের মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে- যে ব্যক্তি আপনাদের উপর দরূদ পড়বে না তার নামায হবে না।

তিনি আরো বলেন ঃ

اِذَا نَحْنُ فَضَّلْنَا عَلِيًّا فَاِنَّنَا
رَوَافِضُ بِالتَّفْضِيْلِ عِنْدَ ذِى الْجَهْلِ

যখন আমরা হযরত আলী (রাঃ)'র ফযীলত বর্ণনা করি তখন আমরা ফযীলত বর্ণনার কারণে মুর্খদের মতে রাফেযী হয়ে যাই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَفَضْلُ اَبِىْ بَكْرٍ اِذَا مَا ذَكَرْتُهٗ

رُمِيْتُ بِنَصْبٍ عِنْدَ ذِكْرِىْ لِلْفَضْلِ

আর যখন আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)'র ফযায়িল বর্ণনা করি তখন আমার প্রতি নাসেবী হওয়ার অপবাদ আরোপ করা হয়।

قَالُوْا تَرَفَّضْتَ قُلْتُ كَلَّا

مَا الرَّفْضُ دِيْنِىْ وَلَا اِعْتِقَادِىْ

যে মুর্খগণ আমাকে বলেছে যে, তুমি রাফেযী হয়ে গেছো তখন আমি উত্তর দিলাম, কখনো না, আমার দ্বীন ও আমার আক্বীদা রাফেযীদের মত নয়।

لٰكِنْ تَوَلَّيْتُ غَيْرَ شَكٍّ

خَيْرَ اِمَامٍ وَخَيْرَ هَادِىْ

কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমি উত্তম ইমাম ও উত্তম পথ প্রদর্শকের প্রতি অন্তরঙ্গতা ও ভালবাসা পোষণ করি।

اِنْ كَانَ رِفْضًا حُبُّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ اَنِّىْ رَافِضٗ

যদি নবী পরিবারের ভালবাসারই নাম 'রফয' হয়ে থাকে তা হলে দু'জাহান যেন সাক্ষী থাকে- নিঃসন্দেহে আমি রাফেযী। (সীরতুশ্ শাফেয়ী, পৃষ্ঠা-২২)

উল্লেখ্য যে, নবী পরিবারের ভালবাসা রফয নয়, যেমন কতেক লোক মনে করে। নবী পরিবারের ভালবাসা তো মূল ঈমান যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। বরং হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)কে ঘৃণা করাই রফয, পথভ্রষ্টতা ও ধর্মহীনতা। (নাউযুবিল্লাহি মিনযালিকা)

হযরত আবুল হাসান ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ

اَحَبُّ النَّبِىَّ الْمُصْطَفٰى وَابْنَ عَمِّهٖ

عَلِيًّا وَسِبْطَيْهِ وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি ভালবাসি নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, হযরত আলী ও তাঁর সন্তানগণ এবং হযরত ফাতেমা যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমকে।

هُمْ اَهْلُ بَيْتٍ اَذْهَبَ الرِّجْسَ عَنْهُمْ

وَاَطْلَعَهُمْ اُفُقَ الْهِدَايَةِ اَنْجُمًا زَهْرَا

তাঁরাই আহলে বায়ত যাদের থেকে যাবতীয় অপবিত্রতা দূরীভূত করা হয়েছে এবং আল্লাহ তায়া'লা তাঁদেরকে হেদায়তের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র বানিয়ে দীপ্তিমান করেছেন।

وَمَوَالَاتُهُمْ فَرْضٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

وَحُبُّهُمْ اَسْنَى الذَّخَائِرِ الْاُخْرٰى

তাদের ভালবাসা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয এবং তাদের ভালবাসা পরকালের জন্য শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম পুঁজি।

وَمَا اَنَا لِلصَّحْبِ الْكِرَامِ بِمُبْغِضٍ

فَاِنِّىْ اَرَى الْبَغْضَاءَ فِىْ حَقِّهِمْ كُفْرَا

আমি সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)'র প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী নই। কেননা আমি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাকে কুফরী মনে করি।

هُمْ جَاهَدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

وَهُمْ نَصَرُوْا دِيْنَ الْهُدٰى بِالظُّبَا نَصْرَا

তাঁরা আল্লাহর পথে যথাযথভাবে জিহাদ করেছেন এবং তাঁরা হেদায়তপূর্ণ ধর্মের যথাযথ সাহায্য করেছেন।

عَلَيْهِمْ سَلَامُ اللّٰهِ مَا دَامَ ذِكْرُهُمْ

لَدَى الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى وَاَكْرِمْ بِهٖ ذِكْرَا

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁদের প্রতি আল্লাহ তায়া'লার সালাম হোক যতক্ষণ পর্যন্ত উর্ধ্বজগতে তাঁদের আলোচনা চলতে থাকে এবং এই আলোচনা কতই না সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ । (নূরুল আবসার, পৃষ্ঠা-১২৭)

শায়খে আকবর মহিউদ্দিন ইবনুল আরবী (রহঃ) বলেনঃ

فَلَا تَعْدِلْ بِاَهْلِ الْبَيْتِ خَلْقًا

فَاَهْلُ الْبَيْتِ هُمْ اَهْلُ السِّيَادَةِ

তোমরা কোন সৃষ্টিকে আহলে বায়তের সমকক্ষ স্থির কর না। কেননা আহলে বায়তই নেতৃত্বের যোগ্য।

فَبُغْضُهُمْ مِّنَ الْاِنْسَانِ خُسْرٌ

حَقِيْقِيٌّ وَّ حُبُّهُمْ عِبَادَةٌ

তাঁদের শত্রুতা মানুষের জন্য প্রকৃত ক্ষতি। পক্ষান্তরে তাদের প্রেম ও ভালবাসা হল ইবাদত। (নূরুল আবসার, পৃষ্ঠা-১২৮)

শাহ গোলাম আলী (রহঃ) বলেন, মির্যা মাযহার জানে জানাঁ (রহঃ) বলতেন, আহলে বায়তের ভালবাসা ঈমানের ভিত্তি এবং ঈমানের সত্যায়নের স্থায়িত্বের মূলধন। ওই মহাত্মাগণের ভালবাসা ব্যতীত আমার কোন আমলই নাজাতের অসীলা নয়। (মলফুযাত)

'লাওয়ায়িহ' এর ভাষ্যকার হযরত শায়খ আমান পানিপথী (রহঃ) বলেন ঃ

سرمایه درویشی پیش ما دو چیزاست تهذیب اخلاق ومحبت خاندان پیغمبر صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমাদের মতে দরবেশী (সাধনা)'র মূলধন দুটোই। প্রথমতঃ চারিত্রিক সুশীলতা, দ্বিতীয়তঃ নবী পরিবারের ভালবাসা। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (আখবারুল আখয়ার, পৃষ্ঠা-২৪১)

অতএব তিনি নবী পরিবারের ভালবাসার আধিক্যের কারণে সৈয়দযাদাদের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সীমাহীন সম্মান করতেন। এমনকি পঠন-পাঠনের সময়েও যদি কোন সৈয়দযাদাকে দেখতেন যদিও তিনি শিশুদের সাথে খেলাধুলা করতে থাকেন; তখন সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং যতক্ষণ তাঁকে দেখা যেতো দাঁড়িয়ে থাকতেন, মোটেই বসতেন না। (আখবারুল আখয়ার, পৃষ্ঠা-২৪১)

হযরত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন ঃ

"আমি নবী পরিবারের রূহসমূহকে 'হাযীরাতুল কুদুসে' (জান্নাত) পূর্ণতম আকারে সুন্দরতম গঠনে প্রত্যক্ষ করেছি এবং বুঝতে পেরেছি- তাঁদেরকে যারা মন্দ জ্ঞান করে তারা বড়ই ভয়ঙ্কর অবস্থায় রয়েছে।"-(তাফহীমাত)

হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন, আহলে সুন্নাতের সুফীগণ তরীকতের মধ্যে আহলে বায়তের ইমামগণের তত্ত্বাবধানে (রূহানিয়তের) শেষ প্রান্তে উপনীত হন। অতএব আহলে বায়তের এই মহাত্মাগণ আহলে সুন্নাতের সমস্ত উপদলের পীর ও মুরশিদ। মনে রাখতে হবে- আহলে সুন্নাতের নিকট পীর ও মুরশিদের সম্মান ও মর্যাদা কত গভীরে এবং তারা পীর ও মুরশিদের প্রতি কিরূপ ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করেন যে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ ও অবজ্ঞাকে তরীকতের অস্বীকৃতি মনে করেন। সুতরাং ইনসাফ সহকারে দেখতে হবে যে, এই সূত্রে আহলে বায়তের প্রতি আহলে সুন্নাতের কি পরিমাণ ভক্তি ও ভালবাসা থাকবে? অতএব আহলে সুন্নাতের প্রতি 'আহলে বায়ত বিদ্বেষ' সম্পৃক্ত করা কিভাবে সঠিক হতে পারে? আর এটা তো আলোকে অন্ধকার এবং সূর্যকে তমঃ বলার মতই। (তোহফায়ে ইসনা আশারিয়্যা)

হযরত ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ) বলেন ঃ

وگوئیم چگونه عدم محبت اهل بیت برحق اهل سنت گمان برده شود که آں محبت نزد ایں بزگواراں جزو ایمان است وسلامتی خاتمه را شیوخ آں محبت مربوط ساخته اند محبت اهل بیت سرمایه اهل سنت است مخالفان ازیں معنی غافل اند واز محبت ایشاں جاهل، جانب افراط راخود اختیار کرده اند وما وراء افراط را تفریط انکاشته حکم بخروج نموده اند ومذهب خوارج انکاشته اند نه دانسته اند که درمیاں افراط وتفریط حدیست وسط که مرکز حق است وموطن صدق که نصیب اهل سنت گشته است شَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى سَيْعَهُمْ-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমরা বলছি-এই ধারণা কিরূপে করা যেতে পারে যে, আহলে বায়তের প্রতি আহলে সুন্নাতের ভালবাসা নেই অথচ এই ভালবাসা এই বুযর্গদের মতে ঈমানের অঙ্গ এবং খাতেমার* নিরাপত্তা এই ভালবাসার গভীরতার উপর নির্ভরশীল। আহলে বায়তের ভালবাসা তো আহলে সুন্নাতের পুঁজি। কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বীরা এই বাস্তব তত্ত্ব সম্পর্কে অনবহিত এবং আহলে বায়তের মধ্যম ভালবাসা সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা উগ্রতার দিক অবলম্বন করেছে। উগ্রতা ব্যতীত বাকী সবগুলোকে শৈথিল্য মনে করতঃ খারেজী আক্বীদা বলে চালিয়ে দিয়েছে এবং সবাইকে খারেজী মনে করেছে। তারা এটা জানে না যে, উগ্রতা ও শৈথিল্যের মাঝখানে একটি মধ্যপন্থা রয়েছে যা হক ও বাস্তবসম্মত। যেটা আহলে সুন্নাতের ভাগে পড়েছে। আল্লাহ তায়া'লা তাদের প্রচেষ্টার প্রতিদান দান করুন। (মাকতূবাত শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬)

হযরত আলী (কাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফরমায়েছেন-"হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে তোমার একটি সাদৃশ্য রয়েছে। তাঁর সাথে য়াহুদীরা শত্রুতা করেছে এমনকি তাঁর মহিয়সী জননীর প্রতি আরোপ করেছে ব্যভিচারের অপবাদ। পক্ষান্তরে খ্রীস্টান সম্প্রদায় তাঁর ভালবাসায় এমন সীমালংঘন করেছে যে, তাঁকে খোদা বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে।" সাবধান! আমার ব্যাপারেও দু'টি দল ধ্বংস হবে ঃ

مُحِبٌّ مُّفْرِطٌ يُفْرِطُنِىْ بِمَا لَيْسَ فِىَّ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهٗ شَنَانِىْ عَلٰى اَنْ يَبْهَتَنِىْ

একদল অত্যধিক ভালবাসাধারী যারা আমাকে আমার পদমর্যাদা থেকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবে এবং সীমালংঘন করবে। আরেক দল শত্রুতাধারী যারা শত্রুতা বশতঃ আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করবে। (আহমদ, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৫৬৫)

হযরত আলী (কাঃ) বলেন,

يُحِبُّنِىْ اَقْوَامٌ حَتّٰى يَدْخُلُوا النَّارَ فِىْ حُبِّىْ وَيُبْغِضُنِىْ اَقْوَامٌ حَتّٰى يَدْخُلُوا النَّارَ فِىْ بُغْضِىْ

অনেক সম্প্রদায় আমার ভালবাসায় সীমালংঘন করার কারণে এবং অনেক সম্প্রদায় আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করার কারণে দোযখে প্রবেশ করবে। (আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৯)

---

* খাতেমা- ঈমান সহকারে জীবনাবসান

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উল্লেখ্য যে, আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (কাঃ)'র এই বাণীসমূহ থেকে প্রতীয়মান হল-রাফেযী ও খারেজী উভয় সম্প্রদায় গোমরাহী ও ধ্বংসের পথ অবলম্বন করেছে। কেননা রাফেযী সীমা লংঘন করে এবং খারেজী শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে। সিরাতে মুস্তাকীম(সরল পথ)'র উপর রয়েছে আহলে সুন্নাত, যারা না শত্রুতা পোষণ করে এবং না সীমালঙ্ঘন করে। বরং তাঁর পদমর্যাদা ও স্তর অনুযায়ী তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করে। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। স্বয়ং শিয়া মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব "নাহজুল বালাগাহ"য় হযরত আলী (রাঃ)'র বাণী রয়েছে যা পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হল ঃ

سَيَهْلِكُ فِىَّ صِنْفَانِ مُحِبٌّ مُّفْرِطٌ يَّذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ اِلٰى غَيْرِ الْحَقِّ وَمُبْغِضٌ مُّفْرِطٌ يَّذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ اِلٰى غَيْرِ الْحَقِّ خَيْرُ النَّاسِ فِىَّ حَالًا النَّمَطُ الْاَوْسَطُ فَالْزِمُوْهُ وَالْزِمُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّ يَدَ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَاِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَاِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا اَنَّ الشَّاذَ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ

আমার ব্যাপারে দু'টি দল ধ্বংস হয়ে যাবে। একদল ভালবাসাধারী সীমালঙ্ঘনকারী, ওই ভালবাসা তাদেরকে অন্যায়ের পথে নিয়ে যাবে। অপর দল শত্রুতা পোষণকারী সীমা হ্রাসকারী, ওই শত্রুতা তাদেরকে সত্যের বিপরীত দিকে নিয়ে যাবে। আমার ব্যাপারে সর্বোত্তম অবস্থা হল মধ্যম দলের। সুতরাং ওই মধ্যমাবস্থাকে নিজেদের জন্য দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। 'সাওয়াদে আযম' বৃহৎ দল (আহলে সুন্নাত)'র সাথে সম্পৃক্ত থাকো। কেননা এই দলের উপর রয়েছে আল্লাহর হাত। সাবধান! এই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। কারণ যে মানুষ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হবে সে এভাবে শয়তানের শিকার হয়ে যাবে যেভাবে মেষপাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগল বাঘের শিকার হয়ে যায়। (নাহজুল বালাগাহ)

আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (কাঃ)'র এই বাণী থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হল- তাঁর ভালবাসা সেটাই মুক্তির মাধ্যম যা সীমালঙ্ঘন (افراط) ও সীমা হ্রাস (تفريط) থেকে পবিত্র হবে। অতঃপর তিনি এটাও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, তোমরা আমার সম্পর্কে সেই আক্বীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ কর যা 'সাওয়াদে আযম' অর্থাৎ মুসলমানদের বৃহৎ দলের রয়েছে। কেননা এই দলের উপর রয়েছে আল্লাহর হাত এবং এই দল হতে বিচ্ছিন্নতা ধ্বংস ও বিনাশের কারণ। নিঃসন্দেহে সাওয়াদে আযম হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআত এবং তারাই হকের উপর রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহি আলা ইহ্সানিহী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আহলে বায়তের ফযায়েল

আহলে বায়ত অর্থাৎ নবী পরিবারের ফযায়েল ও গুণাবলী অসংখ্য। তাঁদের শানে অনেক আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে কয়েকখানা ধারাবাহিকভাবে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হল।

কুরআনের আলোকে

আল্লাহ তায়া'লা ফরমায়েছেন ঃ

একঃ- اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। (সূরা আহযাব, আয়াত-৩৩)

এই আয়াত শরীফে কতিপয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ আহলে বায়ত দ্বারা এখানে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? দ্বিতীয়ত ঃ 'রিজ্‌স' (অপবিত্রতা) দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? তৃতীয়ত ঃ 'তাত্বহীর' (পবিত্রকরণ) কি?

এই আয়াতের যোগসূত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আহলে বায়ত দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নীগণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এই আয়াতের পূর্বে يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ (হে নবী-পত্নীগণ) সম্বোধন স্পষ্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে। আর بُيُوْت এর সম্বন্ধ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ এবং وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ এর মধ্যেও (এই আয়াতের পূর্বে ও পরে) তাদের প্রতিই করা হয়েছে। এছাড়াও কুরআনে 'আহলে বায়তে'র ব্যবহার পত্নীদের জন্য হয়েছে। সূরা হূদে ফেরেশ্‌তাগণ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পত্নী হযরত সা'রাকে সম্বোধন করতঃ বলেছেন ঃ اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ সূরা তালাকে তালাকপ্রাপ্তা নারী সম্পর্কে ফরমায়েছেন وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ সূরা য়ূসুফেও 'বায়ত' এর সম্বন্ধ জুলায়খার প্রতি করতঃ ফরমায়েছেন وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا এই কারণে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কতেক লোক আহলে বায়ত দ্বারা কেবল আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত (হুজুরের পবিত্র পত্নীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না)কে বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কতেক লোক আহলে বায়ত দ্বারা কেবল খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা যাহরা, হযরত আলী মুরতাযা এবং ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাঃ)কে বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের দলীল হল এই-একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে তাঁর চাদর মোবারকে নিয়ে ফরমালেন, اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِىْ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا (অর্থাৎ হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে-বায়ত তুমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র কর।) আর যখন তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)'র গৃহের নিকট দিয়ে গমন করতেন তখন ফরমাতেন, اَلصَّلٰوةُ اَهْلَ الْبَيْتِ অতঃপর আয়াতে তাত্বহীর (উল্লেখিত আয়াত) পাঠ করতেন ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে আরজ হল এই-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে তাদেরকে নিজের আহলে বায়ত বলা এবং আয়াতে তাত্বহীর পাঠ করার কারণ ছিল এই যে, কেউ যেন তাদেরকে আহলে বায়ত থেকে বহির্ভূত মনে না করে। অতএব সঠিক অভিমত হল এই- হুজুরের পবিত্র পত্নীগণ, হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসাইন এবং অপরাপর নিকটাত্মীয় যেমন হযরত আব্বাস, জাফর ও হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুম সবাই আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত।

অপবিত্রতা দূরকরণ ও তাত্বহীর ঃ 'রিজ্‌স' এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য নিম্নলিখিত আয়াতসমূহে মনোযোগ দিন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ

হে মো'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর অপবিত্র বস্তু, (এবং) শয়তানের কার্য। (সূরা মায়িদা, আয়াত- ৯০)

এই আয়াতে মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরগুলোকে 'রিজস' বলা হয়েছে।

اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কিন্তু মড়া, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস- কেননা তা অবশ্যই অপবিত্র। (সূরা আনআম, আয়াত- ১৪৫)

وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ-

তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু- এইগুলো ব্যতীত যা তোমাদেরকে শোনান হয়েছে। সুতরাং তোমরা (রিজস) মূর্তি ('র নামে পশু যবাহ করা)'র অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক। (সূরা হাজ্জ, আয়াত-৩০)

এই আয়াতদ্বয়ে মড়া, বহমান রক্ত, শূকরের মাংস এবং মূর্তির নামে যবাহকৃত পশুকে রিজস বলা হয়েছে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ.

এবং যাদের অন্তরে (নিফাকের) ব্যাধি আছে এটা (এই সূরা) তাদের (পূর্বেকার) কলুষের সাথে আরো কলুষ যুক্ত করে। (সূরা তাওবা, আয়াত-১২৫)

كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

এমনিভাবে আল্লাহ তাদের উপর বর্ষণ করেন (রিজস) অপবিত্রতা যারা ঈমান আনয়ন করে না। (সূরা আনআম, আয়াত- ১২৫)

فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ.

সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে নিঃসন্দেহে তারা অপবিত্র। (সূরা তাওবা, আয়াত-৯৫)

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

যারা অনুধাবন করে না আল্লাহ তাদেরকে কলুষলিপ্ত করেন। (সূরা য়ূনুস, আয়াত- ১০০)

এই আয়াতসমূহে কপটতা, মুনাফিক, কলুষ ও অপবিত্রতাকে 'রিজস' বলা হয়েছে।

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি (হূদ আলাইহিস্ সালাম) বললেন, তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি (রিজস) ও ক্রোধ তো তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত-৭১)

এই আয়াতে আল্লাহর শাস্তিকে 'রিজ্স' বলা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত সার হল এই যে, মদ, জুয়া, মড়া, বহমান রক্ত, শূকরের মাংস, মূর্তির নামে যবাহকৃত পশু, মুনাফিক, কপটতা, ধর্মহীনতা, ঈমানহীনতা, আল্লাহর শাস্তি ইত্যাদির জন্য 'রিজ্স' এর ব্যবহার হয়েছে।

তাত্বহীরের আয়াতের শুরুতে اِنَّمَا রয়েছে যা 'হাসর' (সীমিত হওন)'র জন্য ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তাঁর চিরন্তন ইচ্ছায় চান, আহলে বায়তকে এই সমুদয় দোষ থেকে পবিত্র রাখতে। আয়াতের সমাপনীতে تَطْهِيْرًا এর তান্ভীন মহত্ত্ব ও আধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মামুলী পবিত্রতা নয়, বরং অনেক উত্তম ও উন্নত পবিত্রতা।

অতএব প্রমাণিত হল- আল্লাহ তায়া'লা আহলে বায়তকে এই সমুদয় ই'তেকাদী ও আমলী অপবিত্রতা ও দোষ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও মুক্ত করতঃ আন্তরিক পরিচ্ছন্নতা, চারিত্রিক নির্মলতা এবং বাহ্যিক ও প্রচ্ছন্ন পবিত্রতার সেই উন্নত মাকাম দান করেছেন যার ফলে তারা অন্যান্যদের চেয়ে সম্মানিত ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে যান। এই পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা অর্জনের পর তারা আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস্ সালামের মত মা'সূম (নিষ্পাপ) নন কিন্তু মাহফূয (নিরাপদ) অবশ্যই হয়ে যান। যেন আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ হতে ওই মহাত্মাগণকে এই বাতেনী খেলাফত দান করা হয়েছে। এই কারণে তারা বেলায়তের উৎস এবং মুসলিম উম্মাহর আউলিয়ায়ে কেরামের সব ক'টি সিলসিলার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছেন।

ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں
آیۂ تطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہل بیت

তাদের পবিত্রতা বর্ণনা করছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক, তাত্বহীরের আয়াত থেকে প্রকাশমান আহলে বায়তের শান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার নাজরান অঞ্চলের খ্রীস্টানদের একটি প্রতিনিধিদল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বহস করার উদ্দেশ্যে হাজির হল। তারা এসে আরজ করল, আপনি হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম সম্বন্ধে কি বলেন?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, "তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর বাণী যা সতি-সাধ্বী কুমারী মারয়ামের প্রতি পাঠানো হয়েছিল।" তারা বলল, তিনি তো আল্লাহর পুত্র। তিনি ফরমালেন, তা কিরূপে? তারা বলল, আপনি এমন কোন বান্দাও দেখেছেন যে পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছে? হুজুর ফরমালেন, যদি তিনি আল্লাহর পুত্র হওয়ার এটাই দলীল হয়ে থাকে তা হলে সর্বাগ্রে আদম আলাইহিস্ সালাম সম্বন্ধে তোমাদের এই আক্বীদা পোষণ করা উচিৎ। কেননা তিনি তো মাতা-পিতা দু'জন ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছিলেন আর ঈসা আলাইহিস্ সালামের তো মা হলেও ছিল। তাদের নিকট এর যুক্তিসঙ্গত কোন উত্তর ছিল না । তা সত্ত্বেও তারা একগুঁয়েমি করতঃ তর্ক করতে লাগল। তখন তিনি তাদেরকে মুবাহালা (দু'পক্ষের পরস্পরের জন্য বদ্‌দোয়া) করার জন্য আহ্বান জানান। আল্লাহ তায়া'লা ফরমায়েছেন ঃ

দুই ঃ- فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ.

হে আমার হাবীব! আপনি তাদেরকে বলুন, 'এসো, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে; অতঃপর আমরা মুবাহালা করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহর লা'নত। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ৬১)

তারা তিন দিনের সময় চাইল। তিন দিন পর তারা খুবই উন্নতমানের পোশাক পরে তাদের বড় বড় পাদ্রীগণকে সাথে নিয়ে এল। এ দিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে তশরীফ আনলেন যে, বাম পার্শ্বের কোলে রয়েছেন শহীদে কারবালা ইমাম হোসাইন (রাঃ) এবং ডান পার্শ্বে হস্ত মোবারক ধারণ করে আছেন ইমাম হাসান (রাঃ)। খাতূনে জান্নাত সৈয়দা ফাতেমা যাহরা ও খায়বার বিজেতা শে'রে খোদা হযরত আলী আল-মুরতাজা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(রাঃ) এই দু'জন রয়েছেন পিছনে পিছনে। বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বলছিলেন, যখন আমি দোয়া করব তখন তোমারা সবাই আমীন, আমীন বলবে। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে আরজ করলেনঃ

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِىْ

হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বায়ত।

খ্রীস্টানদের সবচাইতে বড় পাদ্রী যখন এই সুদর্শন ও অনুপম দৃশ্য দেখল তখন বলে উঠল, হে খ্রীস্টানগণ!

اِنِّىْ لَاَرٰى وُجُوْهًا لَوْسَاَلُوا اللّٰهَ اَنْ يُّزِيْلَ جَبَلًا لَاَزَالَهٗ مِنْ مَّكَانِهٖ فَلَا تَبْتَهِلُوْا فَتَهْلِكُوْا وَلَا يَبْقٰى عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ نَصْرَانِىٌّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالُوْا يَا اَبَا الْقَاسِمِ قَدْرَاَيْنَا اَنْ لَّا نُبَاهِلَكَ وَاَنْ نَتْرُكَكَ عَلٰى دِيْنِكَ وَنَتْرُكَنَا عَلٰى دِيْنِنَا.

নিঃসন্দেহে আমি এমন কিছু চেহারা দেখছি যদি তারা আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন পর্বতকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য প্রার্থনা করেন, তা হলে আল্লাহ তায়া'লা তাঁদের দোয়ায় পর্বতকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দিবেন। আল্লাহর ওয়াস্তে তাঁদের সাথে মুবাহালা কর না নচেৎ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ভূপৃষ্টে কিয়ামত পর্যন্ত কোন খ্রিস্টান অবশিষ্ট থাকবে না। অতঃপর তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, হে আবুল কাসেম! আমরা আপনার সাথে মুবাহালা করছি না আপনি আপনার ধর্মে থাকুন এবং আমাদেরকে আমাদের ধর্মে থাকতে দিন। অতঃপর তারা জিয়্যা ইত্যাদি দেয়ার স্বীকৃতি দিয়ে সন্ধি করে নেয়।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, খোদার কসম! আল্লাহর আযাব তাদের নিকটে এসে পৌঁছে ছিল। যদি মুবাহালা হয়ে যেতো তা হলে এরা সবাই বানর ও শূকরে পরিণত হতো। তাদের জনপদে আগুন জ্বলে উঠতো এবং নাজরানের পশু-পাখি পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যেতো। (তাফসীরে কবীর, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৮৮ খাযিন ও মাদারিক, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪২)

এই আয়াত নবী পরিবারের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার অনেক বড় দলীল। কিন্তু এই আয়াত থেকে এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করা সম্পূর্ণরূপে ভুল, জ্ঞানহীনতা ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিদ্বেষপ্রসূত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মাত্র কন্যাই ছিলেন হযরত ফাতেমা যাহরা (রাঃ); যদি তিনি ছাড়া আরো থাকতেন তা হলে তারাও মুবাহালায় শরীক হতো। তাছাড়া যদি সাহাবায়ে কেরামও কোন মাহাত্ম্য ও মর্যাদার অধিকারী হতেন তা হলে হুজুর তাদেরকেও সাথে আনতেন। কেননা এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ছিলেন চারজন। যেমন শিয়া মাযহাবের প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ যথা নাহজুল বালাগাহ, উসূলে কাফী, হায়াতুল কুলূব, তোহফাতুল আওয়াম ইত্যাদিতে তার দ্ব্যর্থহীন বর্ণনা রয়েছে যা ওয়াকিফহাল মহলের অজানা নয়। বাকী এই বিষয়- তাহলে তারা মুবাহালায় কেন শরীক হন নি? এই সম্বন্ধে বক্তব্য হল এই যে, মুবাহালার ঘটনার পূর্বেই তাঁদের ইন্তেকাল হয়েছিল। হযরত রোকায়্যা দ্বিতীয় হিজরীতে, হযরত যয়নব অষ্টম হিজরীতে এবং হযরত উম্মে কুলছুম নবম হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন আর মুবাহালা দশম হিজরীর ঘটনা। (রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না)

আর এই উক্তি- "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে সাথে আনেন নি।" এ সম্বন্ধে বক্তব্য হল এই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি মুবাহালায় তাঁর সাহাবীগণকে সাথে আনেন নি তা হলে ওতে বিরাট রহস্য নিহিত ছিল। যদিও কোন কোন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম স্ব স্ব পুত্রগণসহ মুবাহালায় এসেছিলেন। যেমন হযরত ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকের (রাঃ) এই মুবাহালার আয়াত প্রসঙ্গে বলেনঃ

فَجَاءَ بِاَبِىْ بَكْرٍ وَوَلَدِهٖ وَبِعُمَرَ وَوَلَدِهٖ وَبِعُثْمَانَ وَوَلَدِهٖ وَبِعَلِيٍّ وَوَلَدِهٖ-

অতঃপর হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী স্ব স্ব পুত্রগণসহ আগমন করেছেন। (ইবনে আসাকির, তাফসীরে দূর্রে মানসূর, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০)

এ তো স্বয়ং আহলে বায়তের ঘরের সাক্ষ্য। যদি কেউ এটাও অগ্রাহ্য করে তা হলে প্রশ্ন হল- মদীনা তৈয়বার দশ বছরের জীবনে কাফির ও মুশরিকদের সাথে যত যুদ্ধ হয়েছে ওগুলোতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাদেরকে সাথে নিয়ে কাফিরদের মোকাবেলায় বের হয়েছেন? সারা বিশ্বের সত্যানুরাগী মানুষের স্বীকৃতি রয়েছে যে, তারা ছিলেন তাঁর সাহাবায়ে কেরামই। যারা বড় বড়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রণাঙ্গনে সেই অনুপম কুরবানী ও আত্মত্যাগ প্রদর্শন করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে যার তুলনা পাওয়া যায় না। আজও ইসলামের ইতিহাসের অধ্যায়গুলো তাঁদের অমর কীর্তিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। যদি এই মহাত্মাগণকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুবাহালায় সাথে নিয়ে যান নি তা হলে এ থেকে তাদের অবজ্ঞা ও দোষ ধরার কোন দিক বের হয় না এবং তাদের মাহাত্ম্য ও মর্যাদায়ও কোন তারতম্য হয় না।

বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল তাঁর আহলে বায়তকে নিয়ে যাওয়া তাঁর নবুওয়াত ও সত্যতার অনেক বড় দলীল। এভাবে যে, ওখানে হবে মিথ্যাবাদীদের জন্য লা'নত ও ধ্বংসের বদ্‌দোয়া। যদি তিনি কেবল তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে যেতেন তা হলে খ্রীস্টানগণ এটা বলার সুযোগ পেয়ে যেতো যে, সম্ভবতঃ আল্লাহর আযাব ও নিজের ধ্বংসের ভয় তাঁর ছিল। এইজন্য তিনি তাঁর সন্তানদেরকে আনেন নি, তাদেরকে রক্ষা করে চলেছেন অথচ এটা তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশ।

এইজন্য তিনি কেবল তাঁর আওলাদকেই মুবাহালার মাঠে নিয়ে এসেছেন। যাতে মানুষ জানতে পারে যে, তাঁর নবুওয়াত ও সত্যতার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস তাঁর রয়েছে। যদি সামান্যতম সন্দেহও থাকতো তা হলে তাঁর নিজের এবং তাঁর সন্তানদের প্রতি লা'নত ও ধ্বংসের দোয়া করার জন্য তৈরি হতেন না। আর এটাও প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, খ্রিস্টানদের আক্বীদার সত্যতার প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিল না নচেৎ মুবাহালা থেকে পিছপা হতো না।

তিনঃ- اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ

তোমাদের সহায় তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মো'মিনগণ যারা বিনত হয়ে নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। (সূরা মায়িদা, আয়াত-৫৫)

এই আয়াতের শানে নুযূল এবং কার সম্বন্ধে এটা নাযিল হয়েছে? তাতে শিয়া ও সুন্নীদের মতভেদ রয়েছে। শিয়াগণ বলেন, এই আয়াত হযরত আলী (রাঃ)'র শানে নাযিল হয়েছে যখন তিনি রুকুর অবস্থায় তাঁর আংটি এক ভিক্ষুককে দান করেছিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আহলে সুন্নাত বলেন, এই আয়াত মুহাজির ও আনসারগণ সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে এবং হযরত আলীও তাদের অন্তর্ভুক্ত আয়াতের মধ্যে বহুবচনের শব্দ তা জোরদার করে।

তাছাড়া শিয়াগণ এই আয়াত দ্বারা হযরত আলীর অবিচ্ছেদ্য খেলাফত প্রমাণ করতঃ বলেন, اِنَّمَا সীমাবদ্ধকরণ (حصر) 'র শব্দ এবং ولی অর্থ যাবতীয় বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগকারী। এই ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যাপক। অর্থাৎ সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করাকে বুঝানো হয়েছে যা ইমামতের সমতুল্য এবং এই বেলায়ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বেলায়তের সাথে সংযুক্ত। সুতরাং হযরত আলীর বেলায়ত ও ইমামত প্রমাণিত হল এবং সীমাবদ্ধতা বুঝানোর কারণে অন্যান্যদের অর্থাৎ প্রথম তিন খলীফার ইমামতের অস্বীকৃতি প্রমাণিত হল।

এর উত্তম ও দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআত। তা হল এই- যদি এই দলীলে اِنَّمَا শব্দ (যা সীমাবদ্ধকরণ বুঝায়) দ্বারা হযরত আলী ছাড়া অন্যান্যদের ইমামতের অস্বীকৃতি হয় তা হলে এই দলীল দ্বারা হযরত আলীর পরবর্তী ইমামদের ইমামতেরও অস্বীকৃতি হয়ে যাবে। এ দ্বারা যদি আহলে সুন্নাতের তিন ইমামের ইমামত চলে যায় তা হলে শিয়াদের এগার ইমামের ইমামতও চলে যাবে। তোমাদের যা উত্তর, আমাদের উত্তরও তাই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলঃ

চারঃ- اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি তো কেবল সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ-প্রদর্শক। (সূরা রা'দ, আয়াত-৭)

وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلٰى صَدْرِهٖ فَقَالَ اَنَا الْمُنْذِرُ ثُمَّ اَوْمَاَ اِلٰى مَنْكِبِ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَالَ اَنْتَ الْهَادِى الْمُهْتَدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ-

তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বক্ষে হাত মোবারক রেখে ফরমালেন, আমি ভীতি প্রদর্শনকারী। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ)'র কাঁধে হাত রেখে ফরমালেন, হে আলী! তুমি পথ-প্রদর্শক, আমার পর হেদায়ত প্রাপ্তরা তোমার মাধ্যমে হেদায়ত লাভ করবে। (তাফসীরে দুর্রে মানসূর, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৮, কানযুল ওম্মাল, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৭৫, তাফসীরে কবীর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯০)

অর্থাৎ বেলায়তের ধারা তোমার মাধ্যমে চালু হবে। উম্মতের অলি, আলেম, গাউস ও কুতুবগণ তোমার থেকে ফয়েয হাসিল করবে অতঃপর তাদের মুরীদগণের নিকট ফয়েয পৌঁছাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামসহ শুশ্রূষার জন্য আগমন করেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম হযরত আলী (রাঃ)কে বললেন, আপনার পুত্রদ্বয় অসুস্থ, আপনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন মানত করুন। অতঃপর হযরত আলী, হযরত সৈয়দা খাতূনে জান্নাত ও তাঁর দাসী ফিদ্দা সবাই তিনটি রোযার মানত করলেন। শাহযাদাদ্বয় আল্লাহর ফযল ও করমে আরোগ্য লাভ করেন, তখন এই তিন মহাত্মা রোযা রাখেন। যে দিন রোযা রাখলেন সে দিন ঘরে খাবারের কিছুই ছিল না। তিনি খায়বারের শমউ'ন য়াহুদীর নিকট গমন করলেন এবং কর্জস্বরূপ কয়েক সের যব আনলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) তা থেকে কিছু যব চাক্কিতে পিষে ঘরের পাঁচ ব্যক্তি হিসেবে সন্ধ্যায় রুটি তৈরি করলেন। ইফতারের সময় সম্মুখে এনে রাখলেন রুটিগুলো। এখনো গ্রাস নিয়ে মুখে দেন নি- দরজায় এক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইল, হে রাসূলুল্লাহর আহলে বায়ত! আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! আমি একজন নিঃস্ব মুসলমান, আপনাদের দরজায় এসেছি। আমাকে খাবার দিন, আল্লাহ তায়া'লা আপনাদেরকে জান্নাতের দরস্তরখানে আহার করাবেন। এটা শুনে ওই মহাত্মাগণ সমুদয় রুটি এই ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা পানি পান করতঃ শুয়ে থাকেন। দ্বিতীয় দিন পুনরায় রোযা রাখলেন। এইভাবে কিছু যব পিষে সন্ধ্যায় খাবার তৈরি করলেন। ইফতারের সময় এল এক য়াতীম। রুটিগুলো তাকে দিয়ে দিলেন এবং পানিপান করতঃ তৃতীয়দিনের রোযা রাখলেন। তৃতীয় দিন এল এক গোলাম এবং সমুদয় রুটি তাকে দিয়ে দিলেন। চতুর্থ দিন যখন সকালে উঠলেন তখন ক্ষুধার তীব্রতা ও দুর্বলতায় চলা-ফেরার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন (রাঃ)কে দেখার জন্য তশরীফ আনলেন। তখন হযরত ফাতেমা নামায পড়ছিলেন। হুজুর তাদের সকলের অবস্থা দেখে অত্যন্ত অস্থির হলেন এমনকি তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। তিনি ধৈর্যধারণের উপদেশ দিলেন। তখনই জিবরীল আমীন আলাইহিস্ সালাম হুজুরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে রাসূলুল্লাহর আহলে বায়ত! তোমাদের প্রতি মোবারকবাদ- তোমাদের শানে আল্লাহ তায়া'লা বলছেন ঃ*

---

* তাফসীরে কবীর, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৭৬, খাযিন ও মাদারিক, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৪০, আর রিয়াদুন নাদরাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০২, তাফসীরে রূহুল বয়ান, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৪৬।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পাঁচঃ-

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا o وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا o اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَاشُكُوْرًا o اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا o فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا o وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا o مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ لَايَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَازَمْهَرِيْرًا o وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا o وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا o قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا o وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا o عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا o وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا o وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا o عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَّسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا o اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا o

তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেই দিনকে ভয় করে যেই দিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক। আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, য়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে, এবং বলে, 'কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।' 'আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।' পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিবসের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ, আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র। সেথায় তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, তারা সেখানে অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত বোধ করবে না। সন্নিহিত বৃক্ষ ছায়া তাদের উপর থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে। তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্রে-রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশন কারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে। সেথায় তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে যানজাবীল (আদ্রক) মিশ্রিত পানীয়, জান্নাতের এমন এক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রস্রবণের যার নাম সালসাবীল। তাদেরকে পরিবেশন করবে চির কিশোরগণ, তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা, তুমি যখন সেথায় দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য। তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়। অবশ্য, এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা স্বীকৃত। (সূরা দাহ্র, আয়াত ৭-২২)

ছয়ঃ- اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে মো'মিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি যথাযথভাবে দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর। (সূরা আহযাব, আয়াত-৫৬)

হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) বলেন, একদা আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

قَدْعَلَّمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন- আমরা আপনাকে সালাম কিভাবে জানাব। এখন আপনি বলুন আমরা আপনার প্রতি দরূদ কিভাবে পাঠ করব? তিনি ফরমালেন, তোমরা এভাবে বলবে, হে আল্লাহ! তুমি দরূদ প্রেরণ কর হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি যেমন তুমি দরূদ প্রেরণ করেছো হযরত ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসার্হ সম্মানার্হ। (মিশকাত, পৃষ্ঠা-৮৬)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরূদের নির্দেশে তাঁর সাথে আহলে বায়তকেও তাঁর অনুগামিতায় যুক্ত করে দিয়েছেন। যেমন তিনি ফরমায়েছেনঃ

لَاتُصَلُّوْا عَلَىَّ الصَّلٰوةَ الْبَتْرَاءَ فَقَالُوْا وَمَا الصَّلٰوةُ الْبَتْرَاءُ؟ قَالَ تَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّتَمْسِكُوْنَ بَلْ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমরা আমার প্রতি খন্ডিত দরূদ পাঠ কর না।.সাহাবীগণ আরজ করলেন, খন্ডিত দরূদ কি? তিনি ফরমালেন, কেবল اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ বলা বরং এভাবে বলবে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ অর্থাৎ 'আ'ল' এর নাম উল্লেখ না করে দরূদ পাঠ করা খণ্ডিত (অপূর্ণাঙ্গ) দরূদ এবং 'আ'ল' এর নাম সহকারে পাঠ করা পূর্ণাঙ্গ দরূদ। (আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৪৪)

সাতঃ- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ.

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ)ও শহীদ (সাক্ষী)। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি। (সূরা হাদীদ, আয়াত-১৯)

কতেক তাফসীরকারগণ বলেন, এই আয়াত শরীফ বিশেষতঃ আটজন সাহাবায়ে কেরামের শানে নাযিল হয়েছে যাদের মধ্যে একজন হযরত আলী (কাঃ)ও রয়েছেন। (তাফসীরে কবীর, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৯৫, তাফসীরে খাযিন, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা- ২৩০)

আট ঃ- اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوٗنَ

তবে কি যে ব্যক্তি মো'মিন হয়েছে, সে পাপাচারীর ন্যায়? তারা সমান নয়। (সূরা সাজ্‌দা, আয়াত- ১৮)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই আয়াতে মো'মিন দ্বারা হযরত আলীকে বুঝানো হয়েছে এবং 'ফাসিক' দ্বারা অলীদ ইবনে উতবাকে বুঝানো হয়েছে। তাদের পরস্পরে কোন বিষয়ে ঝগড়া হয়েছিল। তখন অলীদ হযরত আলীকে বলল, চুপ থাকো, কেননা তুমি এখনো কিশোর। আর আমি অভিজ্ঞ, আমি মুখরাপনা ও বর্শা চালনায় তোমার চেয়ে দ্রুত এবং তুমি অপেক্ষা বাহাদুর। হযরত আলী বললেন, চুপ থাক্, কেননা তুই ফাসিক! বুঝাতে চেয়েছিলেন– যে বিষয়ে তুই গর্ব করছিস্ এগুলোর মধ্যে কোনটাই প্রশংসার যোগ্য নয়। মানুষের মর্যাদা ঈমান ও তাকওয়ায় নিহিত। এই সম্পদ যার নেই সে হতভাগা। তখন আল্লাহ তায়া'লা এই আয়াত শরীফ নাযিল করেন যে, সে ফাসিক ও বহিষ্কৃত এবং আলী মো'মিন ও স্বীকৃত। সুতরাং তাদের মধ্যে সাম্য কিরূপে হতে পারে? (তাফসীরে খাযিন,খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৪৭, আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৩)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত বারা ইবনে আ'যিব (রাঃ) বলেন, একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে ফরমালেন, তুমি দোয়া কর- হে আল্লাহ! আমাকে তোমার দরবারে পদমর্যাদা দান কর, আমাকে তোমার নিকট ভালবাসার যোগ্যরূপে গ্রহণ কর এবং মো'মিনদের অন্তরেও আমার ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও। হযরত আলী দোয়া করলেন তখন আল্লাহ তায়া'লা এই আয়াত শরীফ নাযিল করেন-

নয় ঃ- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন (মানুষের অন্তরে) ভালবাসা। (সূরা মারয়াম, আয়াত-৯৬, তাফসীরে দূর্রে মানসূর, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৮৭)

হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (রাঃ) এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেনঃ

لَا يَبْقٰى مُؤْمِنٌ اِلَّا وَفِىْ قَلْبِهٖ وُدٌّ عَلِيٍّ وَّاَهْلِ بَيْتِهٖ

এমন কোন মো'মিন বাকী থাকবে না যার অন্তরে হযরত আলী ও তাঁর আহলে বায়তের ভালবাসা হবে না। (যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা–১৪, আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৭০, আর-রিয়াদুন নাদরাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৪)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, হিজরতের রাত্রি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আলী মুরতাযা (কাঃ)কে তাঁর বিছানা মোবারকে শুয়ায়ে চলে গেলেন তখন আল্লাহ তায়া'লা হযরত জিব্‌রাঈল ও মীকাঈলকে ফরমালেন, দেখ, আলী আমার হাবীব মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র জন্য আত্মোৎসর্গ করছে। যাও ওখানে গিয়ে সারারাত তাকে হেফাজত কর। অতএব আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতাদ্বয় এলেনঃ

قَائِمٌ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ رَأْسِهٖ وَمِيْكَائِيْلُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَجِبْرِيْلُ يُنَادِىْ بَخٍ بَخٍ مَنْ مِّثْلُكَ يَا ابْنَ اَبِىْ طَالِبٍ يُبَاهِى اللّٰهُ بِكَ الْمَلٰئِكَةَ وَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ.

জিবরীল (আঃ) শিয়রের নিকট এবং মীকাঈল (আঃ) পদদ্বয়ের নিকট দাঁড়িয়ে যান। জিবরীল আমীন উচ্চস্বরে আনন্দ প্রকাশ করতঃ বলছিলেন, বাহ!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাহ! হে আবু তালেবের পুত্র! আজ তোমার মত কে আছে? আল্লাহ তায়া'লা তোমাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সম্মুখে গর্ব করছেন এবং এই আয়াত নাযিল হল-

দশ ঃ- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ

আর মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্ম-বিক্রয় করে থাকে। (সূরা বাকারা, আয়াত-২০৭, তাফসীরে কবীর, খন্ড-২,পৃষ্ঠা-১৯৮, ইহয়াউল উলূম)

এগার ঃ- مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ

তিনি প্রবাহিত করেন দু'দরিয়া যারা পরস্পর মিলিত হয়ে চলে। (সূরা রাহমান, আয়াত-১৯)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেনঃ

فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ قَالَ هُوَ عَلِىٌّ وَّفَاطِمَةُ وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ.

আল্লাহ তায়া'লার এই বাণীতে দু'দরিয়া দ্বারা হযরত আলী ও হযরত ফাতেমাকে বুঝানো হয়েছে। (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। (তাফসীরে দুর্রে মানসূর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪৩)

বার ঃ- سَلَامٌ عَلٰى اِلْ يَاسِيْنَ.

ইলয়াসীনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (সূরা সা'ফফাত, আয়াত-১৩০)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ

سَلَامٌ عَلٰى اِلْ يَاسِيْنَ قَالَ نَحْنُ اٰلُ مُحَمَّدٍ اٰلُ يَاسِيْنَ.

ইলয়াসীনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক অর্থাৎ আমরা আ'লে মুহাম্মদ-ই আ'লে য়াসীন। (ইবনে আবি হাতেম, তাবরানী, দুর্রে মানসূর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮৬)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ سَلَامٌ عَلٰى اِلْ يٰسِيْنَ ও পড়েছেন। অতএব অর্থ পরিষ্কার। কেননা বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মোবারক নাম রয়েছে য়াসীন।

যেমন আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী (রহঃ) বলেনঃ

فَقَدْ نَقَلَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُفَسِّرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الْمُرَادَ بِذٰلِكَ سَلَامٌ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

তাফসীরকারদের একটি দল হযতর ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আ'লে য়াসীন দ্বারা আ'লে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। (আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৪৬)

তের ঃ- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

হে মো'মিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য পবিত্র যে সব বস্তু হালাল করেছেন সেই সমুদয়কে (নিজেদের উপর) হারাম কর না। (সূরা মায়িদা, আয়াত-৮৭)

একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের অবস্থাদি বর্ণনা করেন তখন হযরত আলী (রাঃ) ও কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম অঙ্গীকার করলেন যে, তারা সংসার ত্যাগ করে সাধু হয়ে যাবেন, পাটের সুতায় তৈরী মোটা বস্ত্র পরিধান করবেন, সর্বদা রোযা রাখবেন, রাত্রিজেগে ইবাদত করবেন, শয্যা গ্রহণ করবেন না, গোশত খাবেন না, স্ত্রীদের নিকট যাবেন না এবং সুগন্ধির ব্যবহার ছেড়ে দিবেন। তখন এই আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। (ইবনে কাসীর, খাযিন, মাদারিক, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৮৭, দুর্রে মানসূর, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ৩০৮)

চৌদ্দ ঃ- وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُوْا

তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৩)

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

نَحْنُ حَبْلُ اللّٰهِ الَّذِىْ قَالَ اللّٰهُ فِيْهِ.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমরা আহলে বায়ত আল্লাহর রজ্জু যা সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা ফরমায়েছেন। (আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৪৯)

পনেরঃ- وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْلَهٗ فِيْهَا حُسْنًا.

যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য এতে কল্যাণ বর্ধিত করি। (সূরা শূরা, আয়াত-২৩)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ

وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً قَالَ الْمَوَدَّةُ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

যে উত্তম কাজ করে অর্থাৎ আ'লে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসে। (আহমদ, আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৬৮)

ষোলঃ- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ.

হে মো'মিনগণ! যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাও তা হলে কথা বলার পূর্বে কিছু সাদকা প্রদান কর, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক। (সূরা মুজাদালা, আয়াত-১২)

এর শানে নুযূল হল এই যে, কতেক ধনী লোক বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম দরবারে উপস্থিত হয়ে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে চুপি চুপি কথা বলতঃ এই পরিমাণ সময় দখল করে রাখত যে, অপরাপর লোক বিশেষতঃ ফকীর ও মিসকীনগণ উপকৃত হওয়ার সুযোগ কম পেতো। এই প্রেক্ষিতে এই বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, চুপি চুপি কথা বলার পূর্বে সাদকা প্রদান করবে। এতে উপকার হবে প্রথমতঃ ফকীর ও মিসকীনদের সেবা হবে, ধনীদের হবে আত্মশুদ্ধি এবং তারা লাভ করবে প্রতিদান ও সাওয়াব। দ্বিতীয়তঃ তারা বুঝতে পারবে- অতিরিক্ত কানকথা বলা আল্লাহ তায়া'লা পছন্দ করেন না বিধায় এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অতএব এই বিধানের উপর আমল করেছেন কেবল হযরত আলী (কাঃ)। তিনি একটি দীনার সাদকা করে দশটি মাসআলা জিজ্ঞেস করেছেন। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَا الْوَفَاءُ؟ قَالَ التَّوْحِيْدُ وَالشَّهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ! قُلْتُ مَا الْفَسَادُ؟ قَالَ الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ بِاللّٰهِ! قُلْتُ مَاالْحَقُّ؟ قَالَ الْاِسْلَامُ وَالْقُرْاٰنُ وَالْوِلَايَةُ اِذَا انْتُهِيْتَ اِلَيْكَ قَالَ مَاالْحِيْلَةُ؟ قَالَ تَرْكُ الْحِيْلَةِ قُلْتُ مَاعَلَىَّ؟ قَالَ طَاعَةُ اللّٰهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِهٖ! قُلْتُ وَكَيْفَ اَدْعُوا اللّٰهَ تَعَالٰى؟ قَالَ بِالصِّدْقِ وَالْيَقِيْنِ! قُلْتُ مَاذَا اَسْأَلُ اللّٰهَ؟ قَالَ الْعَافِيَةَ! قُلْتُ وَمَا اَصْنَعُ لِنَجَاةِ نَفْسِىْ؟ قَالَ كُلْ حَلَالًا وَّقُلْ صِدْقًا؟ قُلْتُ مَا السُّرُوْرُ؟ قَالَ الْجَنَّةُ قُلْتُ وَمَاالرَّاحَةُ؟ قَالَ لِقَاءُ اللّٰهِ! فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا نُزِلَ نَسْخُهَا-

প্রতীজ্ঞা রক্ষাকরণ কি? তিনি ফরমালেন, তাওহীদ (একত্ববাদ) ও সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আরজ করলাম, ফ্যাসাদ (সন্ত্রাস) কি? তিনি ফরমালেন, আল্লাহর সাথে কুফরী ও শির্ক করা। আরজ করলাম, হক (সত্য) কি? ফরমালেন, ইসলাম, কুরআন ও বেলায়ত যখন তা তোমার সাথে যুক্ত হয়। আরজ করলাম, কৌশল কি? ফরমালেন, কৌশল পরিত্যাগ করা। আরজ করলাম, আমার কর্তব্য কি? ফরমালেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা, আরজ করলাম, আল্লাহ তায়া'লার নিকট কিভাবে প্রার্থনা করব? ফরমালেন, সততা ও বিশ্বাস সহকারে। আমি আরজ করলাম, আল্লাহ তায়া'লার নিকট কি প্রার্থনা করব? ফরমালেন, নিরাপত্তা। আরজ করলাম, নিজের নাজাতের জন্য কি করব? ফরমালেন, হালাল খাবে এবং সত্য বলবে। আরজ করলাম, আনন্দ কি? ফরমালেন, জান্নাত। আরজ করলাম, শান্তি কি? ফরমালেন, আল্লাহর দর্শন। তিনি বলেন, যখন আমি এই প্রশ্নাবলী থেকে অবসর হলাম তখন এই বিধান রহিত হয়ে যায়। (মাদারিক ও খাযিন, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৪২)

হযরত আলী (কাঃ) বলতেন, কুরআনে এমন একটি আয়াত রয়েছেঃ

مَا عَمِلَ بِهَا اَحَدٌ قَبْلِىْ وَلَا يَعْمَلُ بِهَا اَحَدٌ بَعْدِىْ.

যার উপর আমার পূর্বেও কেউ আমল করেনি এবং আমার পরেও কেউ করবে না। (মাদারিক ও খাযিন, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৪২)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সতের ঃ- اَطِيْعُوااللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ.

তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। (সূরা নিসা, আয়াত-৫৯)

হযরত আবদুল গাফ্ফার ইবনে কাসেম বলেন, আমি হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম 'উলিল্ আম্র' (ক্ষমতার অধিকারী) কারা?

فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ وَاللّٰهِ مِنْهُمْ.

তখন তিনি ফরমালেন, আল্লাহর কসম! আলী (রাঃ) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (খাওয়ারেয্মী)

আঠার ঃ- فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ.

তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৭)

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ

قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ نَحْنُ اَهْلُ الذِّكْرِ.

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব বলেছেন, আমরা আহলে যিক্র।

উনিশ ঃ- وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى.

(হে হাবীব!) অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এই পরিমাণ দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (সূরা দুহা, আয়াত-৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেনঃ

مِنْ رِّضَا مُحَمَّدٍ اَنْ لَّايَدْخُلَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ النَّارَ.

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির মধ্যে এও রয়েছে যে, তাঁর আহলে বায়তের মধ্যে কেউ যেন দোযখে প্রবেশ না করে। (তাফসীরে দুর্রে মানসূর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা- ৩৬১, আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৫৭)

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ) বলেন, একদল ওলামা এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

سَاَلْتُ رَبِّىْ اَنْ لَّايَدْخُلَ النَّارَ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِىْ فَاَعْطَانِىْ ذٰلِكَ.

আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছি- তিনি যেন আমার আহলে বায়তের মধ্যে কাউকে দোযখে দাখিল না করেন। অতঃপর আল্লাহ তায়া'লা আমাকে এটা দান করলেন। (আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৫৭)

হাদীসের আলোকে

কুরআনের আয়াতসমূহের পর এ প্রসংগে মোবারক হাদীসসমূহ ধারাবাহিকভাবে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হচ্ছে। প্রথমতঃ সেই হাদীসমূহ পেশ করা হবে যা আমীরুল মো'মেনীন মাওলায়ে কায়েনাত হযরত আলী (কাঃ)'র ফযায়েলের সাথে সম্পৃক্ত। তারপর ওই হাদীসসমূহ যা বেহেশতী নারীদের সরদার হযরত ফাতেমাতুয যাহরা (রাঃ) ও তাঁদের সন্তান-সন্ততির সাথে সম্পৃক্ত। وَمَاتَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে আহলে বায়তের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মদীনা মুনাওয়ারায় থাকার নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আপনি কি আমাকে নারী ও শিশুদের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন ? (বুঝাতে চেয়েছিলেন-আমার মত বীর পুরুষের তো রণাঙ্গনে গিয়ে শত্রুদের সম্মুখে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি প্রদর্শন করা উচিৎ।) তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন-

اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى اِلَّا اَنَّهٗ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ

তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার নিকট সেইরূপ হয়ে যাবে যেমন ছিলেন হযরক মূসা (আঃ)'র জন্য হযরত হারূন (আঃ) নবুওয়াত ব্যতীত, কেননা আমার পর কোন নবী নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

নারী ও শিশুদের হেফাযত ও দেখাশুনার জন্য এইরূপ ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হয় যে বীর পুরুষ হওয়া ছাড়াও ঘনিষ্ট আত্মীয় ও নারীদের মধ্যে আসা-যাওয়া করতে পারে। প্রকাশমান যে, হযরত আলী (কাঃ) বীর পুরুষ ও জামাতা হওয়ার কারণে এই বিষয়ে যোগ্যতম ছিলেন। অতএব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওয়াসাল্লাম তাঁকেই নিয়োজিত করলেন। যেহেতু হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম 'তূর' পাহাড়ে যাওয়ার সময় তাঁর ভাই হযরত হারূন আলাইহিস্ সালামকে নিজের খলীফারূপে গোত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলেন। এইজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুলনা দিয়ে ফরমালেন, হযরত মূসার দরবারে হযরত হারূনের যে মাকাম ছিল তোমারও সেই মাকাম রয়েছে আমার দরবারে। বাকী এই তুলনা দ্বারা হযরত আলীর জন্য অবিচ্ছেদ্য খেলাফত প্রমান করা তা কোনরূপেই শুদ্ধ হতে পারে না। কারণ হযরত হারূন আলাইহিস্ সালাম হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের জীবদ্দশায়ই ইন্তেকাল করেছিলেন। যদি তিনি জীবিত থেকে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের ওফাতের পর খলীফা হতেন তা হলে এই তুলনা কোনরূপে দলীল হিসেবে উপস্থাপনের যোগ্য হতো। কিন্তু এমনটা হয়নি। বরং হযরত মূসার ওফাতের পর তাঁর ফলীফা হয়েছেন হযরত য়ূশা' ইবনে নূন। অতএব প্রমাণিত হল তুলনা কেবল এই বিষয়ে যে, হারূন আলাইহিস্ সালাম যেভাবে মূসা আলাইহিস্ সালামের ভাই, সহায়তাকারী এবং তাঁর জীবদ্দশায় তূর পাহাড়ে যাওয়ার সময় তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর খলীফা ছিলেন। তেমনিভাবে হযরত আলী (কাঃ) হুজুর আলাইহিস্ সালামের ভাই, সহায়তাকারী এবং তাঁর জীবদ্দশায় তাবূক যুদ্ধের সময় তাঁর অনুপস্থিতিতে মদীনা মুনাওয়ারায় খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। আর যেহেতু হারূন আলাইহিস্ সালাম নবী ছিলেন এইজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন যে, আমার পরে কোন নবী নেই। যেন কেউ এ থেকে হযরত আলীর নবী হওয়ার পক্ষে প্রমান পেশ না করে।

হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) বলেন ঃ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ عَلِيًّا مِّنِّيْ وَاَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, আলী আমার, আমি আলীর এবং আলী প্রত্যেক মো'মিনের বন্ধু (সাহায্যকারী)। (তিরমিযী, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৫৬৪)

হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ اَطَاعَ عَلِيًّا فَقَدْ اَطَاعَنِيْ وَمَنْ عَصٰى عَلِيًّا فَقَدْ عَصَانِيْ

যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হল সে আল্লাহর অবাধ্য হল। যে ব্যক্তি আলীর আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আলীর অবাধ্য হল সেই আমার অবাধ্য হল। (আল-মুস্তাদরিক-হাকেম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ১২১ আর-রিয়াদুন নাদরাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ২২০)

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন-

مَنْ اَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ فَقَدْ اَحَبَّ اللّٰهَ وَمَنْ اَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ اَبْغَضَنِيْ وَمَنْ اَبْغَضَنِيْ فَقَدْ اَبْغَضَ اللّٰهَ

যে ব্যক্তি আলীকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল এবং যে আমাকে ভালবাসল সে আল্লাহকে ভালবাসল। আর যে ব্যক্তি আলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে সে আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং যে আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে সে আল্লাহ তায়া'লার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। (যুরকানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৪, মুস্তাদরিক, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২০, আর-রিয়াদুন নাদরাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৮)

হযরত বারা ইবনে আযিব ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'গাদীরে খাম'-এ অবস্থান করেছেন। তখন তিনি নিজের হাতে হযরত আলীর হস্ত ধারণ করতঃ দু'বার ফরমালেন, তোমরা কি জান না যে, আমি প্রত্যেক মো'মিনের নিকট তার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ? সবাই বলল, হ্যাঁ!

فَقَالَ اَللّٰهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَّالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ فَلَقِيَهُ عُمَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ هَنِيْئًا يَا ابْنَ اَبِيْ طَالِبٍ اَصْبَحْتَ وَاَمْسَيْتَ مَوْلٰى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَّمُؤْمِنَةٍ

তখন তিনি ফরমালেন, হে আল্লাহ! আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হে আল্লাহ! তুমি তাকে ভালবাস যে আলীকে ভালবাসে এবং তার সাথে শত্রুতা পোষণ কর যে আলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে। এই ঘটনার পর হযরত আলীর সাথে হযরত ওমরের সাক্ষাৎ হল তখন হযরত ওমর বললেন, হে ইবনে আবি তালেব! তোমার সকাল-সন্ধ্যা শুভ হোক এবং প্রত্যেক মো'মিন নর-নারীর বন্ধু ও প্রীতিভাজন হওয়া তোমায় মোবারক হোক। (আহমদ, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৫২৫)

কতেক লোক এই হাদীস দ্বারা হযরত আলী (কাঃ)'র অবিচ্ছেদ্য খেলাফত প্রমাণ করতঃ অত্যন্ত হাস্যকর উক্তি করে। তারা বলে জিবরীল আমীন বারংবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন যে, আপনি হযরত আলীর খেলাফত ও বেলায়তের ঘোষণা দান করুন। কিন্তু তিনি ভয় করছিলেন এবং এই কারণসমূহের প্রেক্ষিতে ঘোষণা করতেন না যে, একেতঃ লোকেরা বলবে নিজের জামাতার জন্য এইরূপ করছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর আশংকা ছিল-যারা মুনাফিক তারা মানবে না। (নাউযুবিল্লাহ) অবশেষে জিবরীল এই আয়াত শুনালেনঃ

يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন।

অতঃপর তিনি "গাদীরে খামে" অবস্থানকালে ঘোষণা দিলেন مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ الخ সুতরাং এটা ছিল আল্লাহ তায়া'লার নির্দেশে হযরত আলীর খেলাফতের ঘোষণা যে, আমার পরে ইনি খলীফা হবেন। এই সম্পর্কে আরজ হল এই যে, এটা ঈমান ও ইসলামের কোন দুশমনের মনগড়া কথা, বাস্তবতার সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। বরং এটা আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁর বরহক রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন এক নাপাক অপবাদ ও অপপ্রচার (নাউযুবিল্লাহ) যা কোন ঈমানদার কল্পনাও করতে পারেনা। অতএব আয়াতে মনোযোগ দিন। আল্লাহ তায়া'লা ফরমান-

يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন; যদি না করেন তবে তো আপনি পয়গাম্বরীর হক আদায় করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। আল্লাহ তায়া'লা কাফির সম্প্রদায়কে (আপনার বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হওয়ার) পথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা মায়িদা, আয়াত-৬৭)

এখন যদি এটা বলা হয় যে, তিনি আল্লাহর হুকুম কারো ভয়ে গোপন করেছেন কিংবা তার প্রচারে হেরফের করেছেন তা হলে এর অর্থ হবে এই–তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে উদাসীনতা নিয়ে কাজ করেছেন এবং তার হক আদায় করেননি। (নাউযুবিল্লাহ ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ)

খোদার কসম! তিনিই তো সেই সত্তা যিনি বিরুদ্ধাচারণের উচ্ছসিত তুফানেও পর্বতের ন্যায় অটল ছিলেন।

তিনিই তো মাথার উপর বিপদের পাহাড় তুলে নিয়েছেন কিন্তু হক ও সত্যতার আওয়াজ বুলন্দ করা থেকে পিছপা হননি।

কেবল একটি ঘটনা থেকেই তাঁর প্রত্যয়, অটলতা, অবিচলতা ও দৃঢ়তা অনুমান করা যায়। যখন মক্কার কাফিরদের সমস্ত বংশ ও উপবংশ তাঁকে হত্যা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় তখন তারা তাঁর চাচা আবু তালেবকে ডেকে বলল, আবু তালেব! আপনার ভাতিজা আমাদের উপাস্যগুলোকে অবজ্ঞা করে, আমাদের পূর্বপুরুষকে পথভ্রষ্ট বলে এবং আমাদেরকে বোকা মনে করে। এইজন্য আমরা আপনাকে বলে দিতে চাই- এখন আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, এবার আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাব। আবু তালেব গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন যে, এখন পরিস্থিতি খুব নাজুক আকার ধারণ করেছে। নিশ্চয় এরা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা নিয়ে কাজ করবে না এবং আমি একাকী এদের মোকাবেলা করতে পারব না।

তিনি চলে আসেন এবং সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে কাফিরদের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং বললেন, প্রাণপ্রতিম! আমার উপর এতটুকু বোঝা তুলে দিওনা যা আমি বহন করতে পারব না। প্রণিধান যোগ্য বিষয় হল- আরবের হিংস্র দেশে যেখানে কোন আইন এবং কোন আদালত ছিল না যে, মজলুম তার হক দাবী করবে। কুরাইশের সরদারগণ সবাই শত্রু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যাদের অন্তরে শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কেবল এক চাচাই ছিলেন পৃষ্ঠপোষক, আশ্রয় ও সহায়। তিনিও কাফিরদের মনোভাব দেখে টলমল করছে এইরূপ পরিস্থিতিতে বড় বড় বীর পুরুষদের দৃঢ় পদেও বিচ্যুতি এসে যায়। কিন্তু প্রত্যয় ও অবিচলতার প্রতিকৃতি জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, খোদার কসম! যদি এরা আমার এক হস্তে সূর্য এবং আরেক হস্তে চন্দ্রও এনে দেয় তবুও আমি আমার দায়িত্ব পালন থেকে নিবৃত্ত হব না। হয়ত আল্লাহ আমার এই কাজ পূর্ণ করবেন অথবা এর জন্য আমি উৎসর্গ হয়ে যাব।

দৃঢ় প্রত্যয় ও অবিচলতার এই আওয়াজ চাচার অন্তর বিদীর্ণ করে গভীরে পৌঁছে যায়। তিনি অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়ে ভাতিজাকে বললেন, যাও, কেউ তোমার প্রতি চোখ রাঙ্গিয়ে দেখতে পারবে না।

অনুমান করুন, এইরূপ সুবিখ্যাত, মহান মর্যাদাশীল, শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা, দৃঢ় প্রত্যয়ী রাসূল সম্বন্ধে এই ধরনের কথা তাঁর প্রতি কত বড় অপবাদ?

آئین جواں مرداں حق گوئی وبے باکی

اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی

বীর পুরুষদের নিয়ম হল সত্য বলা ও (সত্য প্রকাশে) সংকোচহীনতা, আল্লাহর সিংহগণ চালবাজি জানে না।

প্রকৃত ব্যাপার ও ঘটনা হল এই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিদায় হজ্ব থেকে প্রত্যাগত হলেন তখন পথিমধ্যে "গাদীরে খাম (গাদীর বড় কূপ এবং খাম-গ্রামের নাম)'র নিকট অবস্থান করলেন। এখান থেকে মানুষদের গমনের পথ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতো। এখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাতে হযরত আলীর হস্ত ধারণ করতঃ ফরমালেনঃ

اَللّٰهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা বলার কারণ দেখা দিয়েছিল এই-যখন হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) ইয়েমেন জয় করলেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম সহ "খুমুস" (গনীমতের মালের এক পঞ্চামাংশ) উশুল করার জন্য ইয়েমেনে পাঠালেন। হযরত আলী ইয়েমেন গিয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গনীমতের পঞ্চমাংশ নিয়ন্ত্রণ করলেন। ওতে দাস-দাসীও ছিল। একজন দাসী ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। হযরত আলী তাকে নিজের সহবাস দ্বারা ধন্য করলেন। কতেক লোকের এটা পছন্দ হয়নি। তারা প্রথমে হযরত খালেদের নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করল। অতঃপর এই কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এছাড়া তারা হযরত আলী সম্বন্ধে কিছু অতিরঞ্জিত অভিযোগও করল। এই অভিযোগসমূহ থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্দাজ করলেন যে, এদের অন্তরে তাদের শাসক হযরত আলীর ইজ্জত, সম্মান, ভক্তি ও ভালবাসার পরিবর্তে এমন মনোভাব গড়ে উঠছে যা পরবর্তীতে ঘৃণা, শত্রুতা ও বিদ্রোহের রূপ ধারণ করতে পারে। তদুপরি আল্লাহর ওহী দ্বারা তাঁর এও জানা ছিল যে, ভবিষ্যতে খারেজী সম্প্রদায়ও আবির্ভূত হবে যারা হযরত আলীর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করবে। এইজন্য তিনি বিশেষভাবে ওখানে ঘোষণা দিলেন যে, তাঁকে ভালবাসা যেন আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসা এবং তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করা যেন আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা। (জাল্লা জালালুহু ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

বাকী مَوْلٰى শব্দ দ্বারা অবিচ্ছেদ্য খেলাফত প্রমাণ করা কোনরূপেই শুদ্ধ নয়। কেননা مَوْلٰى শব্দের অর্থ খলীফা নয় বরং এর অর্থ বন্ধু ও সাহায্যকারী। যেহেতু مَوْلٰى শব্দটি وَلِى থেকে নির্গত এবং وَلِى শব্দের অর্থ বন্ধু ও সাহায্যকারী। যেমন-আল্লাহ তায়া'লা ফরমায়েছেন, اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আল্লাহ মো'মিনদের বন্ধু ও সাহায্যকারী। فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাওলা অর্থাৎ বন্ধু ও সাহায্যকারী এবং জিব্‌রীল ও সৎকর্মপরায়ণ মো'মিনগণও, اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ হে আল্লাহ! তুমিই আমাদের মাওলা অর্থাৎ সাহায্যকারী, সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

দেখুন, এই আয়াতসমূহে مَوْلٰى শব্দ বিদ্যমান রয়েছে;কিন্তু তার অর্থ খলীফা নয় বরং বন্ধু ও সাহায্যকারী। এইভাবে مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ এর অর্থ ও উদ্দেশ্য এটাই–যেভাবে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত মুসলমানদের বন্ধু ও সাহায্যকারী, তেমনিভাবে হযরত আলী (রাঃ)ও সমস্ত মুসলমানদের বন্ধু ও সাহায্যকারী বাক্যের ধারাবাহিকতা থেকেও প্রকাশমান যে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَوْلٰى অর্থ বন্ধু ও সাহায্যকারীই। যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَّالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ এর শেষে রয়েছে হে আল্লাহ! তুমি তাকে ভালবাস যে আলীকে ভালবাসে এবং তার প্রতি শত্রুতা রাখ যে আলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। مَوْلٰى শব্দ এবং وَالِ مَنْ وَّالَاهُ উভয়ের উৎপত্তিস্থল (مُشْتَقٌ مِنْهُ) একটাই। যখন একই অর্থের দু'টি শব্দ একই স্থানে উল্লেখিত হয় তখন অর্থগত সঙ্গতির কারণে একই অর্থ গ্রহণ করা আবশ্যক। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপরীতে عَدَاوَتْ (শত্রুতা) শব্দ বলা এই কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তার বিপরীত শব্দে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার অর্থই গৃহীত হবে যেন 'মুকাবেলা' শুদ্ধ হয়।

পক্ষান্তরে যদি এটা স্বীকার করা না হয় এবং مَوْلٰى কে ইমাম ও খলীফা অর্থেই গ্রহণ করা হয়। তা হলে وَالِ مَنْ وَّالَاهُ কেও ইমাম ও খলীফা অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার অর্থ হবে এই- হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আলীকে ইমাম ও খলীফা করে তুমি তাকে ইমাম ও খলীফা কর। এমতাবস্থায় তাদের সবার তো ইমাম ও খলীফা হওয়া উচিৎ যারা হযরত আলীকে অবিচ্ছেদ্য খলীফা ও ইমাম মানে। তখন তো শিয়াগণকে বার ইমাম নয় বরং লাখো ইমাম মানতে হবে। তাছাড়া যদি শিয়াদের মতানুযায়ী مَوْلٰى এর অর্থ ইমাম ধরেও নেয়া হয় তা হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও ইমাম হওয়া অবধারিত হবে। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাণীতে নিজের জন্যেও তো مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ ফরমায়েছেন অথচ তিনি রাসূল বরং রাসূলকুল সরদার। ইমামের পদমর্যাদা তো রাসূলের চেয়ে অনেক কম বরং নবীর চেয়েও কম। সুতরাং এই অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মান অবনয়ন হবে এবং শিয়াদের মতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হযরত আলীর ন্যায় ইমাম হবেন। এমতাবস্থায় শিয়াদের উচিৎ- তাঁরা যেন নিজেদেরকে "সালাসা আশারী" বলে 'ইস্না আশারী' বলার অর্থ হবে এই যে, তারা হুজুরকে তাদের ইমাম মানে না।

যদি ধরেও নেয়া হয় যে, مَوْلٰى কে ইমাম অর্থেই গ্রহণ করা হবে তা হলেও আমাদের আহলে সুন্নাতের মতের বিরুদ্ধ নয়। কারণ আহলে সুন্নাতও হযরত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলীকে ইমাম মানেন তবে অবিচ্ছেদ্য মানেন না। আর রাসূলের এই বাণীর মধ্যে কোন শব্দ দ্বারাই অবিচ্ছেদ্য হওয়া প্রমাণিত হয় না।

তদুপরি হাদীস مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ শিয়াদের মতানুযায়ী যদি ইমামতকে বুঝায় তা হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হযরত আলী (রাঃ) এই দলীলকে অবশ্যই তাঁর খেলাফতের দাবীর স্বপক্ষে সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে পেশ করতেন। তাঁর উপর এটা ফরয ছিল। কেননা এটা ব্যক্তিগত বিষয় ছিল না বরং এতে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থও জড়িত ছিল এবং আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি ও আনুগত্যও নিহিত ছিল। হযরত আলী (রাঃ) আল্লাহ তায়া'লা ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও সন্তুষ্টি এবং খেলাফতের বিষয় ভুলে গিয়েছিলেন কি?

আশ্চর্য-হযরত আলী আমীর মুআবিয়ার সম্মুখে নিজের খেলাফত ও আনুগত্য সঠিক হওয়ার ব্যাপারে কেবল দলীলাদিই পেশ করেননি বরং যুদ্ধও করেছেন। আর প্রথম তিন খলীফার সম্মুখে তিনি কখনও না এই দলীল পেশ করেছেন, না তাঁদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছেন। সুতরাং এটা এই কথার দলীল যে, ইমামত ও খেলাফতের সাথে এই হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়তঃ প্রথম তিন খলীফার খেলাফত ও ইমামত সঠিক ছিল। নচেৎ শেরে খোদা হযরত আলীর মত ব্যক্তি প্রভাবিত হয়ে বিশেষতঃ আল্লাহ ও রাসূলের ইরশাদ ও মর্জির বিরুদ্ধে হতে দেখে নীরব থাকতে পারেন না। তাঁর প্রণাধিক পুত্র হযরত হোসাইন (রাঃ) কারবালার মাঠে নিজের চোখের সামনে গোটা ঘর উজাড় হতে দেখেও ইয়াজীদের বাতিল ইমামতকে স্বীকৃত দেননি। আর শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) কিছুই করেননি। বরং খলীফাত্রয়ের বায়আত করেছেন, তাঁদের পিছনে নামাযও আদায় করেছেন এবং তাঁদের সাথে প্রায় চব্বিশ বছর পর্যন্ত পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। নিঃসন্দেহে এটা প্রথম তিন খলীফার বরহক খলীফা ও ইমাম হওয়ার দলীল।

একদা আমীরুল মো'মেনীন হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)'র নিকট দু'বেদুঈন ঝগড়া করতঃ এল। তিনি হযরত আলী (রাঃ) কে বললেন, এদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন। হযরত আলী (রাঃ) মীমাংসা করে দিলেন। তখন তাদের মধ্যে একজন বলল, ইনি আমাদের মধ্যে কি মীমাংসা করবেন! এটা শুনে ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَوَثَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ وَاَخَذَ بِتَلْبِيْبِهٖ وَقَالَ وَيْحَكَ مَاتَدْرِىْ مَنْ هٰذَا ؟ هٰذَا مَوْلَاكَ وَمَوْلٰى كُلِّ مُؤْمِنٍ مَنْ لَّمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ مُؤْمِنٌ -

হযরত ওমর তার প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তার জামার প্লেট ধরে বললেন, জানো ইনি কে? ইনি তোমার এবং প্রত্যেক মো'মিনের অভিভাবক ইনি যার অভিভাবক নন সে মো'মিন নয়। (আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৭৭)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঐ সত্তার কসম যিনি শস্য-বীজ অংকুরিত করেন এবং প্রাণী সৃষ্টি করেন! নিশ্চয় নবী উম্মী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন-

لَا يُحِبُّنِىْ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا يُبْغِضُنِىْ اِلَّا مُنَافِقٌ

মো'মিন ব্যতীত কেউ আমাকে ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ব্যতীত কেউ আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না। (মুসলিম, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৫৬৩)

অতএব, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমাদের মতে হযরত আলী (রাঃ)'র প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফিকের লক্ষণ। (তিরমিযী শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব (সখ্যতা) স্থাপন করেছিলেন। অর্থাৎ প্রতি দু'জন সাহাবীকে পরস্পরে ভাই করে দিয়েছিলেন। হযরত আলী (কাঃ) ক্রন্দন করতঃ আগমন করেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি সকল সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন কিন্তু আমাকে কারো ভাই করে দেননিঃ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتَ اَخِىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, (হে আলী!) তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার ভাই। (মিশকাত, পৃষ্ঠা-৫৬৪)

হযরত উম্মে আত্বিয়্যা (রাঃ) বলেন, একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও একদল ফৌজ পাঠালেন। তাদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ)ও ছিলেনঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَاتُمِتْنِىْ حَتّٰى تُرِيَنِىْ عَلِيًّا

তখন আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাত তুলে এই দোয়া করতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ! আমার মৃত্যু যেন না হয় যতক্ষণ আমি আলীকে (পুণঃ) দেখতে না পাই। (তিরমিযী, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৫৬৪)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটা ভাজা পাখি (হাদিয়াস্বরূপ) এল। তখন তিনি দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ائْتِنِىْ بِاَحَبِّ خَلْقِكَ اِلَيْكَ يَاْكُلُ مَعِىَ هٰذَا الطَّيْرَ فَجَاءَهُ عَلِىٌّ فَاَكَلَ مَعَهُ

হে আল্লাহ! আমার নিকট ওই ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দাও যে, তোমার নিকট সৃষ্টির মধ্যে প্রিয়তম হয়। যেন সে আমার সাথে এই পাখি আহার করে। অতঃপর হযরত আলী এলেন এবং তিনি তাঁর সাথে ওই পাখি আহার করলেন। (তিরমিযী শরীফ, মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৫৬৪)

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের দিন হযরত আলীকে ডাকলেন এবং দীর্ঘক্ষণ তাঁর সাথে চুপি চুপি অর্থাৎ গোপনভাবে কথা বললেন তখন লোকেরা বলল, আপনি আপনার চাচাত ভাইয়ের সাথে দীর্ঘক্ষণ চুপিচুপি কথা বললেনঃ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَنْتَجَيْتُهُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اِنْتَجَاهُ

তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, আমি তাঁর সাথে কানাঘুষা করিনি বরং আল্লাহই করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ তায়া'লার হুকুমেই করেছি)। (তিরমিযী, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৫৬৪)

উম্মুল মো'মেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِىْ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি আলীকে মন্দ বলল সে যেন আমাকে মন্দ বলল। (মিশকাত, পৃষ্ঠা-৫৬৫)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলহামদুলিল্লাহ! কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এই খাদেমে আহলে সুন্নাত আমীরুল মো'মেনীন, খলীফাতুল মুসলিমীন, ইমামুল মুত্তাকীন বেরাদরে রাসূল,যাওজে বতূল, পেদরে হাসনাইন, ফখরে কাওনাইন, সায়্যিদুস্ সাদাত, মাওলায়ে কায়েনাত, কাসেমে বেলায়ত, ফাতিহে খায়বার, শেরে খোদা, মুরতাযা, মুশকিলকোশা হযরত আবুল হাসান সায়্যিদুনা আলী (কাঃ)'র কিছু ফযীলত ও প্রশংসামূলক বর্ণনা পেশ করেছি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআতের মতাদর্শের সাথে যারা সম্পৃক্ত তারা রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির ভালবাসাকে ঈমানের পুঁজি ও নাজাতের মাধ্যম মনে করে। মনে রাখবেন, আক্বীদা কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে হয়ে থাকে। যদি কোন ইমাম ও মুজতাহিদের বাণী ও কর্ম কুরআন ও হাদীসের মোতাবেক না হয় তা কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মো'মিনদের উচিৎ-ভিত্তিহীন ও মনগড়া রেওয়ায়তসমূহের উপর হঠকারিতার পরিবর্তে কুরআন, সুন্নাহ ও প্রমাণপুষ্ঠ বরাতসমূহকে পথনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের আক্বীদা ও আমলের সংশোধন করা। আমার একান্ত আশা-এই আয়াত ও হাদীসসমূহের পর বাস্তব অবস্থা উপলব্ধিতে কোন সন্দেহ বাকী থাকবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বীরত্ব

আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (কাঃ)'র সাহসিকতা ও বীরত্বের খ্যাতি ব্যাপক। তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্বের ঘটনাবলী এত অধিক, যদি তার সবগুলো বিস্তারিতভাবে লিখা হয় তা হলে বৃহৎ আকারের এক গ্রন্থ হয়ে যাবে। মাত্র কয়েকখানা পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হল। তিনি তাবূকযুদ্ধ ব্যতীত বাকী সকল যুদ্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন এবং আল্লাহ তায়া'লার পথে জিহাদ করেছেন। বদর ও উহুদ যুদ্ধে তিনি বড় বড় কাফিরগণকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বদর যুদ্ধে কাফির বাহিনীর সরদার উতবা ইবনে রবীআহ তার ভাই শায়বাহ ও পুত্র অলীদকে সাথে নিয়ে সর্বপ্রথম ময়দানে বের হল এবং মোকাবিলার জন্য হুংকার ছাড়ল। মুসলিম বাহিনী থেকে হযরত আওফ, হযরত মুআয ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তাদের মোকাবিলায় বের হলেন। উতবা নাম ও বংশ জিজ্ঞেস করল। যখন সে জানতে পারল যে, এরা আনসার তখন সে ডাক দিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এরা আমাদের সমকক্ষ নয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারগণকে ফিরে আসতে বললেন এবং হযরত হামযা, হযরত আলী ও হযরত ওবাইদা ইবনে হারেসকে পাঠালেন। উতবা তাদের নিকটও নাম ও বংশ জিজ্ঞেস করল। তারা যখন (নিজ নিজ নাম ও বংশ) বলে দিলেন তখন সে বলল, ঠিক আছে, তোমরা আমাদের সমকক্ষ।

উতবা হযরত হামযার এবং অলীদ হযরত আলীর প্রতিদ্বন্দ্বী হল। দু'জনই নিহত হয়। কিন্তু উতবার ভাই শায়বাহ হযরত ওবাইদাকে আহত করল। হযরত আলী অগ্রসর হয়ে শায়বাহকে হত্যা করলেন। এরপর রণাঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠে। হযরত আলী অনেক কাফিরকে হত্যা করলেন। হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (রাঃ) বলেনঃ

نَادَ مَلَكٌ مِّنَ السَّمَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ يُقَالُ لَهُ رِضْوَانُ لَاسَيْفَ اِلَّا ذُوالْفَقَارِ وَلَافَتٰى اِلَّا عَلِيٌّ.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বদরের দিন আসমান থেকে একজন ফেরেশতা যাকে রিদ্ওয়ান বলা হয়, ডাক দিয়ে বললেন, জুলফিকারের* মত কোন তরবারি নেই এবং আলীর মত কোন বীরপুরুষ নেই। (আর-রিয়াদুন্ নাদ্রাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫১, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৩৬)

উহুদ যুদ্ধে কাফির বাহিনীর পতাকাধারী আবু সাঈদ ইবনে আবু তালহা রণাঙ্গনে বের হয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আহবান করল। কয়েকবার আওয়াজ দেয়ার পরেও যখন কেউ বের হল না তখন সে গর্ব ও অহংকার করতঃ বলল, হে মুহাম্মদের সাহাবীগণ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তোমাদের দাবী তো এই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিহত হবে সে বেহেশতে যাবে এবং আমাদেরকে তোমরা দোযখী বলে থাকো। লা'ত ও উয্যার কসম! তোমরা মিথ্যাবাদী। দেখ, আমি কখন থেকে তোমাদেরকে আহবান করছি কিন্তু কেউ আমার মোকাবিলায় আসছো না। যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাক তা হলে মরতে ভয় পাচ্ছ কেন, আমার সম্মুখে আসছ না কেন? শেরে ইয়াযদাঁ, শাহে মরদাঁ**, মাওলায়ে কায়েনাত হযরত আলী (রাঃ) যখন তার এই বকবকানি শুনলেন তখনই ক্রুদ্ধ বাঘের ন্যায় রণসারি থেকে বের হলেন এবং তার সাথে মোকাবিলা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ধরাশায়ী করে দিলেন। (শামসুত্ তাওয়ারীখ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮৫২)

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের মতানুযায়ী হযরত আলী উহুদ যুদ্ধে বারজন কাফিরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। (শামসুত তাওয়ারীহ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮৫৪)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, উহুদ যুদ্ধে আমার দেহে ষোলটি আঘাত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে চারটি আঘাত এমন মারাত্মক হয়েছিল যার ব্যাথায় আমি (বার বার) মাটিতে পড়ে যেতাম কিন্তু প্রত্যেকবার সুন্দর এক যুবক যার থেকে খুব সুগন্ধি আসতো, আমার বাহু ধরে আমাকে দাঁড় করে দিতেন এবং বলতেন, যাও, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি প্রসন্ন। যখন যুদ্ধ সমাপ্ত হল তখন আমি এই ঘটনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলামঃ

---

* জুলফিকার-হযরত আলী (রাঃ)'র তরবারির নাম।

** 'শেরে ইয়াযদা'--খোদার সিংহ, 'শাহে মরদা'- বীরশ্রেষ্ঠদের সম্রাট- এগুলো হযরত আলী (রাঃ)'র উপাধি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি ফরমালেন, ঐ সুন্দর যুবককে চিন? আমি আরজ করলাম, চিনি না অবশ্য, তবে তিনি ছিলেন দেহ্য়া কাল্বীর মত। তিনি ফরমালেন, আল্লাহ তোমার চক্ষু উজ্জ্বল করুন, তিনি ছিলেন জিব্রাঈল। (নূরুল আবসার, পৃষ্ঠা-৯৬, মাআরিজুন্ নবুওয়াত, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১০৮)

আমর ইবনে আবদে উদ্ নামক এক ব্যক্তি আরবের বীর পুরুষদের সরদার হিসেবে স্বীকৃত ছিল। তার সাহসিকতা ও বীরত্বের অবস্থা ছিল এই- তাকে একাই এক হাজার অশ্বারোহীর সমকক্ষ মনে করা হতো। বদর যুদ্ধে এই পাপিষ্ট ইসলামী যোদ্ধাদের হাতে আহত হয়ে পলায়ন করেছিল। সে মানত করেছিল- যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাথীগণ থেকে প্রতিশোধ নিবে না; নিজের মাথায় তৈল ব্যবহার করবে না। উহুদ যুদ্ধে জখমের কারণে যুদ্ধ করার উপযোগী হয়ে উঠেনি বিধায় অংশগ্রহণ করেনি। খন্দক যুদ্ধে এই অহংকারী, বীরত্বের নেশায় মাতাল আমর রণাঙ্গণে জঙ্গী হাতীর ন্যায় চিৎকার দিতে দিতে ঘুরাফেরা করছিল। আর পূর্ণ গর্ব ও অহংকার সহকারে রণ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে মোকাবিলার আহ্বান জানাচ্ছিল।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বকবকানি শুনে ফরমালেন, কে আছ যে এই কাফির ও অহংকারীকে খতম করতে পারবে? হযরত আলী (রাঃ) রণসারি থেকে বের হয়ে বিনীতভাবে আরজ করলেন, হুজুর আমাকে অনুমতি দিন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আর সে বার বার মোকাবিলার জন্য হুংকার ছাড়ছিল। হযরত আলী পুনরায় অনুমতি চাইলেন। তিনি ফরমালেন, এ হল আমর ইবনে আবদে উদ্! হযরত আলী আরজ করলেন, হ্যাঁ, আমি জানি। তখন তিনি অনুমতি দিলেন এবং নিজের তরবারি জুলফিকার হযরত আলীকে দিলেন। নিজের বর্ম খুলে পরিয়ে দিলেন, পাগড়ী মোবারক নিজের মোবারক হস্তে তাঁর মাথায় বেঁধে দিলেন এবং হাত তুলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! ওবাইদা ইবনে হারেসকে বদরের দিন এবং হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে উহুদের দিন তুমি নিজের কাছে তুলে নিয়েছ। এখন এই আলী তোমার বান্দা, আমার ভ্রাতা ও আমার চাচার পুত্র, আমি তাকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি তাকে সাহায্য কর এবং নিরাপদে জয়যুক্ত করে পুনরায় আমার নিকট ফিরিয়ে দাও।

শাহে মরদাঁ শেরে ইয়াযদাঁ হযরত আলী পায়দলে তার সম্মুখে পৌঁছলেন। আমরের উক্তি ছিল- যদি কোন ব্যক্তি আমার নিকট তিনটি বিষয়ের আবেদন করে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তা হলে একটা অবশ্যই কবুল করব। হযরত আলী জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি বাস্তবিকই তোমার উক্তি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হলে আমি তোমার নিকট আবেদন করছি যে, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর? সে বলল, এটা হতে পারে না! তিনি বললেন, তা হলে যুদ্ধ থেকে ফিরে যাও! সে বলল, আমি কুরাইশের নারীদের ভর্ৎসনা শুনতে পারব না। তারা বলবে- ছিল তো বড় বীর পুরুষ কিন্তু মানত পূর্ণ করতে পারেনি, যুদ্ধ না করেই ফিরে এসেছে। তিনি বললেন, তা হলে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যাও? আমর হেসে উঠে বলল, আমার তো এই আশা ছিল না যে, এই আকাশের নীচে কেউ আমাকে এও বলবে- তুমি যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যাও। যেহেতু হযরত আলী পদাতিক ছিলেন এইজন্য তার আত্মমর্যাদাবোধ এটা পছন্দ করেনি যে, সওয়ার হয়ে মোকাবিলা করবে। অশ্ব থেকে নেমে এল এবং তরবারি মেরে নির্বাক ঘোড়ার পাগুলো কেটে ফেলল। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? তিনি নাম বললেন, সে বলল, তুমি এখনো কমবয়সী যুবক, আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করতে চাই না। তোমার পিতা ছিল আমার বন্ধু। আমি পছন্দ করি না যে, আমার ঘাতক তরবারি দ্বারা তোমার রক্তপাত হোক। যাও তুমি ফিরে যাও। তিনি বললেন, কিন্তু, তোমার রক্তপাত তো আমার পছন্দ। আমর এবার রাগে অস্থির হয়ে কোষ থেকে তরবারি বের করল এবং দেরী না করে তাঁর মাথায় আঘাত হানে। তিনি এই আঘাতকে ঢালের উপর প্রতিহত করলেন কিন্তু তরবারি ঢাল কেটে ললাটের উপর লাগল যা দ্বারা ললাটে সামন্য জখম হয়। দুশমনের আঘাতের পর শেরে খোদা জুলফিকার তরবারি দ্বারা তার কাঁধে এমন জোরে আঘাত হানলেন যার ফলে তার কাঁধ কেটে যায় এবং তরবারি নীচে পর্যন্ত চলে আসে যেন দ্বিখন্ডিত করে ফেলল। সাথে সাথেই আল্লাহু আকবারের ধ্বনি তুলে বিজয়ের ঘোষণা দিলেন। এটা দেখে দ্বিরার ও হোবাইরা তাঁর প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ল কিন্তু যখন হায়দরী জুলফিকার দেখল তখন পিছনে সরে পালিয়ে যায়।

হযরত আলী আমর ইবনে আবদে উদকে হত্যা করার পর তার বর্ম, যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদির প্রতি কোন খেয়ালই করেন নি। আমরের বোন তার লাশের নিকট ক্রন্দন করতঃ এল এবং শিয়রে বসে দেখল যে, অস্ত্র ইত্যাদি সবই বিদ্যমান রয়েছে। বলতে লাগল, মনে হচ্ছে আমার ভাইয়ের হত্যাকারী কোন উদারচিত্ত, মহানুভব, বীর পুরুষ ও বংশ মর্যাদায় তার সমকক্ষ। অতঃপর লোকজনকে জিজ্ঞেস করল তখন তাকে জানানো হয় যে, আলী ইবনে আবি তালেব তোমার ভাইকে হত্যা করেছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, খায়বার যুদ্ধে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে আমি ঝান্ডা প্রদান করব যার হাতে আল্লাহ তায়া'লা বিজয় দান করবেন। সে আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসে এবং আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁর রাসূল তাকে ভালবাসে। তারপর হল কি- আগ্রহীদের রাত্রি যাপন কঠিন হয়ে যায়। মুজাহিদদের নিদ্রা চলে যায়। প্রত্যেকের আশা ও আকাঙ্খা ছিল এই মহা নে'মত লাভের সৌভাগ্য যেন তিনিই লাভ করেন। সকাল হওয়ার সাথে সাথে সবাই হুজুরের পবিত্রতম দরবারে হাজির হন এবং আদব ও ভক্তিসহকারে দেখতে লাগলেন, আল্লাহ তায়া'লার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রহমতের হস্ত কোন ভাগ্যবানকে ধন্য করছেন। প্রিয় মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক ওষ্ঠদ্বয়ের স্পন্দনের উপর আশাপূর্ণ দৃষ্টিগুলো উৎসর্গ হচ্ছিল। বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেনঃ

اَيْنَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ؟ فَقَالُوْا هُوَ يَشْتَكِىْ عَيْنَاهُ قَالَ فَاَرْسِلُوْا اِلَيْهِ فَاُتِىَ بِهٖ فَبَصَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهٗ فَبَرِئَ حَتّٰى كَاَنْ لَمْ يَكُنْ بِهٖ وَجْعٌ-

আলী ইবনে আবি তালেব কোথায়? আরজ করা হল, তিনি চক্ষু ব্যথায় আক্রান্ত। তিনি ফরমালেন, তাকে ডেকে আন। হযরত আলীকে উপস্থিত করা হয়। তিনি তাঁর মুখ মোবারকের আরোগ্যদায়ক লালা তাঁর চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন। তখনই তিনি এমন সুস্থ হয়ে যান যেন কোন সময় তাঁর চক্ষু ব্যথা ছিলই না। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত, পৃষ্ঠা-৫৬৩)

অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ঝান্ডা দান করলেন। তিনি ঝান্ডা নিয়ে খায়বারের কেল্লার দিকে অগ্রসর হন। কেল্লার নিকট পৌঁছে তিনি এক স্থানে ঝান্ডা স্থাপন করলেন। জনৈক য়াহুদী কেল্লার চূড়া থেকে মাথা ঝুকিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে বীর পুরুষ তুমি কে, যে এইভাবে নির্ভয় ও নিরুদ্বিগ্নে এসে ঝান্ডা স্থাপন করেছো? তিনি বললেন, আমি আলী ইবনে আবি তালেব। য়াহুদী তাঁর নাম শুনে চিৎকার দিয়ে উঠলো এবং বলতে লাগল, তাওরাত শরীফের কসম! আমরা পরাজিত ও ধ্বংস হয়ে গেলাম। সর্বপ্রথম খায়বারের প্রসিদ্ধ বাহাদুর "মারহাব" য়াহুদীর ভাই "হারেস" এ ছিল বড় বাহাদুর; কতিপয়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যুদ্ধবাজ পুরুষ সহকারে কেল্লা থেকে বের হল এবং ময়দানে এসে মোকাবিলার আহবান জানালো। মুসলিম বাহিনী থেকে দু'জন সিপাহী একের পর এক তার মোকাবিলায় গমন করে কিন্তু দু'জনই শহীদ হয়ে যান। অতঃপর হযরত আলী তার মোকাবিলায় গমন করেন। তিনি কৃপাণের এক আঘাতে তাকে মৃত্যুলোকে পাঠিয়ে দেন। "মারহাব" যখন তার যুবক ভাইয়ের নিহত হওয়া দেখল তখন প্রতিশোধ প্রবণতায় মত্ত হয়ে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে ডবল বর্ম পরে, দু'টি তরবারি ঝুলিয়ে মাথায় দু'টি পাগড়ি বেঁধে, তার উপর একটি ভারী লৌহ নির্মিত শিরস্ত্রাণ পরে, তারও উপর শিরস্ত্রাণের মত একখানা গোলাকৃতির পাথর বেঁধে হাতে বর্শা নিয়ে যার ফলা ছিল তিন মন ওজনের; মজবুত গঠন ও ব্যাঘ্র আকৃতিতে মাঠে এল এবং এই পংক্তিগুলো আবৃত্তি করতে লাগলঃ

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ اَنِّىْ مَرْحَبٌ   شَاكِىْ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُّجَرَّبٌ

খায়বারবাসী ভালভাবে জানে যে, আমি মারহাব, অস্ত্রসজ্জিত, যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ও বীরত্বে প্রসিদ্ধ।

اِذَ اللُّيُوْثُ اَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ   وَاَحْجَمَتْ عَنْ صَوْلَةِ الْمُغَلَّبِ

যখন রণাঙ্গণে বাঘ নির্ভীকভাবে দৌড়ে আসে এবং অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করে তখন বিজয়ী মারহাবের আক্রমণে পিছনে সরে যায়।

خَلَتْ حِمَاىَ اَبَدًا لَاتَقْرَبُ   اَطْعَنُ اَحْيَانًا وَّحِيْنًا اَضْرِبُ

আমার ভয় ও ভীতির কারণে কেউ আমার নিকটে আসে না, আমি কোন সময় বর্শা দিয়ে আঘাত করি এবং কোন সময় তরবারি দিয়ে।

اِنْ اُغْلِبَ الدَّهْرُ فَاِنِّىْ اَغْلَبُ   وَالْقِرْنُ عِنْدِىْ بِالدِّمَاءِ مُخَضَّبٌ

যদি গোটা যুগও পরাজিত হয়ে যায় তবেও আমি বিজয়ী থাকব এবং প্রতিদ্বন্দ্বী আমার নিকট রক্তে রঞ্জিত থাকে।

শেরে খোদা হযরত আলী (কাঃ) তার মোকাবিলায় আসেন এবং এই পংক্তিগুলো পাঠ করেনঃ

اَنَا الَّذِىْ سَمَّتْنِىْ اُمِّىْ حَيْدَرَهْ   كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرَهْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি সেই ব্যক্তি যে, আমার মা আমার নাম রেখেছেন হায়দার, আমি বন্য বাঘের ন্যায় ভয়ংকর ও ভীতিপ্রদ।

اَكِيْلُكُمْ بِالسَّيْفِ كَيْلَ السَّنْدَرَه   اَضْرِبُكُمْ ضَرْبًا يُبَيِّنُ الْفِقَرَهْ

আমি তরবারির বড় নিক্তি দিয়ে তোমাকে পরিমাপ করব অর্থাৎ প্রবলভাবে হত্যা করব এবং তোমাকে এমন এক আঘাত হানব যা দ্বারা তোমার পৃষ্ঠের এক একটা মোহরা (মেরুদন্ডের জোড়া) পৃথক পৃথক হয়ে যাবে।

وَاَتْرُكُ الْقِرْنَ بِقَاعٍ جُزَرَهْ   اَضْرِبُ بِالسَّيْفِ رِقَابَ الْكَفَرَهْ

আমি বর্শাকে শক্ত মাটিতে গেড়ে রাখি এবং আমি আমার তরবারি দিয়ে কাফিরদের গর্দান উড়িয়ে দিই।

মোটকথা, উভয়ের মধ্যে মোকাবিলা শুরু হল। শাহে মরদাঁ শেরে ইয়াযদাঁ তার মাথায় জুলফিকার তরবারির এমন এক আঘাত হানলেন- তরবারি শিরস্ত্রাণ কেটে, পাথর ভেঙ্গে মস্তক বিদীর্ণ করে দন্ত পর্যন্ত নেমে এল। আঘাতের আওয়াজ ফৌজ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। মারহাব নিহত হওয়ায় য়াহুদীরা ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে দেয়। মুসলিম বাহিনীও ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং উভয় দিক থেকে খুব তরবারি চলল। হযরত আলী এই যুদ্ধে আট জন খ্যাতনামা বাহুদুরকে হত্যা করেছেন। জনৈক য়াহুদী তার হাতে তরবারি মারল যার ফলে তাঁর ঢাল হাত থেকে পড়ে যায়। তিনি খোদা প্রদত্ত শক্তিতে কেল্লার লৌহ নির্মিত দরজা উপড়ে ঢাল স্বরূপ হাতে তুলে নেন এবং যুদ্ধ করতে থাকেন। হযরত আবু রাফে' (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত গোলাম) বলেন, বিজয়ের পর যখন তিনি ওই লোহার দরজাকে নিক্ষেপ করলেন তখন সাত জন মিলে ওই দরজাকে তুলতে চাইল কিন্তু তা তুলতে পারেনি। এক বর্ণনায় চল্লিশ জনের কথা উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম রাযী (রহঃ) তাফসীরে কবীরে বলেনঃ

قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ وَاللّٰهِ مَا قَلَعْتُ بَابَ خَيْبَرَ بِقُوَّةٍ جَسَدَانِيَةٍ وَّلٰكِنْ بِقُوَّةٍ رَبَّانِيَّةٍ

হযরত আলী (কাঃ) বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি খায়বারের কেল্লার দরজা শারীরিক শক্তি দ্বারা উঠাইনি বরং খোদাপ্রদত্ত শক্তি দ্বারা উঠিয়েছি। (তাফসীরে কবীর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা- ৪৮০)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لَافَتٰى اِلَّا عَلِى لَاسَيْفَ اِلَّا ذُوالْفِقَار شاه مردان شیریزداں قوت پروردگار

বীর পুরুষদের সম্রাট, আল্লাহর শার্দূল, খোদার শক্তি আলী ছাড়া কোন বীর নেই, জুলফিকার ছাড়া কোন তরবারি নেই।

ইবনে আসীরের তারীখে কামিলে রয়েছে- আমীরে মুআবিয়ার বাহিনী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে শহীদ করল। তখন হযরত আলী মাত্র বারজন জানবাযকে সাথে নিয়ে মুআবিয়ার বাহিনীর উপর আক্রমণ করল। পূর্ণ বাহিনীর রণসারি ভেদ করে আমীরে মুআবিয়ার তাবুর নিকট পৌঁছে যান এবং ডাক দিয়ে বললেন, হে মুআবিয়া! উভয় পক্ষের লোক অহেতুক মারা যাবে এতে কি লাভ? এসো, আমার মোকাবিলায় বের হও, যে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করবে সে মুক্ত হয়ে যাবে! আমর ইবনুল আ'স মুআবিয়াকে বললেন, আলী (রাঃ) কথা তো ঠিক বলছেন, মুআবিয়া বললেন, আপনি তো জানেন- তাঁর মোকাবিলায় যে এসেছে নিহত হয়েছে। আমর বললেন, কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর মোকাবিলায় বের না হওয়া আপনার জন্য সঙ্গত নয়। মুআবিয়া বললেন, আমি আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি- আপনি আমাকে হত্যা করাতে চান, আমাকে মাফ করুন। (ইবনে আসীর, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২৪)

উক্ত কিতাবে লিখেছেন- যখন সিফ্ফীন যুদ্ধে সিরিয়ার বিশাল বাহিনী হযরত আলীর সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণ বাহুতে আক্রমণ করল তখন তাঁর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং শূন্য হয়ে গেল রণাঙ্গণ। হযরত আলী পায়দলে বামবাহুর দিকে অগ্রসর হলেন। ওই সময় তাঁর ছাহেবযাদাত্রয় তাঁর সাথে ছিলেন। চর্তুদিক থেকে তাঁর উপর তীরের বর্ষণ হচ্ছিল আবু সুফ্য়ানের গোলাম আহমর তাঁর দিকে ছুটে এল। তাঁর গোলাম কায়সান তার গতিরোধ করল। উভয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং আহমর জয়ী হয়। হযরত আলী অগ্রসর হয়ে তাকে ধরতে চাইলেন। সে পালালো কিন্তু তার বর্ম তাঁর হাতে চলে আসে। তিনি তা মাথা পর্যন্ত উপরে তুলে মাটিতে এমনভাবে নিক্ষেপ করলেন যে, তার উভয় কাঁধ ও বাহু ভেঙ্গে যায়। সিরিয় বাহিনী চর্তুদিক থেকে তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ল। ইমাম হাসান আরজ করলেন, আপনি দৌড়ে গিয়ে আপনার লোকজনের সাথে মিলিত হলে তো ভাল হতো। তিনি বললেন, তোমার পিতার জন্য একটা দিন নির্দিষ্ট আছে না দৌড় দেয়াতে তাতে কোন বিলম্ব হবে এবং না এখানে অবস্থান করাতে তাতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অগ্রবর্তিতা হবে। খোদার কসম! এ বিষয়ে তোমার পিতার কোন চিন্তা নেই যে, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হোন অথবা মৃত্যু তাঁর উপর পতিত হোক। (ইবনে কাসীর, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১১৮)

সিফ্ফীন যুদ্ধে সামআনীর রেওয়ায়ত অনুযায়ী হযরত মুআবিয়ার উক্তি দ্বারা প্রমাণিত- হযরত আলী কেবল এক রাতে স্বয়ং নিজ হাতে নয় শতাধিক লোককে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন। (নাসিখুত্ তাওয়ারীখ, পৃষ্ঠা-৪১৮)

চিন্তা করুন- নয়শত লোকের সংখ্যা তো কম নয়। যদি বিনা বাধায় এতগুলো লোককে কোন ব্যক্তি হত্যা করে তবেও তো তার হাত ও বাহু অবশ হয়ে যাবে। আর যুদ্ধের ময়দানে তাও এমন সময়ে যখন যুদ্ধংদেহী বাহিনীর মোকাবিলা হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করার খেয়ালে থাকে; এইরূপ পরিস্থিতিতে নিজেকে রক্ষা করে এত লোকের হুংকারকে মৃত্যুর নীরবতায় রূপান্তরিত করা শেরে খোদা সায়্যিদুনা আলী মুরতাযা ব্যতীত আর কার পক্ষে সম্ভব?

'নাহজুল বালাগা'য় তাঁর উক্তি বর্ণিত হয়েছে-

وَاللّٰهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلٰى قِتَالِىْ مَا وَلَّيْتُ عَنْهَا

খোদার কসম! যদি গোটা আরব একে অপরের সহযোগী হয়ে আমার মোকাবিলায় আসে এবং আমার সাথে যুদ্ধ করতে চায়, আমি কখনো তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করব না।

এখন বলুন, বার্ধক্যে যার বীরত্বের এই অবস্থা হয় যৌবনকালে কি অবস্থা হবে? এইরূপ বীরপুরুষ ও বাহাদুরের পক্ষে এটা কি সম্ভব- কেউ তার শরয়ী অধিকার ছিনিয়ে নিবে এবং তিনি মুখের দিকে চেয়ে থাকবেন, কিছুই করবেন না অথবা নাউযুবিল্লাহ তাঁর কন্যাকে কেউ ছিনিয়ে নিবে, অপহরণ করবে অথবা নাউযু বিল্লাহ তাঁর সহধর্মিণীর সাথে কেউ অসঙ্গত আচরণ করবে তিনি কোন প্রতিবাদই করবেন না? প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের রেওয়ায়তসমূহের উদ্ভাবক হল আবদুল্লাহ ইবনে সাবা য়াহুদী যার ধর্মহীনতা, সন্ত্রাসবাদিতা, খোদাদ্রোহীতা ও কপটতা আহলে সুন্নাত ও শিয়া উভয়ের নিকট স্বীকৃত।

ডঃ ইকবাল (রহঃ) বলেন ঃ

زیر پاش این جاہ شکوہ خیبراست ✤ دست او آں جا قسیم کوثر است

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখানে তাঁর পদতলে রয়েছে খায়বারের মর্যাদা, ওখানে তাঁর হস্ত হল কাউসার বিতরণকারী।

হযরত মাওলানা রূম (রহঃ) বলেন ঃ

از علی آموز اخلاص عمل ÷ شیر حق را داں منزہ از دغل

হযরত আলী (রাঃ) হতে আমলের একনিষ্ঠতার শিক্ষা গ্রহণ কর। এই শেরে খোদাকে ব্যক্তি স্বার্থের কৃত্রিমতা থেকে পবিত্র মনে কর।

در غزا بر پہلوانے دست یافت ÷ زور شمشیرے بر آور دو شتافت

একবার রণক্ষেত্রে তিনি এক যুদ্ধবাজ দুশমনকে ধরাশায়ী করলেন অতঃপর তাড়াতাড়ি তরবারি বের করে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন।

او خدو انداخت بر روئے علی ÷ افتخار ہر نبی و ہر ولی

সে (নাউযুবিল্লাহ) হযরত আলীর পবিত্রতম চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করল, কোন্ আলী ? যাকে নিয়ে প্রত্যেক নবী ও অলি গর্ব করেন।

در زماں انداخت شمشیر آں علی ÷ کرد او اندر غزایش کاہلی

হযরত আলী তৎক্ষণাৎ হাত থেকে তরবারি ফেলে দিলেন এবং তার সাথে যুদ্ধ করা থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন।

گشت حیراں آں مبارز در عمل ÷ از نمودن عفو و رحم بے محل

ওই যুদ্ধবাজ রণাঙ্গনে তাঁর এই বেমওকা ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শনে হতভম্ব হয়ে যায়।

در شجاعت شیر ربا نیستی ÷ در مروت خود کہ داند کیستی

আপনি বীরত্বের মধ্যে তো শেরে খোদা হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু মানবতায় কে জানে- আপনি কত উন্নত ?

گفت بر من تیغ تیز افراشتی ÷ از چہ افگندی مرا بگزاشتی

সে বলতে লাগল, প্রথমে তো আপনি আমার উপর তরবারি তুলেছিলেন তার পর কি ব্যাপার- তা ফেলে দিলেন এবং আমাকে ছেড়ে দিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

راز بکشاں اے علی مرتضی ÷ اے پس سوء القضا حسن القضا

হে আলী ! এই রহস্য খুলে বলুন, এখন তো আমার হতভাগ্য সৌভাগ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেল যে, হত্যার ইচ্ছার পর ক্ষমা করে দিলেন।

گفت من تیغ از پئے حق می زنم ÷ بندہ حقم نہ مامور تنم

হযরত আলী বললেন, আমি আল্লাহর জন্য অসি চালাই, আমি আল্লাহর বান্দা, দেহ ও নাফ্সের অনুগত নই।

شیر حقم نیستم شیر ہوا ÷ فعل من بر دین من باشد گواہ

আমি আল্লাহর বাঘ, লোভ-লালসার বাঘ নই। অতএব আমার এই কর্ম আমার ধর্মের পূর্ণাঙ্গতার সাক্ষী।

من چو تیغم پر گہرہائے وصال ÷ زندہ گردانم نہ کشتہ در قتال

আমি এমন তরবারি যার মধ্যে মিলনের মুক্তা যুক্ত রয়েছে। আমি যুদ্ধে কাফিরগণকে হত্যা করি না বরং আমার উদ্দেশ্য ঈমানী দৌলত সহকারে চিরস্থায়ী জীবন দান করা।

چوں خدو انداختی بر روئے من ÷ نفس جنبید و تبہ شد خوئے من

যখন তুমি যুদ্ধের সময় আমার চেহারায় থুথু দিয়েছ তখন আমার অন্তরে রাগ এসে যায় এবং আমার সচ্চরিত্র পালটে যেতে থাকে।

چوں درآمد علتے اندر غزا ÷ تیغ را دیدم نہاں کردن سزا

আমার যুদ্ধে যখন প্রবৃত্তিগত একটি কারণ যুক্ত হতে লাগল তখন আমি তরবারিকে কোষে রেখে দেয়া সঙ্গত মনে করলাম।

نیم بہر حق شد و نیمے ہوا ÷ شرکت اندر کار حق نبود روا

কেননা আমার জিহাদের কিছু অংশ আল্লাহর জন্য রয়ে যায় এবং কিছু অংশ আমার নফ্সের চাহিদা অনুযায়ী হয়ে যায় আর আল্লাহ তায়া'লার কাজে ভাগাভাগি জায়েয নেই।

تا احب للہ آید نام من ÷ تا کہ ابغض للہ آید کام من

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যেন আমার নাম বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসাধারীদের মধ্যে স্থান পায়, যেন আমার উদ্দেশ্য হয় খাস আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শত্রুতা করা।

উল্লেখ্য যে, মুসলমানের প্রত্যেক কর্ম যা আল্লাহ তায়া'লার রেজামন্দি হাসিল করার জন্য হয়, তা ইবাদত। অতএব আল্লাহ তায়া'লা ফরমায়েছেনঃ

وَلَايُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا

এবং যেন তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। (সূরা কাহাফ, আয়াত-১১০) এইজন্য বলেছেন,

"شرکت اندرکارحق نبود روا"

কুরআন শত্রুকে বন্ধু বানানোর যে কৌশল বাতলে দিয়েছে হযরত আলী (কাঃ)'র কর্ম হুবহু তারই প্রতিফলন। যেমন ফরমায়েছেনঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ-

মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে, তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। (সূরা হা-মীম-আস্-সাজদা, আয়াত-৩৪)

যেমন তিনি বলেছেন ঃ

آندر آمن در کشادم مرترا ؛ تف زدی وتحفہ دادم مرترا

এসো, আমি তোমার জন্য ফয়েযের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। তুমি আমাকে থুথু দিয়েছ আমি তোমার জন্য হেদায়তের তোহফা এনেছি।

مرجفاگر را چنیں ہامی دہم ؛ پیش پائے چپ چاں سری نہم

আমার নীতি হল- আমি দুর্ব্যবহারকারীকে এভাবে পুরস্কার দিয়ে থাকি এবং বাম পায়েও এভাবে মস্তক রেখে থাকি।

তখন সে বলল ঃ

تیغ حلمت جان مارا چاک کرد ؛ آب علمت خاک مارا پاک کرد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হে আলী! আপনার ভদ্রতার তরবারি আমার প্রাণকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে এবং আপনার জ্ঞানের পানি আমার মৃত্তিকাকে পবিত্র করে দিয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ لَايَحِلُّ لِاَحَدٍ يَجْنُبُ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِىْ وَغَيْرُكَ.

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে ফরমায়েছেন, হে আলী! আমি এবং তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্য জানাবতের (অপবিত্র) অবস্থায় মসজিদে আসা জায়েয নেই। (তিরমিযী ও মিশকাত, পৃষ্ঠা-৫৬৪)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلنَّظْرُ اِلٰى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ.

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, (হযরত) আলীর চেহারা দেখা ইবাদত। (আল্-মুস্তাদ্‌রিক-হাকেম, পৃষ্ঠা-১৪৬, আর-রিয়াদুন নাদরাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯১, আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা- ১২১, কানযুল উম্মাল, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৫৮)

উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, (হযরত) আলীর আলোচনা ইবাদত। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৫৬)

উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ عَلِىٌّ فَقَالَ هٰذَا سَيِّدُ الْعَرَبِ فَقُلْتُ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ اَنْتَ سَيِّدُ الْعَرَبِ فَقَالَ اَنَا سَيِّدُ الْعٰلَمِيْنَ وَهُوَ سَيِّدُ الْعَرَبِ-

একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম তখন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আলী (রাঃ) প্রবেশ করলেন। নবী পাক ফরমালেন, ইনি আরবের সরদার। আমি আরজ করলাম, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ! আরবের সরদার তো আপনিই। তিনি ফরমালেন, আমি সমগ্র জগতের সরদার এবং আলী আরবের সরদার। (আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১২০, হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৩, আল-মুস্তাদ্‌রিক, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২৪)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

فَاَوْحٰى اِلَيَّ رَبِّيْ فِيْ عَلِيٍّ ثَلٰثُ خِصَالٍ اَنَّهٗ سَيِّدُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ.

আল্লাহ তায়া'লা আমাকে আলীর তিনটি উপাধি ও বৈশিষ্ট্য ওহী করেছেন, তিনি মুসলমানদের সরদার, মুত্তাকীদের ইমাম এবং শুভ্রহাত ও মুখ বিশিষ্টদের নেতা। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৫৭)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

اِشْتَاقَتِ الْجَنَّةُ اِلٰى ثَلَاثَةٍ عَلِيٍّ وَّعَمَّارٍ وَسَلْمَانَ.

বেহেশত তিন ব্যক্তির প্রত্যাশী, হযরত আলী, আম্মার ও সালমান। (আল-মুস্তাদরিক, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৭)

হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সাহবা' নামক স্থানে যোহরের নামায আদায় করলেন এবং হযরত আলী (রাঃ)কে কোন কাজে পাঠালেন। যখন তিনি প্রত্যাগত হলেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায আদায় করেছিলেন। তিনি হযরত আলীর কোলে তাঁর মাথা মোবারক রেখে বিশ্রাম করতে লাগলেন। হযরত আলী নড়াচড়া পর্যন্ত করেননি। অবশেষে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। যখন তিনি জাগ্রত হলেন তখন ফরমালেন, হে আলী! তুমি নামায পড়েছ? তিনি আরজ করলেন, না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ كَانَ فِيْ طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُوْلِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ. قَالَتْ اَسْمَاءُ فَرَاَيْتُهَا غَرَبَتْ ثُمَّ رَاَيْتُهَا طَلَعَتْ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ حَتّٰى وَقَعَتْ عَلَى الْجِبَالِ وَعَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَتَوَضَّاَ وَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ غَابَتْ وَذٰلِكَ فِي الصَّهْبَا.

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! এই আলী তোমার এবং তোমার রাসূলের আনুগত্যে ছিল, তুমি তার জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে দাও। হযরত আসমা বলেন, আমি দেখলাম যে, সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। তা অস্তমিত হওয়ার পর পুনরায় (পশ্চিমাকাশে) উদিত হয়ে যায় এমন কি পাহাড় ও জমীনের উপর সূর্যালোক দেখা যায়। হযরত আলী উঠে দাঁড়ালেন এবং অযু করতঃ নামায আদায় করলেন। অতঃপর পুনরায় সূর্য অস্ত গেল। আর এ হল 'সাহ্‌বা' নামক স্থানের ঘটনা। (মুশকিলুল আ'সা'র, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮৮, যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১৬)

ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (রহঃ) এই হাদীস বর্ণনা করতঃ সেই সমুদয় সম্মানিত ইমামদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা এর বিশুদ্ধতার অভিমত পোষণ করেন। অতঃপর এক বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন ঃ

حَدَّثَنِيْ جَمَاعَةٌ مِّنْ مَشَائِخِنَا بِالْعِرَاقِ اَنَّهُمْ شَاهَدُوْا اَبَامَنْصُوْرِ الْمُظَفَّرِبْنِ ازدشير القباوى الْوَاعِظِ ذَكَرَ بَعْدَ الْعَصْرِ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَنَقَّحَهٗ بِاَلْفَاظِهٖ وَذَكَرَ فَضَائِلَ اَهْلِ الْبَيْتِ فَغَطَّتْ سَحَابَةُ الشَّمْسَ حَتّٰى ظَنَّ النَّاسُ اَنَّهَا قَدْ غَابَتْ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاَوْمَاَ اِلَى الشَّمْسِ وَاَنْشَدَهَا.

আমাদের মাশায়েখদের একটি দল আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা ইরাকে আল্লামা আবু মনসূর আল-মুযাফ্‌ফর ইবনে আযদে শের আল-ক্বাবাভীর ওয়াজের মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আসরের পর সূর্য পুনঃ উদিত হওয়ার এই হাদীস এবং আহলে বায়তের ফযায়েল বর্ণনা করছিলেন। এমতাবস্থায় আকাশে এইভাবে মেঘ ছেয়ে যায় যে, সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে এমনকি মানুষেরা মনে করল- সূর্য অস্তমিত হয়েছে। হঠাৎ আল্লামা সাহেব মিম্বরে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে ইঙ্গিত করতঃ বললেন ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لَا تَغْرِبِىْ يَا شَمْسُ حَتّٰى يَنْتَهِىْ مَدْحِىْ لِاٰلِ الْمُصْطَفٰى وَلِنَجْلِهٖ

হে সূর্য! যতক্ষণ আমি আ'লে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা শেষ না করি তুমি অস্ত যেয়ো না।

وَاَثْنِىْ عِنَانَكِ اِنْ اَرَدْتُّ ثَنَاءَهُمْ اَنْسِيْتِ اِذْ كَانَ الْوُقُوْفُ لِاَجْلِهٖ

যতক্ষণ আমি তাঁদের গুণ ও প্রশংসা বর্ণনা করি তুমিও তোমার গতিরোধ করে রাখ। হে সূর্য! তুমি কি ভুলে গেছে- তুমি তাঁর জন্য ফিরে এসেছিলে এবং অস্ত যাওয়ায় বিরতি দিয়েছিলে।

اِنْ كَانَ لِلْمَوْلٰى وُقُوْفُكِ فَلْيَكُنْ هٰذَا الْوُقُوْفُ لِوَلَدِهٖ وَنَسْلِهٖ

যদি ওই সময় তুমি মাওলায়ে কায়েনাত (হযরত আলী)'র জন্য থেমে গিয়েছিলে তা হলে তোমার উচিৎ- এই সময়ও তাঁর আওলাদ ও বংশধরের জন্য অস্ত যাওয়াতে বিলম্ব করা।

قَالُوْا فَانْجَابَ السَّحَابُ عَنِ الشَّمْسِ وَطَلَعَتْ

তাঁরা বলেন, মেঘ তৎক্ষনাৎ সরে যায় এবং সূর্য পরিষ্কারভাবে দেখা যেতে লাগল। (আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা- ১২৬, রূহুল বয়ান, পৃষ্ঠা-১৫২)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা আমরা আমীরুল মো'মেনীন হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)'র সাথে হজ্বে গমন করলাম। যখন তিনি হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিতে লাগলেন তখন বললেন, আমি জানি- তুমি একটি পাথর, না উপকার করতে পার, না অপকার। যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চুম্বন করতে না দেখতাম তা হলে আমি কখনই তোমাকে চুম্বন করতাম না। অতঃপর তিনি তাকে চুম্বন করলেন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মো'মেনীন! এই পাথর লাভ-ক্ষতি করতে পারে। হযরত ওমর বললেন, আপনি কিভাবে জানেন? হযরত আলী বললেন, আল্লাহর কিতাব কুরআন থেকে, তা এইভাবে যে, আল্লাহ তায়া'লা ফরমান ঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ (الآية)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, নিশ্চয়ই; আমরা সাক্ষী রইলাম। (সূরা আ'রাফ-আয়াত-১৭২)।

আল্লাহ তায়া'লা এই অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তিকে একটি পত্রে লিখলেন। তখন এই হাজরে আসওয়াদের চোখও ছিল, মুখও ছিল। আল্লাহ তায়া'লা তাকে ফরমালেন, মুখ খোল, সে মুখ খুলে দেয়। আল্লাহ তায়া'লা ওই পত্র যেখানে অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি লিখা ছিল; তার মুখে রাখলেন এবং এই পাথর তা গিলে ফেলল। আল্লাহ তায়া'লা ফরমালেন, হে পাথর! কিয়ামতের দিন তুমি তাদের সাক্ষ্য দিবে যারা এই অঙ্গীকার পূরণ করতঃ তোমার নিকট আসবে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি- কিয়ামতের দিন এই হাজরে আসওয়াদ উপস্থিত হবে এবং তার জিহবা খুব দ্রুত.হবে। সেই সমুদয় ব্যক্তির সাক্ষ্য দিবে যারা ঈমান সহকারে এই পাথরকে চুম্বন করবে।

فَهُوَ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ فَقَالَ عُمَرُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَنْ اَعِيْشَ فِىْ قَوْمٍ لَسْتَ فِيْهِمْ يَااَبَاحَسَنٍ.

সুতরাং হে আমীরুল মো'মেনীন! এটা এইভাবে লাভ ও ক্ষতি করতে পারে। হযরত ওমর বললেন, আমি এমন সম্প্রদায়ে জীবিত থাকা হতে আল্লাহর পানাহ চাই যেখানে হে আবুল হাসান! আপনি থাকবেন না। (তাফসীরে দুর্রে মানসূর, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪৪)

এই রেওয়ায়তসমূহে অনেক মাসআলার সমাধানও রয়েছে এবং আহলে মুহাব্বত (নবী ও নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসাধারী)'র জন্যে তো এগুলো রূহানী সুখ ও চিত্ত প্রশান্তির কারণ। দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে বিধায় ওই মাসআলাগুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে না। তথাপি পাঠকদের নিকট সঠিক মতাদর্শ আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআতের সত্যতা ভালভাবে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জ্ঞান ও গুণ

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ক্বাযী (বিচারপতি) হিসেবে ইয়েমেনে পাঠালেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি অল্প বয়স্ক, অনভিজ্ঞ, বিচার জানি না, ফয়সালা কিভাবে করব !

فَضَرَبَ صَدْرِىْ بِيَدِهٖ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَلْبَهٗ وَثَبِّتْ لِسَانَهٗ فَوَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّةَ مَاشَكَكْتُ فِىْ قَضَاءٍ بَيْنَ اِثْنَيْنِ.

তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বক্ষে তাঁর হাত মোবারক মেরে ফরমালেন, হে আল্লাহ! তার অন্তরকে হেদায়তের নূর দ্বারা আলোকিত করে দাও এবং তাঁর জিহবায় স্থৈর্য দান কর। হযরত আলী বলেন, খোদার কসম! সে দিন হতে কোন বিষয়ে ফয়সালা করতে আমার সামান্যতম সন্দেহও হয়নি। (মুস্তাদ্‌রিক-হাকেম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৫, তারীখুল খোলাফা, পৃষ্ঠা-৬৬)

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে হযরত আলী (কাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী। হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই ফয়েয যে, হযরত আলী (রাঃ)'র বক্ষ মোবারক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভান্ডারে পরিণত হয়। যার ফয়েযে বক্ষসমূহ ইলম ও মা'রেফাতের ভান্ডারে পরিণত হয়, স্বয়ং তাঁর জ্ঞান সম্বন্ধে কেউ কি বর্ণনা করতে পারে?

হযরত আলী (কাঃ) বলেনে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَا دَارُالْحِكْمَةِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا.

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, আমি জ্ঞানের (ইলম) শহর এবং আলী তার দরজা। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে- আমি বিজ্ঞানের (হিকমত) ঘর এবং আলী তার দরজা। (তিরমিযী, হাকেম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২৬)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ذات او دروازۂ شہر علوم ٭ زیر فرمانش حجاز وچین وروم

তাঁর সত্ত্বা জ্ঞানের শহরের দরজা। হেজায,চীন ও রোম তাঁর আজ্ঞাধীন। (ইকবাল)

তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রাঃ) বলেন, আমাদের যুগে ঃ

لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَقُوْلُ سَلُوْنِىْ اِلَّا عَلِيًّا

সাহাবীদের মধ্যে হযরত আলী ব্যতীত এমন কেউ ছিলেন না যিনি বলতেন আমাকে জিজ্ঞেস কর! (আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ২৬২, আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা ১২৫, কানযুল উম্মাল, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৯৭)

হযরত আলী (কাঃ) বলেন ঃ

عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْفَ بَابٍ يَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ اِلٰى اَلْفِ بَابٍ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইলমের হাজার অধ্যায় শিক্ষা দিয়েছেন প্রত্যেক অধ্যায় থেকে ইলমের আরো হাজার হাজার অধ্যায় উন্মুক্ত হয়। (আল্-বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৬০)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে মানুষেরা জিজ্ঞেস করল, আলী কেমন লোক ছিলেন? তিনি বললেন ঃ

كَانَ مُمْتَلِئٌ جَوْفُهٗ حِكْمًا وَّعِلْمًا وَّبَاْسًا وَّنَجْدَةً مَعَ قَرَابَتِهٖ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তাঁর উদর জ্ঞান ও বিজ্ঞান, শক্তি ও বীরত্বে পূর্ণ ছিল অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর আত্মীয়তাও ছিল।.(আহমদ, আর রিয়াদুন নাদরাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৬, ইস্তীআব, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৭৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِىٌّ عَيْبَةُ عِلْمِىْ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, আলী আমার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রহস্যময় জ্ঞানের ভাণ্ডার। (আস্-সিরাজুল মুনীর শরহুল জামিয়িস্ সাগীর, পৃষ্ঠা-৪১৭, কানযুল উম্মাল, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৫৩)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ

اِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ مَا فِيْهَا حَرْفٌ اِلَّا وَلَهٗ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَّاِنَّ عَلِيًّا عِنْدَهٗ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ.

কুরআন সাত হরফে (অর্থাৎ সাত কিরাতে) নাযিল হয়েছে। এমন কোন হরফ নেই যার একটা যাহের (প্রকাশ্য দিক) ও একটা বাতেন (প্রচ্ছন্ন দিক) নেই। প্রত্যেক হরফের যাহের ও বাতেনের ইলম হযরত আলীর নিকট রয়েছে। (কাশফুয্ যুনূন, হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৬৫)

হযরত মুসলিম ইবনে আওস ও জারিয়া ইবনে কুদামা সা'দী বলেন, একদা হযরত আলী মুরতাযা (কাঃ) বলেছেন ঃ

سَلُوْنِىْ قَبْلَ اَنْ تَفْقِدُوْنِىْ فَاِنِّىْ لَااُسْأَلُ عَنْ شَىْءٍ دُوْنَ الْعَرْشِ اِلَّااَخْبَرْتُ عَنْهُ.

তোমরা আমাকে হারানোর পূর্বেই আমাকে জিজ্ঞেস কর। নিঃসন্দেহে আরশ ব্যতীত যে কিছুর সম্বন্ধে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করবে আমি তা বলে দেব। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪০৫, খালিসুল ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা-৪৪)

হযরত আবুত্ তোফাইল আ'মের ইবনে ওয়াসিলা (রাঃ) বলেন, একদা আমি হযরত আলী (কাঃ)'র খোৎবায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি তাঁর খোৎবায় বললেনঃ

سَلُوْنِىْ فَوَاللّٰهِ لَاتَسْأَلُوْنِىْ عَنْ شَىْءٍ يَكُوْنُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّاحَدَّثْتُكُمْ بِهٖ-

তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস কর। খোদার কসম! কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে এমন যে কিছুর সম্বন্ধে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করবে আমি তোমাদেরকে বলে দেব। (খালিসুল ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা-৪৪, আর-রিয়াদুন নাদরাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬২)

আল্লামা সৈয়দ শরীফ (রহঃ) শরহে মাওয়াকিফে বলেন, 'জফর' ও 'জামেয়া' আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (কাঃ)'র দু'টি গ্রন্থ যার মধ্যে তিনি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইলমুল হুরূফ (বর্ণবিদ্যা)'র পদ্ধতিতে দুনিয়ার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত যত ঘটনাবলী সংঘটিত হবে, সবগুলো উল্লেখ করেছেন। তাঁর বংশধরদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ইমামগণ এই গ্রন্থদ্বয়ের রহস্যসমূহ বুঝতেন এবং বিধানাবলী বের করতেন।

যেমন, মামূনুর রশীদ যখন হযরত ইমাম আলী রযা ইবনে ইমাম মূসা কাযেম (রাঃ)কে তাঁর পরে ভাবী খলীফা করলেন এবং খেলাফতনামা লিখে দিলেন তখন ইমাম আলী রযা তা গ্রহণে মামূনুর রশীদের নামে এই ফরমান লিখেন ঃ

اِنَّكَ قَدْعَرَفْتَ مِنْ حُقُوْقِنَا مَالَمْ يَعْرِفْهُ اٰبَاءُكَ فَقَبِلْتُ مِنْكَ عَهْدَكَ اِلَّا اَنَّ الْجَفْرَ وَالْجَامِعَةَ يَدُلَّانِ عَلٰى اَنَّهٗ لَايُتِمُّ-

নিঃসন্দেহে তুমি আমাদের অধিকার চিনতে পেরেছ যা তোমার পূর্বপুরুষেরা চিনতে পারেনি। এইজন্য খলীফা হিসেবে তোমার এই মনোনয়নকে আমি কবুল করছি। কিন্তু 'জফর' ও 'জামেয়া' সংকেত দিচ্ছে যে, এই কাজ পূর্ণ হবে না। (খালিসুল ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা-৪৫)

অতএব এইরূপই হয়েছে ইমাম সাহেব মামূনুর রশীদের জীবদ্দশায়ই শাহাদত বরণ করেন।

শুরাইহ ইবনে হা'নী হযরত আয়েশা (রাঃ)কে মোজার উপর মসেহ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেনঃ

فَقَالَتْ اِئْتِ عَلِيًّا فَاسْئَلْهُ

হযরত আয়েশা বললেন, হযরত আলীর নিকট যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস কর। (মুসলিম, আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৫)

উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) মানুষকে জিজ্ঞেস করলেন, আশূরার দিন রোযা রাখা সম্বন্ধে তোমাদেরকে কে ফতোয়া দিয়েছেন?

قَالُوْا عَلِيٌّ! قَالَتْ اَمَّا اَنَّهٗ اَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ

লোকেরা বলল, (হযরত) আলী! তিনি বললেন, সুন্নাতে নববী সম্বন্ধে মানুষের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা জ্ঞাত। (আর-রিয়াদুন নাদরাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৫)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) বলতেন ঃ

لَايُفْتِيَنَّ اَحَدٌ فِى الْمَسْجِدِ وَعَلِىٌّ حَاضِرٌ

হযরত আলীর উপস্থিতিতে কেউ যেন মসজিদে ফতোয়া না দেয়। (ইস্তীআব, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৭৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ

خَطَبَنَا عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَقْضَانَا عَلِىٌّ

একদা হযরত ওমর (রাঃ) আমাদেরকে খোৎবা দিলেন। তাতে তিনি বললেন, আলী আমাদের বড় বিচারপতি। (ইস্তীআব, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ৪৭৫ হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৫, আর-রিয়াদুন নাদরাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬২, সাওয়ায়িকে মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১২৪)

হযরত আলী মুরতাযা (রাঃ)'র দাড়ি মোবারক খুব ঘন ও মুখপূর্ণ ছিল। একদিন এক য়াহুদী যার দাড়ি মুখপূর্ণ ছিল না বরং মাঝে মাঝে দু'একখানা দু'একখানা ছিল; তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আলী! আপনার তো দাবী-কুরআনে প্রত্যেক কিছুর বর্ণনা রয়েছে। যদি এটা ঠিক হয় তা হলে বলুন, আমার এই পাতলা এবং আপনার ঘন দাড়ির বর্ণনাও কুরআনে আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। শুনো, আল্লাহ তায়া'লা ফরমান ঃ

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ وَالَّذِىْ خَبُثَ لَايَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا

উৎকৃষ্ট ভূমি-এর ফসল তার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠোর পরিশ্রমে অল্পই উৎপন্ন হয়। (সূরা আ'রাফ, আয়াত-৫৮)

সুতরাং উৎকৃষ্ট ভূমি আমার এবং নিকৃষ্ট ভূমি, অল্প দাড়ি তোমার।

হযরত আবু হায্ন ইবনে আসওয়াদ বলেন, এক উন্মাদিনী মহিলা বিবাহের ছ'মাস পর সন্তান প্রসব করল। মানুষেরা তার প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করল। হযরত ওমর (রাঃ) মেয়েটিকে রজম অর্থাৎ প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদন্ড প্রদান করতে ইচ্ছা করলেন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, ছ'মাস পরেও সন্তান হতে পারে। যেমন আল্লাহ তায়া'লা ফরমান- وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

شَهْرًا বাচ্চা গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছড়াতে লাগে ত্রিশ মাস। (সূরা আহকাফ, আয়াত-১৫) আর দুধ ছড়ানোর মেয়াদ দু'বছর। আল্লাহ ফরমায়েছেন, وَفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ তার দুধ ছড়ানো হয় দু'বছরে। (সূরা লোকমান, আয়াত-১৪) সুতরাং চব্বিশ মাস দুধ ছড়ানো এবং ছ'মাস গর্ভে ধারণে, পূর্ণ ত্রিশ হল। তা ছাড়া উন্মাদের আমলনামা স্থগিত।

فَتَرَكَ عُمَرُ رَجْمَهَا وَقَالَ لَوْلَا عَلِىٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) তার রজমের ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন এবং বললেন, যদি আলী (রাঃ) না হতো তা হলে ওমর ধ্বংস হয়ে যেতো। অর্থাৎ একজন নিরপরাধ মহিলার প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদন্ড হয়ে যাওয়া আমার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। (আর-রিয়াদুন্ নাদ্রাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৬, ইস্তীআব, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৭৪)

তাঁর খেলাফতকালে এক ব্যক্তি দু'রমণীকে বিবাহ করল। ঘটনাক্রমে একই রাতে এবং একই স্থানে দু'জনই সন্তান প্রসব করল। জন্মগ্রহণ করল একজনের মেয়ে এবং একজনের ছেলে। রাত ছিল ভারী অন্ধকার। তার পর উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেল- মেয়ে কার এবং ছেলে কার? প্রত্যেকে এটাই বলছিল যে, ছেলে আমার। এমনকি ওই মতবিরোধ ঝগড়ায় রূপ নেয়। অবশেষে তারা উভয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হল এবং ঘটনা ব্যক্ত করল। তিনি উভয়ের দুধ ওজন করলেন। যার দুধ ভারী হল ছেলে তাকে দিয়ে বললেন, এই বাচ্চা তার।

فَقِيْلَ لَهٗ مِنْ اَيْنَ اَخَذْتَ هٰذَا؟ فَقَالَ مِنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ فَضَّلَ الذَّكَرَ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى فِىْ غِذَائِهٖ

তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, এই মাসআলা আপনি কোত্থেকে বের করলেন? তিনি ফরমালেন, আল্লাহর এই বাণী থেকে -"একপুত্রের অংশ দু'কন্যার অংশের সমান।" আল্লাহ তায়া'লা পুরুষকে প্রত্যেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এমনকি তার খোরাকেও। (নুযহাতুল মাজালিস, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬২)

হযরত হানাশ ইবনে মু'তামির বলেন, একদা এক মহিলার নিকট কুরাইশের দু'ব্যক্তি একশ দিনার আমানত স্বরূপ রেখে যায় এবং বলে যায়- যতক্ষণ আমরা দু'জন একত্রে তোমার নিকট আসব না তুমি কোন একজনকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই আমানত হস্তান্তর করবে না। এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার সাথী মৃত্যুবরণ করেছে। অতএব ওই একশ দিনার আমাকে দিয়ে দাও। সে দিয়ে দিল। আরো এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে ওই একশ দিনার দাবী করতে লাগল। মেয়েটি বলল, তোমার সাথী আমার নিকট এক বছর পূর্বে এসেছিল এবং 'আমার সাথী মারা গেছে' এ কথা বলে আমার নিকট হতে ওই একশ দিনার নিয়ে গেছে। সে বলল, তোমার সাথে কি এই অঙ্গীকার ছিল না যে, যতক্ষণ আমরা একত্রে আসব না এই আমানত কোন একজনকে হস্তান্তর করবে না। অতঃপর তাদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ঝগড়া।

অতএব তারা হযরত আলী (কাঃ)'র দরবারে উপস্থিত হল। তিনি উভয়ের বক্তব্য শুনলেন। এবং বুঝতে পারলেন যে, লোকটি এই নারীর সাথে প্রতারণা করছে। তিনি ফরমালেনঃ

اَلَيْسَ قُلْتُمَا لَاتَدْفِعِيْهَا اِلٰى وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُوْنَ صَاحِبِهٖ؟ قَالَ بَلٰى! قَالَ فَاِنَّ مَالَكَ عِنْدَنَا اِذْهَبْ فَجِئْ بِصَاحِبِكَ حَتّٰى نَدْفَعَهَا اِلَيْكُمَا.

তোমরা কি এটা বলনি যতক্ষণ আমরা দু'জন একত্রে আসব না তুমি এই মাল কোন একজনকে হস্তান্তর করবে না। সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার মাল আমাদের নিকট আছে। যাও, তোমার সাথীকে নিয়ে এসো। উভয়ে এসে তোমাদের মাল নিয়ে যাও। (আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬১, শামসুত তাওয়ারীখ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৭৭৮)

একবার কূফা থেকে সাত ব্যক্তি একত্রে সফরে যায়। দীর্ঘদিন পর যখন সফর থেকে ফিরে এল তখন তাদের মধ্যে একজন ছিল না। নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী হযরত আলী (কাঃ)'র দরবারে এসে ওই ছ'ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার স্বামী হত্যার অভিযোগ এনে বিচার দাবী করল। হযরত আলী (রাঃ) তাদেরকে তলব করলেন এবং প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে মসজিদের কোণায় বসিয়ে এক এক ব্যক্তিকে তাদের উপর নিয়োজিত করলেন। যেন একজন অপরজনের সাথে একত্রিত হয়ে কথা বলতে না পারে। অতঃপর তাদের একজনকে ডেকে নিখোঁজ ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। সে অস্বীকার করল এবং বলল, আমরা হত্যা করিনি। তার অস্বীকারে হযরত আলী উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর বলে উঠলেন। তার পাঁচ সাথী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যখন তাঁর তাকবীরের আওয়াজ শুনলো তখন তারা মনে করল- তাদের সাথী সমস্ত অবস্থাদি বর্ণনা করে হত্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। এইজন্য হযরত আমীরুল মো'মেনীন উচ্চস্বরে তাকবীর বলেছেন। অতঃপর তিনি তাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে ডাকলেন। তখন তারা সবাই এই ভিত্তিতে তাকে হত্যা করার কথা স্বীকার করল যে, তাদের সাথী যখন স্বীকার করে নিয়েছে এবং সমস্ত অবস্থাদি বলে দিয়েছে এখন আমরা অস্বীকার করলে কোন লাভ হবে না। প্রথম ব্যক্তি বলতে লাগল, হে আমীরুল মো'মেনীন! তারা স্বীকার করেছে আমি তো স্বীকার করিনি? তিনি বললেন, এরা তোমার সাথী এবং তোমার কর্মের উপর সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের সাক্ষ্য দানের পর তোমার অস্বীকার তোমার কোন কাজে আসবে না। অতঃপর সেও তাদের সাথে তার হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণ করার কথা স্বীকার করল। যখন তাদের হত্যাকান্ডের স্বীকারোক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল তখন তিনি তাদের উপর আল্লাহর হুকুম কার্যকর করেন।

একবার বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণসহ বসা ছিলেন তখন দু'ব্যক্তি ঝগড়া করতঃ এল। একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি গাধা ছিল, এই লোকটির গাভী তাকে মেরে ফেলেছে। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলল, পশুদের কর্মের কেউ জিম্মাদার হতে পারে কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে ফরমালেন, তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দাও। হযরত আলী তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, পশুদ্বয় বাঁধা ছিল না খোলা? না একটি বাঁধা আরেকটি খোলা? গাধার মালিক বলল, আমার গাধা বাঁধা ছিল এবং তার গাভী ছিল খোলা এবং সেও তার সাথে ছিল। গাভীর মালিক তার সত্যায়ন করল। হযরত আলী বললেন, আমার ফয়সালা হল এই- গাভীর মালিক গাধার ক্ষতিপূরণের জিম্মাদার। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, আলীর ফয়সালা সঠিক। অতএব ওই ফয়সালাই কার্যকর করা হয়। (নূরুল আবসার, পৃষ্ঠা-৮৮)

হযরত যির ইবনে হোবাইশ (রহঃ) বলেন, একদা দু'জন লোক আহার করতে বসল। একজনের নিকট পাঁচটি এবং অপরজনের নিকট তিনটি রুটি ছিল। ইতোমধ্যে তৃতীয় একজন এসে যায়। এই দু'জন তাকে আহারের আমন্ত্রণ জানায়। সেও তাদের সাথে ভোজনে অংশগ্রহণ করে। তারা তিনজন মিলে আটটি রুটিই খেয়ে ফেলল। অতঃপর তৃতীয় লোকটি উঠে দাঁড়ালো এবং সে তাদেরকে আটটি দেরহাম দিয়ে বলল, আমি তোমাদের সাথে যা খেয়েছি এ হল তার বিনিময়। পাঁচ রুটিওয়ালা বলল, আমার ছিল পাঁচটি রুটি এবং তোমার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনটি। সুতরাং তিন দেরহাম তোমার এবং পাঁচ দেরহাম আমার। তিন রুটিওয়ালা বলল, আমি তিন দেরহাম নেব না বরং ভাগ হবে অর্ধেক অর্ধেক, চারটি তোমার এবং চারটি আমার। এতে তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়। মীমাংসার জন্য তারা হযরত আলী (কাঃ)'র নিকট হাজির হল এবং পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি তিন রুটিওয়ালাকে বললেন, তোমার বন্ধু তোমাকে যা দিচ্ছে সন্তুষ্ট চিত্তে তা গ্রহণ কর। এতে তোমার লাভ হবে। সে বলল, যতক্ষণ আমি আমার প্রাপ্য পাব না। আমি সন্তুষ্ট হব না। তিনি বললেন, তা হলে তোমার প্রাপ্য তো এক দেরহাম। সে বলল, আমীরুল মো'মেনীন! আমার প্রাপ্য এক দেরহাম কি করে হল?

قَالَ لِاَنَّ اَنْعَمَانِيَةَ اَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ ثُلُثًا، لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَكَ تِسْعَةٌ وَّقَدِ اسْتَوَيْتُمْ فِى الْاَكْلِ فَاَكَلْتَ ثَمَانِيَةً وَّبَقِىَ لَكَ وَاحِدٌ وَّاَكَلَ صَاحِبُكَ ثَمَانِيَةً مَّا بَقِىَ لَهٗ سَبْعَةٌ وَاَكَلَ الثَّالِثُ ثَمَانِيَةً سَبْعَةٌ لِّصَاحِبِكَ وَوَاحِدٌ لَّكَ فَقَالَ رَجُلٌ رَضِيْتُ الْاٰنَ.

তিনি বললেন, আটখানা রুটি (প্রত্যেকটাকে তিন ভাগে ভাগ করলে) চব্বিশ ভাগ হয়। পনেরটি তোমার সাথী পাঁচ রুটিওয়ালার এবং নয়টি তোমার। আর তোমরা সমানভাবে খেয়েছ। সুতরাং তুমি খেয়েছ আটভাগ। তোমার নয়ভাগ থেকে একভাগ অবশিষ্ট রইল। তোমার সাথীর ছিল পনের ভাগ, আট ভাগ সে খেয়েছে এবং তার অবশিষ্ট রইল সাতভাগ। একভাগ তোমার এবং সাতভাগ তোমার সাথীর, এই আট ভাগ খেয়েছে আগন্তুক লোকটি। আট ভাগ খেয়ে সে আটটি দেরহাম প্রদান করেছে। অতএব তোমার একভাগের বিনিময়ে এক দেরহাম এবং তোমার সাথীর সাত দেরহাম। তখন লোকটি বলল, এখন আমি এক দেরহামের উপরই সন্তুষ্ট। (ইস্তীআব, পৃষ্ঠা-৪৭৫, কানযুল উম্মাল, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৯৮, আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ, পৃষ্ঠা- ২৬৩, আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা ১২৭)

একবার তিনি ঘর থেকে বের হয়ে কোথাও যাওয়ার জন্য সওয়ার হচ্ছিলেন, এক পা রেকাবে দিয়েছেন তখন এক মহিলা এসে আরজ করল, হে আমীরুল মো'মেনীন! আমার ভাই ছ'শ দিনার রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। লোকেরা আমাকে দিয়েছে শুধু একটি দিনার। আমি আপনার নিকট আমার প্রাপ্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ও ইনসাফ প্রার্থনা করতে এসেছি। তিনি তৎক্ষণাৎ ফরমালেন, তোমার ভাইয়ের দু'কন্যা আছে? সে বলল, হ্যাঁ! তিনি বললেন, দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ চারশ দিনার তো তাদের হয়ে গেল। তারপর বললেন, তোমার ভাইয়ের মা ও স্ত্রীও আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি ফরমালেন, ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ- একশ দিনার মায়ের এবং অষ্টমাংশ অর্থাৎ- পঁচাত্তর দিনার স্ত্রীর হয়ে গেল। অতঃপর বললেন, তোমার কি বার ভাই আছে? সে বলল, হ্যাঁ! তিনি ফরমালেন, দু'দিনার করে ভাইয়েরা পেয়েছে। এক দিনারই তোমার প্রাপ্য। সুতরাং তুমি তোমার হক পেয়েছ, যাও, ফিরে যাও। (মাতালিবুস সাউল)

একবার তিনি কূফার মিম্বরে অবস্থানরত ছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরজ করল, হে আমীরুল মো'মেনীন! আমার কন্যার স্বামী মারা গেছে, স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদে তার প্রাপ্য অষ্টমাংশ। কিন্তু আমার জামাতার ওয়ারিশগণ তাকে দিচ্ছে নবমাংশ। আমি আপনার নিকট ন্যায় বিচার চাই। তিনি বললেন, তোমার জামাতা দু'কন্যা রেখে মারা গেছে? সে আরজ করল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার মাতা-পিতাও জীবিত আছে? আরজ করল, হ্যাঁ। তিনি ফরমালেন, তোমার কন্যার অষ্টমাংশ এখন নবমাংশে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তুমি এর চেয়ে অধিক দাবী কর না। (মাতালিবুস্ সাউল)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ

اَعْلَمُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بِالْفَرَائِضِ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ

মদীনা মুনাওয়ারায় ফরায়েয সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালেব। (আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৬)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কারামতসমূহ

হযরত ইবনে শহর আ'শূব (রহঃ) বলেন, যখন হযরত আলী (কাঃ) কূফায় আগমন করেন তখন তাঁর সাথে অনেক মানুষ আরব হতে কূফায় এসে বসবাস করতে লাগলো। তাদের মধ্যে এক যুবক তাঁর বাহিনীতে যোগদান করে এবং তাঁর সাথে প্রায় যুদ্ধে উপস্থিত থাকতো। এই যুবকটি আরব থেকে আগত লোকদের মধ্যে জনৈক রমনীকে বিবাহ করে। ওই দিনই ফজরের নামাযের পর তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, অমুক মহল্লায় একটি মসজিদ আছে, ওই মসজিদের নিকটে রয়েছে একটি গৃহ। ওই গৃহে তুমি এক নারী ও এক পুরুষের পরস্পরে তর্ক-বিতর্ক করার আওয়াজ শুনতে পাবে। তুমি গিয়ে তাদেরকে আমার নিকট নিয়ে এসো। লোকটি গমণ করল এবং তাদেরকে নিয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সারা রাত তর্ক-বিতর্ক কেন করছ? যুবকটি আরজ করল, হে আমীরুল মো'মেনীন! আমি এই মেয়েটিকে বিবাহ করেছি। যখন নির্জনতার সময় হল তখন এর সাথে অলৌকিকভাবে এমন ঘৃণা আমার সৃষ্টি হল যে, আমার মন চাইছিল- ওই মুহূর্তেই তাকে ঘর থেকে বের করে দেই এবং তার সাথে সহবাস ইত্যাদি করিনি। এই কারণে তার সাথে আমার তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল। অতঃপর আপনার খাদেম গিয়ে পৌঁছল। তার সাথে আমরা আপনার খেদমতে চলে এলাম। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, অনেক কথা এমনও হয়ে থাকে যা অন্যের সম্মুখে বর্ণনা করা যায় না। এটা শুনে তারা দু'জন ব্যতীত উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে চলে যায়। তিনি মেয়েটিকে বললেন, তুমি জান-এই যুবকটি কে? সে বলল, না! যদি আমি তোমার নিকট তোমার কোন গোপন কথা প্রকাশ করি তুমি অস্বীকার করবে না তো? সে বলল, না! তিনি বললেন, তুমি কি অমুকের কন্যা অমুক নও? সে বলল, হ্যাঁ! তিনি বললেন, তোমার কি এক চাচাতো ভাই ছিল না এবং তোমাদের পরস্পরে ভালবাসা ছিল না? সে বলল, ঠিক! তিনি বললেন, তোমার পিতা তার সাথে তোমাকে বিবাহ দিতে চাইছিল না এবং নিজের প্রতিবেশ থেকে তাকে বের করে দিয়েছিল? আরজ করল, সম্পূর্ণ সত্য। তিনি ফরমালেন, অতঃপর তুমি এক রাত্রি প্রকৃতির ডাকের বাহানায় ঘর থেকে বের হয়ে তার সাথে মিলিত হয়েছো। তখন সে তোমার সাথে সঙ্গম করেছে ফলে তুমি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অন্তঃসত্তা হয়ে পড়েছিলে। তুমি নিজের গর্ভধারণের কথা তোমার পিতা থেকে গোপন করেছ কিন্তু তোমার মা এটা জেনে যায়। প্রসবের সময় সে রাত্রি বেলা তোমাকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয় এবং বাইরে গিয়ে তোমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তোমরা কাপড়ে জড়িয়ে তাকে ওখানে রেখে দিয়েছ এবং নিজেরা ওখান থেকে চলে আসছিলে হঠাৎ একটি কুকুর এসে তার ঘ্রাণ নিতে লাগল, তোমার আশংকা হয়েছিল যে, তাকে খেয়ে ফেলে নাকি! তখন তুমি একটি পাথর তুলে সজোরে তাকে মেরেছিলে এবং পাথর ওই শিশুর মাথায় লেগেছিল। ফলে তার মাথা জখম হয়ে যায়। তুমি ও তোমার মা ওখানে গিয়ে তার মাথায় ব্যান্ডেজ করেছ এবং তাকে ওখানে রেখে তোমরা উভয়ে ঘরে চলে এসেছ। এর পর তার কোন অবস্থা তোমার জানা নেই। এটা শুনে মেয়েটি হতবাক ও নীরব থাকে। তিনি বললেন, সত্য করে বল। আরজ করল, হে আমীরুল মোমেনীন! এটা সত্য। আমার মা ছাড়া কেউ তা জানতো না। তিনি বললেন, আমাকে তো আল্লাহ তায়া'লাই জানিয়ে দিয়েছেন। তারপর তিনি বললেন, অমুক গোত্রের লোক প্রত্যুষে ওদিক দিয়ে গমন করে। তারা তাকে তুলে নিয়ে যায়। সে তাদের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে যুবক হয়, তাদের সাথে কূফায় আসে এবং তোমাকে বিবাহ করে। এটা তোমার সেই পুত্র। অতঃপর তিনি ওই যুবককে বললেন, তোমার মাথা খুলে দাও। সে খুলে দেয় এবং জখমের চিহ্ন দেখা যায়ঃ

فَقَالَ هٰذَا ابْنُكِ قَدْعَصَمَهُ اللّٰهُ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَخُذِيْ وَلَدَكِ وَانْصَرِفِيْ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَكُمَا.

হযরত আলী বললেন, এটা তোমার পুত্র, আল্লাহ তাকে তা থেকে রক্ষা করেছেন যা তার উপর হারাম ছিল। তোমার পুত্রকে নিয়ে ঘরে ফিরে যাও। তোমাদের মধ্যে কোন বিবাহ নেই। (মাতালিবুস্ সাউল, লাতলাহাতুশ শাফেয়ী, শামসুত্ তাওয়ারীখ)

তাঁর খিলাফতকালে এক হাব্শী গোলাম চুরি করেছে। তাকে তাঁর নিকট আনা হয়। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চুরি করেছো? সে স্বীকার করতঃ বলল, জী, হ্যাঁ। তিনি তার হাত কেটে দিলেন। যখন সে হাত কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল পথিমধ্যে সালমান ফার্সী ও ইবনুল কারা' তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার হাত কাটল কে?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সে উত্তর দিল- আমীরুল মো'মেনীন, ইমামুল মুসলিমীন, রাসূলের জামাতা, ফাতেমার স্বামী হযরত আলী। ইবনুল কারা' বললেন, তিনি তো তোমার হাত কেটে দিয়েছে আর তুমি তাঁর প্রশংসা করছ? সে বলল, আমি তাঁর প্রশংসা কেন করব না তিনি ইনসাফ করতঃ ন্যায়সঙ্গতভাবে হাত কেটেছে এবং আমাকে দোযখ থেকে রক্ষা করেছে? হযরত সালমান ফার্সী আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (রাঃ)'র খেদমতে এসে ব্যক্ত করলেন তার এই উত্তর। তিনি ওই হাব্শীকে ডাকলেনঃ

وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَاعِدِهِ وَغَطَّاهُ بِمِنْدِيْلٍ وَدَعَا بِدَعْوَاتٍ فَسَمِعْنَا صَوْتًا مِّنَ السَّمَآءِ إِرْفَعِ الرِّدَاءَ عَنِ الْيَدِ فَرَفَعْنَاهُ فَإِذَا الْيَدُ قَدْ بَرِأَتْ بِإِذْنِ اللّٰهِ تَعَالَى وَجَمِيْلِ صُنْعِهِ.

এবং তার হাত তার বাহুর উপর রেখে রুমাল দ্বারা ঢেকে দিলেন এবং দোয়া করলেন। তখন আমরা আসমান থেকে এক আওয়াজ শুনতে পেলাম যে, হাত থেকে রুমাল তুলে দাও। যখনই আমরা রুমাল তুললাম, তার হাত আল্লাহ তায়া'লার হুকুম ও তাঁর কুদরতের শোভায় ভাল হয়ে উঠেছিল। (তাফসীরে কবীর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা- ৪৭৯)

আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকী (রহঃ) "তাবকাতে" বর্ণনা করেন, হযরত আলী এবং তাঁর দু' ছাহেবযাদা হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) এক রাত্রি এক ব্যক্তিকে শুনতে পেলেন- যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক সূরে শে'র (কবিতা) পড়ছিল। যার বিষয়বস্তু ছিল এই- হে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল, আমার অপরাধ মার্জনা করে আমাকে ক্ষমা করে দাও। হযরত আলী ছাহেবযাদাদ্বয়কে বললেন, তাকে ডেকে আন। তাঁদের ডাকে লোকটি হাজির হল, তার ডান হাত ছিল অবশ ও নিষ্ক্রীয়। তিনি তাকে বললেন, আমি তোমার শে'র শুনেছি। কি ব্যাপার? সে আরজ করল, হুজুর! আমি বিলাসিতা ও পাপাচারে লিপ্ত থাকতাম। আমার পিতা আমাকে উপদেশ দিতেন এবং বলতেন, আল্লাহ তায়া'লার পাকড়াও এবং শাস্তিও হয়ে থাকে যা অত্যাচারীগণ হতে দূরে থাকে না। একদিন তিনি আমাকে কঠোরভাবে উপদেশ দিলেন তখন আমি তার গায়ে হাত তুললাম। তিনি কসম করলেন যে, আমার প্রতি বদ্দোয়া ও আল্লাহ তায়া'লার নিকট ফরিয়াদ করার জন্য তিনি মক্কা মুকাররমায় যাবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতঃপর তিনি গমন করেন এবং আমার জন্য বায়তুল্লাহ শরীফে বদ্দোয়া করলেন। তখন হতেই আমার এই ডান হাত অবশ ও নিষ্ক্রীয় হয়ে যায়। আমি আমার কৃতকর্মের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলাম। তার নিকট কাকুতি মিনতি করে ক্ষমা চাইলাম। অবশেষে আমি তাকে রাজি করলাম। তখন তিনি বললেন, আমি তোমার পক্ষে দোয়া করার জন্য ওখানেই যাব যেখানে বদ্দোয়া করেছিলাম। অতঃপর আমি তাকে একটি উষ্ট্রীতে সওয়ার করে দিলাম। কিন্তু উষ্ট্রী নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে যায় এবং তাকে পাথরের উপর নিক্ষেপ করে। তিনি তখনই মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আলী (কাঃ) বললেন, যদি তোমার পিতা রাজি হয়ে থাকে তা হলে মনে করবে আল্লাহ তায়া'লাও রাজি হয়েছেন। সে আরজ করলঃ

খোদার কসম! আমার পিতা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ক'রাকাত নামায পড়লেন এবং আস্তে আস্তে দোয়া করলেন। ওই মুহূর্তেই ভাল হয়ে গেল তার হাত। তিনি বললেন, যদি তোমার পিতা রাজি না হতো তা হলে আমি তোমার জন্য দোয়া করতাম না। (জামালুল আওলিয়া, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮)

হযরত আলী ইবনে যা'যান (রাঃ) বলেন, একদা হযরত আলী (কাঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করলেন তখন এক ব্যক্তি তা অবিশ্বাস করল। তিনি ফরমালেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তা হলে আমি তোমার জন্য বদ্দোয়া করি? সে বলল, হ্যাঁ।

فَدَعَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْرَحْ حَتّٰى ذَهَبَ بَصَرُهُ

তিনি তার জন্য বদ্দোয়া করলেন। অতঃপর লোকটি এখনো তার স্থান ত্যাগ করেনি যে, তার দৃষ্টি শক্তি চলে গেল। (আর-রিয়াদুন্ নাদ্রাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৯৬, আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১২৭, আল-বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিনয়

হযরত আবু মাতার (রাঃ) বলেন, একবার আমি সমজিদ থেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছিলাম তখন পিছন হতে আওয়াজ এল- তোমার লুঙ্গি উপরে তুলে নাও! আমি ফিরে দেখলাম- তিনি ছিলেন হযরত আলী (কাঃ), তাঁর হাতে ছিল চাবুক। আমি তাঁর সহগামী হয়ে গেলাম। তিনি উটের বাজারে গমন করেন এবং ব্যবসায়ীদেরকে বললেন, তোমরা বিক্রয় কর কিন্তু কসম করবে না। কেননা এতে বরকত চলে যায় যদিও মাল বিক্রি হয়। অতঃপর এক খেজুর বিক্রেতার দোকানে গমন করেন। দেখতে পেলেন- একজন গোলাম কাঁদছে। তাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমি এই দোকানদার হতে এক দেরহামের খেজুর ক্রয় করেছি। কিন্তু আমার মালিক তা ফেরত দিয়েছে এবং এ আমার নিকট থেকে ফেরত নিচ্ছে না। তিনি ওই দোকানদারকে বললেন, এতো গোলাম, তার কোন এখতেয়ার নেই। সুতরাং তার নিকট হতে ফেরত নিয়ে নাও। সে ইতস্তত করছে। তখন আমি বললাম, তুমি জান না- ইনি কে? ইনি আমীরুল মো'মেনীন আলী। সে খেজুর ফেরত নিয়ে ওই গোলামকে দেরহাম প্রদান করতঃ আরজ করল, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন? তিনি বললেন, যদি আমাকে সন্তুষ্ট করতে চাও তা হলে মানুষকে তাদের প্রাপ্য (হক) পরিপূর্ণরূপে প্রদান করবে। অতঃপর তিনি অপরাপর দোকানদারদের নিকট গমন করেন। এবং ফরমালেন, যদি নিঃস্ব লোকদেরকে অন্নদান কর তা হলে তোমাদের উপার্জনে বরকত হবে। ওখান থেকে মৎস বিক্রেতাদের দোকানে গমন করেন এবং ফরমালেন, আমাদের বাজারে "ত্বাফী" অর্থাৎ যে মাছ মরে যাওয়ার পর পানির উপরে ভেসে উঠে, তা বিক্রি করবে না। তারপর বস্ত্র বিক্রেতাদের দোকানে গমন করেন এবং ফরমালেন, আমাকে তিন দেরহাম মূল্যের একটি জামা দাও। কিন্তু যখন দেখলেন যে, দোকানদার তাঁকে চিনে, তিনি তার নিকট থেকে ক্রয় করেন নি, অন্য দোকানে চলে যান। সেও তাঁকে চিনতো, তার নিকট থেকেও নেন নি। অতঃপর এক যুবকের দোকানে গমন করেন যে তাঁকে চিনতো না। তার নিকট থেকে তিন দেরহামের একটি জামা ক্রয় করলেন। যখন তার পিতা দোকানে এল তখন কেউ তাকে অবহিত করল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে, তোমার পুত্র আমীরুল মো'মেনীন আলীকে তিন দেরহামের একটি জামা দিয়েছে। সে তার পুত্রের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, তুমি আমীরুল মো'মেনীন হতে এক দেরহাম বেশী নিয়েছো কেন? অতঃপর সে একটি দেরহাম নিয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হল এবং আরজ করল, এই দেরহামটি আপনি ফেরত নিন। তিনি বললেন, কেন? সে আরজ করল, ওই জামার মূল্য দু'দেরহাম যা আপনি আমার পুত্র থেকে ক্রয় করেছেন। তিনি বললেন ঃ

بَاعَنِىْ بِرِضَائِىْ وَاَخَذْتُ رِضَاءً

ক্রয়-বিক্রয় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে হয়েছে এখন এটা ফেরত নেয়ার প্রয়োজন নেই। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪১০, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪, আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৪)

হযরত আনতারা (রাঃ) বলেন, আমি একবার আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (রাঃ)'র খেদমতে 'খওরনক' প্রসাদে হাজির হলাম। ভারী শীতের দিন ছিল। তিনি একখানা পুরানো চাদর জড়িয়ে আছেন এবং শীতের তীব্রতায় কাঁপছিলেন। আমি আরজ করলাম, হে আমীরুল মো'মেনীন! আল্লাহ আপনার এবং আপনার পরিবার-পরিজনের জন্য এই বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) হতে অংশ নির্ধারিত করেছেন আর আপনি নিজের আত্মার সাথে এই আচরণ করছেন।

فَقَالَ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لَاَرْزَأُ مِنْ مَّالِكُمْ شَيْئًا وَّهٰذِهِ الْقَطِيْفَةُ هِىَ الَّتِىْ خَرَجْتُ بِهَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ

তখন তিনি বললেন, খোদর কসম! আমি পছন্দ করি না যে, তোমাদের সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করব। এটা আমার সেই চাদর যা আমি মদীনা থেকে নিজের সাথে এনেছিলাম। (আর রিয়াদুন্ নাদরাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৪, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩)

হযরত হাসান ইবনে জারমূয তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদা আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (কাঃ) কূফার মসজিদ থেকে বের হলেন। তার শরীরে দু'টি বস্ত্র ছিল। একখানা বস্ত্র তিনি লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করে ছিলেন এবং আরেকখানা উপরে জড়িয়ে রেখেছিলেন। তাঁর হাতে ছিল চাবুক, তিনি বাজারে গমন করলেন ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَاَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصِدْقِ الْحَدِيْثِ وَحُسْنِ الْبَيْعِ وَالْوَفَاءِ فِى الْكَيْلِ وَالْقِسْطِ فِى الْمِيْزَانِ .

অতঃপর তিনি দোকানদারগণকে আল্লাহ তায়ালার ভীতি অবলম্বন, সত্য বলা, খাঁটি পণ্য বিক্রয়, মাপ পূর্ণ করা ও ওজনের ন্যায্য মান ঠিক রাখার নির্দেশ দিলেন। (আল-ইস্তীআব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৭৮, আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৫, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩)

বস্ত্র ব্যবসায়ী হযরত আবুন্ নাওয়া বলেন, একবার হযরত আমীরুল মো'মেনীন তাঁর গোলাম ক্বামবরকে সাথে নিয়ে আমার দোকানে আগমন করলেন এবং দু'টি মোটাবস্ত্র ক্রয় করলেনঃ

فَقَالَ لِغُلَامِهٖ قَنْبَرُ اِخْتَرْ اَيَّهُمَا شِئْتَ فَخَيَّرَ قَنْبَرُ اَحَدَهُمَا وَاَخَذَ الْاٰخَرَ فَلَبِسَهٗ

অতঃপর তাঁর গোলাম ক্বামবরকে বললেন, এই দু'টি হতে যেটা ইচ্ছে গ্রহণ কর। তখন ক্বামবর একটি পছন্দ করে তা গ্রহণ করলেন এবং অপরটি তিনি নিয়ে পরিধান করলেন। (আহমদ)

হযরত ইবনে আব্বাস ও আবু মাতার বসরী (রাঃ) বলেন, হযরত আলী তাঁর খেলাফতকালে তিন দেরহাম মূল্যের একটি জামা কিনলেন। যখন তা পরিধান করলেন তখন বললেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَزَقَنِىْ مِنَ الرِّيَاشِ مَا اَتَجَمَّلُ بِهٖ فِى النَّاسِ وَاُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে উত্তম পোশাক দান করেছেন যা দ্বারা আমি সজ্জিত হব এবং আমার সতর ঢাকব। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এভাবে শুনেছি। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪)

হযরত আরকম (রাঃ) বলেন, একদা আমি আমীরুল মো'মেনীন আলী (কাঃ)কে কূফার বাজারে দেখলাম যে, হাত মোবারকে তরবারি নিয়ে বলছিলেনঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَنْ يَّشْتَرِىْ مِنِّىْ هٰذَا السَّيْفَ؟ فَوَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّةَ لَطَالَ مَاكَشَفْتُ بِهِ الْكُرُوْبَ عَنْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ عِنْدِىْ ثَمَنُ اِزَارٍ مَابِعْتُهٗ .

কেউ আছ যে আমার নিকট হতে এই তরবারি ক্রয় করবে? খোদার কসম যিনি শস্য-বীজ অংকুরিত করেন, আমি এই তরবারি দ্বারা অনেকবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে যুদ্ধ জয় করেছি। যদি আমার নিকট একটি লুঙ্গির মূল্য থাকতো তাহলে আমি এটা কখনো বিক্রয় করতাম না। (কানযুল উম্মাল, পৃষ্ঠা-৪০৯ আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৪, হিলয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-৮৩)

হযরত আমর ইবনে কায়স বলেন, একবার আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (কাঃ)'র খেদমতে আরজ করা হল–আপনি জামায় তালি কেন লাগান?

قَالَ يَخْشَعُ الْقَلْبُ وَيَقْتَدِىْ بِهِ الْمُؤْمِنُ

তিনি বললেন, এতে অন্তর নরম থাকে এবং মো'মিন তার অনুসরণ করে। (আর-রিয়াদুন নাদরাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৭, কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪০৯)

হযরত সালেহ (রাঃ) তাঁর দাদী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

رَاَيْتُ عَلِيًّا اِشْتَرٰى تَمْرًا بِدِرْهَمٍ فَحَمَلَهٗ فِىْ مِلْحَفَتِهٖ فَقَالَ رَجُلٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلَانَحْمِلُهٗ عَنْكَ؟ فَقَالَ اَبُو الْعِيَالِ اَنَا اَحَقُّ بِحَمْلِهٖ

একদা আমি হযরত আলী (রাঃ)কে দেখলাম যে, তিনি এক দেরহামের খেজুর ক্রয় করেছেন এবং তা চাদরে রেখে নিজেই বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। এক ব্যক্তি বলল, আমীরুল মো'মেনীন! আমাকে দিন, আমি বহন করে দিয়ে আসি। তিনি বললেন, আমিই তা বহন করার অধিক হকদার। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন আমীরুল মো'মেনীন আলী (রাঃ)'র খেদমতে হাজির হলাম। দেখতে পেলাম-তিনি তাঁর জুতায় তালি লাগাচ্ছেন। আমি আশ্চর্য হলাম। তখন তিনি ফরমালেন ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَرْقَعُ ثَوْبَهُ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জুতা ও কাপড়ে তালি লাগাতেন, গাধার উপর আরোহণ করতেন এবং তার পিছনে অন্য একজনকে বসাতেন। (আহমদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শরীক তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, একবার তাঁর খেদমতে ফালূদা * পেশ করা হল। তিনি তা দেখে বললেন, তার সুগন্ধ, রং ও স্বাদ কতই না উত্তম ঃ

وَلٰكِنْ اَكْرَهُ اَنْ اُعَوِّدَ نَفْسِىْ مَالَمْ تَعْتَدْ

কিন্তু আমি এটা পছন্দ করছি না যে, নিজের আত্মাকে এমন কিছুর অভ্যস্ত করব যার অভ্যস্ত সে নয়। (কানযুল উম্মাল, পৃষ্ঠা-৪১০, আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ, পৃষ্ঠা-৩০, হিলয়াতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা-৮১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যরীন (রাঃ) বলেন, আমি ঈদুল আযহার দিন আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (রাঃ)'র খেদমতে হাজির হলাম। তিনি আমার সামনে হারীরা ** দিলেন। আমি আরজ করলাম, আমীরুল মো'মেনীন ! আল্লাহ তায়া'লা আপনাকে নিরাপদে রাখুন। আল্লাহ তায়া'লা আপনার জন্য ধন ও সম্পদের আধিক্য দান করেছেন। (অর্থাৎ এই পরিমাণ ধন ও সম্পদ থাকতে ঈদের দিনে এই হারীরা?) তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ!

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَايَحِلُّ لِلْخَلِيْفَةِ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ اِلَّا قَصْعَتَانِ قَصْعَةٌ يَّاْكُلُهَا هُوَ وَاَهْلُهُ وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَيْنَ اَيْدِى النَّاسِ.

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, খলীফাতুল মুসলিমীনের জন্য আল্লাহ্র সম্পদ হতে দু'পেয়ালার অধিক গ্রহণ করা বৈধ নয়। এক পেয়ালা তার ও তার পরিবার-পরিজনের এবং অপর পেয়ালা তার মেহমানদের জন্য। (আর-রিয়াদুন নাদরাহ্, পৃষ্ঠা-৩১৩, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩)

---

* এক প্রকার পানীয়-দই, বরফ, জেলী ও চিনির সংমিশ্রণে তৈরী।

** ময়দা ও চিনির সংমিশ্রণে তৈরী হালুয়া বিশেষ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত সোওয়াইদ ইবনে গাফলাহ (রাঃ) বলেন, আমি একবার আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (কাঃ)'র খেদমতে কূফার দারুল ইমারতে হাজির হলাম। তাঁর সম্মুখে যবের রুটি ও এক পেয়ালা দুধ রাখা হয়েছিল। রুটি ছিল এমন শুষ্ক যে, কখনো তার হাতে এবং কখনো হাঁটুর উপর রেখে ছিন্ন করছিলেন। এটা দেখে আমি খুবই অভিভূত হলাম। তখন আমি তাঁর দাসী ফিদ্দাকে বললাম ঃ

اَلَاتَرْحَمِيْنَ عَلٰى هٰذَا الشَّيْخِ

এই বুযর্গের প্রতি তোমার অনুকম্পা হয় না? তাঁর জন্য চালুনি দ্বারা যব পরিষ্কার করে রুটি তৈরী করবে। তুমি দেখছ না-রুটির উপর ভুসি লেগে আছে এবং তা ছিন্ন করতে তাঁর কত কষ্ট হচ্ছে? ফিদ্দা উত্তর দিল, আমীরুল মো'মেনীন আমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমরা যেন তাঁর জন্য কখনো চালুনি দিয়ে পরিষ্কার করে রুটি তৈরী না করি। এটা শুনে আমীরুল মো'মেনীন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন, হে ইবনে গাফলাহ! তুমি এই দাসীকে কি বলছ? আমি যা কিছু বলেছিলাম তা ব্যক্ত করলাম এবং আবেদন করলাম, হে আমীরুল মো'মেনীন! আপনি আপনার আত্মার প্রতি দয়া করুন এবং এত কষ্ট করবে না।

فَقَالَ وَيْحَكَ يَا سُوَيْدُ مَا شَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَهْلُهُ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَا نَخِلَّ لَهُ طَعَامٌ قَطُّ وَلَقَدْ جُعْتُ بِالْمَدِيْنَةِ جُوْعًا شَدِيْدًا فَخَرَجْتُ لِطَلَبِ الْعَمَلِ فَاِذَا بِامْرَأَةٍ قَدْ جَمَعَتْ مَدَرًا تُرِيْدُ اَنْ تَبُلَّهُ فَقَاطَعْتُهَا عَلٰى دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ فَمَدَدْتُ سِتَّةَ عَشَرَ دَلْوًا حَتّٰى مَجَلَتْ يَدَاىَ ثُمَّ اَخَذْتُ التَّمْرَ وَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ فَاَكَلَ مِنْهُ

তখন তিনি ফরমালেন, হে সোওয়াইদ! তোমার প্রতি আফসোস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন কখনো একাধারে তিন দিন পরিতৃপ্তি সহকারে গমের রুটি আহার করেন নি এবং কখনো তাঁর জন্য আটা চালুনি দিয়ে পরিষ্কার করে রান্না করা হয়নি। একবার আমি মদীনা মুনাওয়ারায় ভীষণ ক্ষুধার্ত ছিলাম। অতঃপর কাজের সন্ধানে বের হলাম। দেখতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পেলাম এক মহিলা মাটির ডেলা একত্রিত করে তা ভিজাতে চাইছে। আমি তার নিকট প্রতি বালতির বিনিময়ে একটি করে খেজুর মজুরি ঠিক করলাম। অতঃপর ষোল বালতি দিয়ে ওই মাটি ভিজিয়ে দিলাম এমন কি আমার হাতে ফোস্কা পড়ে যায়। তারপর ওই খেজুর নিয়ে আমি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে উপস্থিত হলাম এবং পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলাম। অতঃপর তিনিও ওই খেজুর থেকে কিছু আহার করলেন।

নাহজুল বালাগায় তাঁর মোবারক বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

وَاللّٰهِ لَدُنْيَاكُمْ هٰذِهٖ اَهْوَنُ فِىْ عَيْنِىْ مِنْ عِرَاقِ خِنْزِيْرٍ فِىْ يَدِ مَجْذُوْمٍ

খোদার কসম! তোমাদের এই দুনিয়া আমার দৃষ্টিতে শূকুরের সেই উজড়ি অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর যা কোন কুষ্ঠরোগীর হাতে থাকে। (নাহজুল বালাগাহ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৫)

যারা চিন্তা-চেতনাকে কাজে লাগান তারা ভালভাবে বুঝতে পারেন-যে খেলাফতের এই অবস্থা হয় যে, না পেট ভরে রুটি পাওয়া যায়, না পরিধানের বস্ত্র এবং কাজেরও এত আধিক্য যে, দিন-রাত বিশ্রাম নেই। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার জন্য দোকানে দোকানে যাওয়া, তদুপরি প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র ভয় যাতে এমন কোন কাজ হতে না পারে যা আল্লাহ্‌র অসন্তুষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এইরূপ খেলাফতকে মানুষ সানন্দে কবুল করতে পারে? কিন্তু যেহেতু ওই মহাত্মাগণ দ্বীন ও সৃষ্টির এই খেদমতকে ইবাদত মনে করতেন সুতরাং তারা কবুল করেছেন এবং যথাযথভাবে তার হকও আদায় করেছেন। অতএব খেলাফত প্রসঙ্গে আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী মুরতাযা (কাঃ)'র দ্ব্যর্থহীন বাণী পাঠকদের খেদমতে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) বলেন, যখন আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (কাঃ) বসরায় আগমন করলেন তখন ইবনুল কাওয়া ও কায়েস ইবনে উবাদা জনসমাবেশে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, হে আমীরুল মো'মেনীন! কিছু সংখ্যক লোক বলছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে ওয়াদা করেছিলেন যে, তাঁর পরে আপনি তাঁর খলীফা হবেন। এ কথা কি ঠিক? কেননা এ কথা আপনার চাইতে আর কেউ বেশী জানবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আলী (কাঃ) ফরমালেন, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন ওয়াদা করেছিলেন। যদি তিনি আমাকে এই ধরনের কোন ওয়াদা করতেন তা হলে আমি হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)কে কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরে দন্ডায়মান হতে দিতাম না এবং তাঁদেরকে হত্যা করে ফেলতাম কেউ আমার সাথে থাকুক বা না-ই থাকুক। তোমরা তো জান-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হননি এবং হঠাৎ করেও তাঁর ইন্তেকাল হয়নি। বরং তিনি মৃত্যুরোগে কিছু দিন ভুগছিলেন। যখন তাঁর রোগ বৃদ্ধি পায় মুয়াজ্জিন তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলেন। তিনি আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দিলেন। তিনি নামায পড়ালেন এবং হুজুর তাঁর স্থান হতে দেখতে থাকেন। যখন পরবর্তী নামাযের সময় এল পুনরায় মুয়াজ্জিন তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলেন। তিনি আবারও হযরত আবু বকর সিদ্দীককে নির্দেশ দিলেন। তিনি নামায পড়ালেন এবং হুজুর তাঁর স্থান হতে দেখতে থাকেন। অথচ তাঁকে বাধা দিয়েছেন উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)। কিন্তু তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ফরমালেন, আবু বকরকেই বল নামায পড়াতে। তারপর যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন তখন আমরা নিজেদের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করলাম এবং তাঁকেই আমাদের দুনিয়ার জন্য নির্বাচিত করলাম যাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দ্বীনের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। কেননা নামায ইসলাম ধর্মের মূল ও বুনিয়াদ এবং তিনি দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের হাল ধরে রেখেছিলেন। অতএব আমরা হযরত আবু বকরের বায়আত গ্রহণ করলাম এবং নিঃসন্দেহে তিনিই ছিলেন এর যোগ্য। এইজন্য তাঁর খেলাফত প্রসঙ্গে কেউ মতবিরোধ করেনি, কেউ কারো ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেনি এবং কেউ তাঁর খেলাফতে বেজার হয়নি।

অতএব আমিও তাঁর হক আদায় করেছি, তাঁর আনুগত্য করেছি এবং তাঁর বাহিনীতে অংশ গ্রহণ করে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছি। তিনি যা কিছু আমাকে দান করেছেন তা আমি গ্রহন করেছি। যেখানে তিনি আমাকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন আমি গিয়েছি এবং অন্তর খুলে যুদ্ধ করেছি। তাঁর নির্দেশে শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করেছি। অতঃপর যখন তাঁর ইন্তেকাল হল যেহেতু তিনি হযরত ওমরকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন আমরা তাঁর সাথেও সেই আচরণ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেছি যা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের সাথে করেছিলাম। যখন তাঁরও ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এল আমি মনে মনে চিন্তা করলাম এবং নিজের ঘনিষ্ঠতা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রয়েছে, ইসলামে নিজের অগ্রগামিতা এবং নিজের আমল ও ফযীলতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম তখন আমার ধারণা সৃষ্টি হল- এখন হযরত ওমর আমার সমকক্ষ কাউকে মনে করবেন না। কিন্তু তিনি শংকিত হলেন, যদি আমি এমন ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করে যাই যার পরিণাম শুভ হবে না। এই ধারণায় তিনি তাঁর পুত্রকেও খেলাফত থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন। নচেৎ তাঁর পুত্র অপেক্ষা খেলাফতের হকদার কে হতে পারতো? অতঃপর তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। এখন খেলাফতের মাসআলা ছিল কুরাইশের ছয় ব্যক্তির হাতে। অনন্তর ছ'সদস্যের ওই দলটি খলীফা নির্বাচনের জন্য বসলো এবং পরস্পরে এই অঙ্গীকার করল যে, যিনি খলীফা নির্বাচিত হবেন তার যেন আনুগত্য করা হয়। তখনও আমার অন্তরে ধারণা ছিল এরা আমার ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। কিন্তু আবদুর রহমান ইবনে আওফ চিন্তা ভাবনার পর হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফানের হাত ধরে বায়আত গ্রহণ করলেন । আমিও অপর চার ব্যক্তির সাথে এই কৃত অঙ্গীকারে অটল থেকে হযরত ওসমানের হাতে বায়আত গ্রহণ করলাম। অতঃপর তাকেও সেইভাবে সহযোগিতা করেছি যেভাবে সহযোগিতা করেছিলাম আবু বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারুককে। যখন হযরত ওসমান (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেন তখন আমি চিন্তা করলাম–ওই দু'খলীফা চলে গেছেন যাদের খেলাফতের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সালাতের' মাধ্যমে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। এখন তিনিও চলে গেলেন যার জন্য আমার নিকট থেকে আনুগত্যের ওয়াদা নিয়েছিলেন। সুতরাং আমি বায়আত নিতে শুরু করলাম। অতএব হারামাইন শরীফাইনের অধিবাসীরা, বসরা ও কূফাবাসীরা আমার বায়আত গ্রহণ করেছে। এখন এই খেলাফত বিষয়ে এক ব্যক্তি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যায় যিনি না ঘনিষ্ঠতায় আমার সমকক্ষ, না জ্ঞান ও গুণে, না ইসলামে অগ্রগামিতা ইত্যাদিতে। নিঃসন্দেহে সর্বাবস্থায় আমি তাঁর চেয়ে যোগ্যতম হই। (তারীখুল খোলাফা, পৃষ্ঠা-৬৮)

হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি প্রায় খোৎবায় বলে থাকেন, হে আল্লাহ! আমাকেও সেইরূপ যোগ্যতা দান কর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যেইরূপ তুমি তোমার খোলাফায়ে রাশেদীন ও মাহদীয়্যীনকে দান করেছিলে। ওই খোলাফায়ে রাশেদীন কারা? তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়ঃ

فَقَالَ هُم حَبِيْبَايَ اَبُوْبَكْرٍ وَّعُمَرُاِمَامَا الْهُدٰى وَشَيْخَا الْاِسْلَامِ وَرَجُلَا قُرَيْشٍ وَالْمُقْتَدٰى بِهَا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَدٰى بِهِمَا عَصَمَ وَمَنِ اتَّبَعَ اٰثَارَهُمَا هَدَى الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ وَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا فَهُوَ مِنْ حِزْبِ اللّٰهِ

এবং বললেন, তারা আমার দু'বন্ধু আবু বকর ও ওমর। তাঁরা ছিলেন হেদায়তের ইমাম ও শায়খুল ইসলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কুরাইশের পথ প্রদর্শক। যে ব্যক্তি তাঁদের অনুকরণ করবে সে নাজাত পাবে, যে ব্যক্তি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সে সরল পথে পরিচালিত হবে এবং যে ব্যক্তি তাদের পথে অটল থাকবে সে আল্লাহর দলভুক্ত হয়ে যাবে (তারীখুল খোলাফা, পৃষ্ঠা-৬৯)।

আমীরুল মো'মেনীন সায়্যিদুনা আলী (কাঃ)'র এই দ্ব্যর্থহীন বাণীসমূহের পর খেলাফত প্রসঙ্গে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। যারা আলীপ্রীতির দাবীদার তাদের উচিৎ-হযরত আলীর বাণীকে সর্বান্তকরণে স্বীকার করা। আলহামুদলিল্লাহ, আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআত হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীকের 'আলিফ' (ا) থেকে হযরত সায়্যিদুনা আলীর 'য়া' (ى) পর্যন্ত সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে মান্য করি এবং তাদেরকে সততা ও ন্যায়পরায়নতা, ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততার প্রতিকৃতি হিসেবে স্বীকার করি। তাদের সবাইকে আল্লাহ তায়া'লা তাঁর ক্ষমা, রহমত ও প্রসন্নতার সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং তাদেরকে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। বরং সৌজন্য ও প্রীতি সহকারে তাদের অনুসরণকারীদেরও তার সন্তুষ্টির সুসংবাদ দান করেছেন। এইজন্য আল্লাহ তায়া'লার ফজলে আমরা সাহাবায়ে কেরাম ও নবী পরিবারের ভালবাসাকে মূল ঈমান এবং তাদের অনুসরণকে দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ মনে করি।

হযরত আলী মুরতাযা, মাওলায়ে মুশকিল কোশা, ছাহেবে যুলফিকার হায়দারে কারবার (রাঃ)'র ফযীলত ও গুণাবলী এত অধিক যে, এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সবগুলোর উল্লেখ সম্ভব নয়। তিনি আট বছর এবং কতেকের মতে দশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করতঃ তাদের মধ্যে গণ্য হয়েছেন যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্যতম যাদের জন্য বেহেশতের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে। জগতের রমণীকুল সরদার খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুয্ যাহরা (রাঃ)'র স্বামী এবং ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাঃ)'র মহানুভব আব্বা।

পরওয়ারদেগারে আলম তাঁর থেকে চালু করেছেন সা'দাতে কেরাম ও আওলাদে রাসূলের সিলসিলা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। সিলসিলায়ে বেলায়ত ও খেলাফতের খনি ও ভাণ্ডারও তিনি। কোটি, কোটি অলি, গাউছ, কুতুব, আবদাল তাঁর ফয়েয ও বরকতে উপকৃত। আরব ও আজম, জল ও স্থলে তাঁর ফযীলত ও গুণ, বীরত্ব ও বাহাদুরীর খ্যাতি বিস্তৃত। আজও তাঁর মহিমান্বিত নামের ভীতি ও প্রভাবে জগতের বড় বড় বীর পুরুষগণ কেঁপে উঠে। এইরূপ কেন হবে না- তিনি তো শের-ই খোদা।

شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار

لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শাহাদত

নাহরাওয়ান যুদ্ধে যখন শত শত খারেজী আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী এবং তাঁর বাহিনীর হাতে নিহত হয় তখন তাদের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে অত্যন্ত ঘৃণা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের মধ্যে যারা এই যুদ্ধে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে পলায়ন করেছিল; তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন নিহত হওয়ায় তাদের ছিল সীমাহীন দুঃখ ও আফসোস। তাদেরকে স্মরণ করে তারা বিলাপ ধরে ধরে কাঁদতো। অতঃপর তাদের মধ্যে কতেক লোক মক্কা মুয়াজ্জমায় সমবেত হয় এবং পরস্পরে এই পরামর্শ করে যে, আলী, মুআবিয়া ও আমর ইবনুল আ'স এই তিনজনের কারণে মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হচ্ছে সুতরাং এই তিনজনকে হত্যা করে মানুষকে তাদের নির্যাতন থেকে মুক্তি দিতে হবে। (নাউযুবিল্লাহ) অতএব আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম আলমুরাদী, বরক ইবনে আবদুল্লাহ তামীমী ও আমর ইবনে বুকাইর আত-তামীমী যথাক্রমে হযরত আলী, হযরত মুআবিয়া ও হযরত আমরকে হত্যা করার দায়িত্ব নেয় এবং এই অঙ্গীকার করে যে, এক রাতের মধ্যেই এই তিনজনকে হত্যা করা হবে। রমজানের সতের তারিখ তাদের অপবিত্র উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে বের হল এই তিনজন। অতঃপর আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম মুরাদী যে হযরত আলী (কাঃ) কে হত্যা করার দায়িত্ব নিয়েছিল, কূফায় এল। এক হাজার দেরহাম দিয়ে একটি তরবারি ক্রয় করে তাতে বিষ মাখল এবং তাঁর খেদমতে আসা-যাওয়া করতে লাগল। তিনি যখন তাকে দেখতেন তখন বলতেনঃ

أُرِيْدُ حَيَاتَهٗ وَيُرِيْدُ قَتْلِىْ

আমি তার জীবন চাই আর সে আমাকে হত্যা করতে চায়।

যেমন আবদুল আযীয আল আবদী (রহঃ) বলেন, একদিন হতভাগা ইবনে মুলজিম হযরত আলী (কাঃ)'র খেদমতে উপস্থিত হয়ে একটি সওয়ারী চাইল। তিনি সওয়ারী দিয়ে এই পংক্তি আবৃত্ত করলেন-

أُرِيْدُ حَيَاتَهٗ وَيُرِيْدُ قَتْلِىْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি তো তার জীবন কামনা করি আর সে আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করে। তারপর বললেন ঃ

إِنَّ هٰذَا قَاتِلِيْ

নিশ্চয়ই এই লোকটাই আমার খুনী। কেউ আরজ করল, فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْهُ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَقْتُلْنِيْ بَعْدُ তা হলে আপনি তাকে কেন হত্যা করছেন না? তিনি বললেন, আমি তাকে হত্যা করলে সে তো আমাকে হত্যা করতে পারবে না। (আল-ইস্তীআব খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৮৩, শামসুত্ তাওয়ারীখ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২৭৪)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (কাঃ)কে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে এটা বলতে শুনেছি- এই উম্মতের হতভাগা কিসের অপেক্ষা করছে? কসম সেই সত্তার যিনি শস্য-বীজ অংকুরিত করেন এবং মানব সৃষ্টি করেন! আমাকে আবুল কাসেম হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন, এই দাড়ি (তিনি তাঁর দাড়ির প্রতি ইঙ্গিত করতঃ বললেন) তার তরবারির আঘাতে রঙ্গিন হয়ে যাবে! লোকেরা আরজ করল, হে আমীরুল মো'মেনীন! আমাদেরকে বলুন, সে কে? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে দোহাই দিচ্ছি- আমার পর আমার হত্যাকারী ব্যতীত অন্য কাউকে মারবে না। (আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩২, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২১৯, শামসুত্ তাওয়ারীখ, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২৭৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে ফরমায়েছেন, তোমার এই দাড়ি যখন রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে তখন তুমি কিভাবে ধৈর্য ধারণ করবে? হযরত আলী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন অবশ্যাম্ভাবী বিষয় আমার জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে তা হলে তা তো ধৈর্য্যের মাকাম নয় বরং আনন্দ ও বুযর্গীর মাকাম।

অতঃপর একদিন ইবনে মুলজিম তাঁর খেদমতে আসছিল- পথিমধ্যে তার দৃষ্টি ক্বাত্বামা নামক এক খারেজী মেয়ের উপর পড়ল। মেয়েটি ছিল সুন্দরী ও যুবতী, সে তার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। ইবনে মুলজিম তাকে নিজের বিবাহের প্রস্তাব পেশ করল। সে বলল, জান আমার মোহর কি? ইবনে মুলজিম জিজ্ঞেস করল। ক্বাত্বামা বলল, তিন হাজার দীনার এবং আলীর হত্যা! (সে হযরত আলী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(কাঃ)'র রক্তপিপাসু এই কারণে হয়েছিল যে, তিনি নাহরাওয়ান যুদ্ধে তার পিতা ও ভ্রাতাগণকে হত্যা করেছিলেন।) ইবনে মুলজিম বলল, খোদার কসম! তুমি এমন বস্তু চেয়েছো যার জন্য আমি এই শহরে এসেছি। সে বলল, যদি তুমি আলী হত্যায় সফল হয়েছো তা হলে মনে করবে- মুক্তি পেয়েছো এবং তা-ই তুমি পেয়ে যাবে যা কামনা করছো। তারপর সুখের জীবন হবে এবং মোহরের মধ্যেও তোমাকে ছাড় দেয়া হবে। ইবনে মুলজিম ও মেয়েটির মধ্যে এই শর্ত ও মোহরের উপর বিবাহের চুক্তি সম্পাদিত হয়। যেমন কবি ফরযদক বলেছেন ঃ

وَلَمْ اَرَ مَهْرًا سَاقَهُ ذُوْ سَمَاحَةٍ

كَمَهْرِ قَطَامٍ بَيْنَ عُرْبٍ وَّمُعْجَمٍ

ثَلٰثَةُ اٰلَافٍ وَّعَبْدٌ وَّ قَيْنَةٌ

وَضَرْبُ عَلِيٍّ بِالْحُسَامِ الْمُصَمَّمِ

فَلَا مَهْرَ اَغْلٰى مِنْ عَلِيٍّ وَاِنْ غَلَا

وَلَا قَتْلَ اِلَّا دُوْنَ قَتْلَ ابْنِ مُلْجَمٍ

আরব ও আজমে কোন দানশীল পুরুষের এইরূপ মোহর দেখিনি যেমনটা ছিল ক্বাত্বামার মোট মোহর। অর্থাৎ তিন হাজার দেরহাম এবং এক গোলাম কর্তৃক হযরত আলীকে ধারাল তরবারি দিয়ে হত্যা করা। হযরত আলী হত্যা অপেক্ষা মূল্যবান মোহর আর কিছুই হতে পারে না এবং ইবনে মুলজিমের এই হত্যা অপেক্ষা জঘন্য কোন হত্যাকাণ্ডও হতে পারে না। (ইবনে আসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬৮, তাবারী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮৭)

যে রমজানে তিনি শহীদ হন ওই রমজানে তাঁর নিয়ম ছিল এই যে, এক রাত্রি হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)'র নিকট, এক রাত্রি হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)'র নিকট এবং এক রাত্রি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ)'র নিকট অতিবাহিত করতেন। ইফতার করার সময় তিন গ্রাসের বেশী আহার করতেন না এবং বলতেন এটাই আমার ভাল লাগছে - আমি এই অবস্থায় আল্লাহ তায়া'লার সাথে মিলিত হব যে, আমার পেট খালি থাকবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَاِنَّمَا هِىَ لَيْلَةٌ اَوْلَيْلَتَانِ

আর এখন তো এক বা দু'রাতের ব্যাপার রয়ে গেল মাত্র। (ইবনে আসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮, কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪১১)।

যে রাত্রি তিনি শহীদ হন ওই রাত্রি তিনি বার বার ঘর থেকে বের হতেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন, আল্লাহর কসম! এটাই তো প্রতিশ্রুত রাত। যখন সেহরীর সময় জাগ্রত হলেন তখন তাঁর স্নেহস্পদ পুত্র হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) কে ফরমালেন, অদ্য রাত্রি আমি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম এবং আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার উম্মতের পক্ষ থেকে শান্তি পাচ্ছি না। হুজুর ফরমালেন, তাদের প্রতি দোয়া কর! তখন আমি এইরূপই বললাম ঃ

اَللّٰهُمَّ اَبْدِلْنِىْ بِهِمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَاَبْدِلْهُمْ بِىْ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِّنِّىْ

হে আল্লাহ! আমাকে তাদের পরিবর্তে তাদের চাইতে উত্তম দান করুন এবং তাদেরকে আমার পরিবর্তে আমার চাইতে মন্দ দান করুন।

তিনি এটা বলছিলেন এমতাবস্থায় মুয়াজ্জিন আযান প্রচার করল। তিনি ঘর থেকে বের হন এবং মানুষকে নামাযের জন্য আওয়াজ দিতে দিতে চলে যান। (আর-রিয়াদুন নাদরাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২৮, আল-ইস্তীআব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৮৩, ইবনে আসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২৮, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১২)

হযরত হাসান ইবনে কাসীর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যখন নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন তখন হাঁসগুলো তাঁর সম্মুখে এসে জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগল। আমরা ওগুলো সরিয়ে দিচ্ছিলাম, তিনি ফরমালেন, এগুলো ছেড়ে দাও, এরা শোকাবেগ প্রকাশ করছে। তিনি চলে যান। মসজিদে লুক্কায়িত ছিল ওই হতভাগা, অভিশপ্ত ইবনে মুলজিম। যখন তিনি তার নিকট দিয়ে গমন করেন এবং কতেকের মতে তিনি নামাযে লিপ্ত হন তখন ওই চির হতভাগা এত জোরে তাঁকে আঘাত করল যে, তরবারি তাঁর চেহারা মোবারক কেটে কানপট্টা পর্যন্ত চলে গেল। তিনি ফরমালেন, فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ কা'বার প্রভুর কসম! আমি সফলকাম হয়ে গেলাম। এই হতভাগার প্রতি চতুর্দিক থেকে মানুষ দৌঁড়ে এল এবং তাকে গ্রেফতার করে ফেলল। (আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৩২, ইরনে আসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২৮, শামসুত তাওয়ারীখ, খণ্ড-৪,পৃষ্ঠা-১২৮০)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আম্মার ইবনে য়া'সির (রাঃ) বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) কে ফরমায়েছেন, দু'ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ ও হতভাগা। এক. যে ব্যক্তি হযরত সালেহ (আঃ)'র উষ্ট্রীর পা কর্তন করেছিল। দুই. যে ব্যক্তি তোমার মাথায় তরবারি মারবে এবং তোমার দাড়ি রক্তে ভিজে যাবে। (আল-মুস্তাদরিক-হাকেম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪১, আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৪, আস্-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১২২, কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩৯, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২১৮)

তিনি অসিয়ত করলেন, সাবধান! আমার শাহাদতের কারণে মুসলমানদের মধ্যে যেন রক্তারক্তি না হয়। প্রাণের বদলে প্রাণ। যদি আমি ওফাত প্রাপ্ত হই তা হলে আমার খুনী ছাড়া অন্য কাউকে মারবে না এবং তাকে এক আঘাতই প্রয়োগ করবে, খণ্ড খণ্ড করবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি- তোমরা মুছলা (নাক-কান কর্তন) করা থেকে বিরত থাক দংশনকারী কুকুরও হোক না কেন! যদি আমি জীবিত থাকি তা হলে তাকে ক্ষমা করণ এবং প্রতিশোধ গ্রহণে আমার এখতিয়ার থাকবে। অতঃপর আমি আমার সিদ্ধান্ত দেখব। (আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩২, ইবনে আসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬৯)

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) বলেন, যখন তাঁর ওফাত শরীফের সময় ঘনিয়ে এল তখন তিনি আমাকে ডেকে অসিয়ত করলেন ঃ

هٰذَا مَا اَوْصٰى بِهٖ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ اَخُوْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ عَمِّهٖ وَصَاحِبِهٖ اَوَّلُ وَصِيَّتِىْ اَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُهٗ وَخِيَرَتُهٗ اِخْتَارَهٗ بِعِلْمِهٖ وَارْتَضَاهُ لِخَلْقِهٖ وَاَنَّ اللّٰهَ بَاعِثٌ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ وَسَائِلُ النَّاسِ عَنْ اَعْمَالِهِمْ عَالِمٌ بِمَا فِى الصُّدُوْرِ ثُمَّ اِنِّىْ اُوْصِيْكَ يَا حَسَنُ وَكَفٰى بِكَ وَصِيًّا بِمَا اَوْصَانِىْ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ

এ হল সেই অসিয়ত যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই এবং তাঁর সাথী আলী ইবনে আবি তালেব করেছেন। প্রথমতঃ আমি সাক্ষ্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল ও তাঁর মনোনীত। তিনি নিজ জ্ঞানে তাঁকে রিসালতের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির হেদায়তের জন্য মনোনীত করেছেন। আর যারা কবরে রয়েছে আল্লাহ তায়া'লা তাদেরকে জীবিত করবেন এবং তাদের আমল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। মানুষের অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা তিনি জানেন। অতঃপর হে হাসান! আমি তোমাকে অসিয়ত করছি এবং আমার এই অসিয়ত তোমার জন্য যথেষ্ট। আর এটা সেই অসিয়ত যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে করেছেন। যখন অবস্থাদি এরকম ওরকম হয়ে যাবে তখন তুমি ঘরে অবস্থান করবে, নিজের গুণাহের জন্য ক্রন্দন করতে থাকবে। বৎস! আমি তোমাকে অসিয়ত করছি যে, নামায যথাসময়ে আদায় করবে। যখন তুমি যাকাত দিবে তখন তার হকদারকে দিবে। যখন কোন বিষয় সন্দেহযুক্ত হয় তখন ওতে নীরব থাকবে। আনন্দ ও রাগের সময় মধ্যমপন্থা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করবে। প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করবে, মেহমানের ইজ্জত ও সম্মান করবে। দুর্বল ও বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, মিসকীনদেরকে ভালবাসবে এবং তাদের নিকট বসবে। বিনয় অবলম্বন কর এটা উত্তম ইবাদত। মৃত্যুকে স্মরণ রাখবে এবং সংযমশীলতা অবলম্বন কর কারণ তুমি মৃত্যু থেকে রেহায় পাবে না। দুনিয়া দুঃখ ও বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার স্থান। নির্জনে ও জনসমক্ষে আল্লাহ তায়া'লাকে ভয় করবে। প্রত্যেক কথা ও কাজ শরীয়ত মোতাবেক করবে। যখন আখিরাতের কোন বিষয় তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন তা তাড়াতাড়ি করবে এবং যখন দুনিয়ার কোন বিষয় তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন ওতে চিন্তা-ভাবনা করবে যতক্ষণ না ওতে তোমার জন্য মঙ্গল হয়। এমন স্থানে যেখানে অপবাদের আশংকা থাকে এবং এইরূপ সাহচর্যে যেখানে মন্দের আশংকা থাকে, যেয়ো না। কারণ যে ব্যক্তি নিজে মন্দ সে তার সহচরকেও বিকৃত করে দেয়। হে আমার বৎস! তুমি তোমার আমলকে আল্লাহর জন্য বিশেষ ও বিশুদ্ধ করবে, গুনাহগারকে সতর্ক করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে। তোমার ভাইদেরকে আল্লাহর পথে ভালবাসবে এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে তার সৎকর্মের কারণে ভালবাসবে। ফাসিক (পাপাচারী) থেকে দূরে থাকবে, অন্তরে তাকে ঘৃণা করবে এবং নিজের আমলের ব্যাপারে তার থেকে পৃথক থাকবে যাতে এমনটা না হয় যে, তুমিও তার মত হয়ে যাবে। বাজারে বসবে না। বোকাদের সাথে তর্ক কর না এবং তাদের সাথে সংসর্গও রেখ না। তোমার জীবনোপকরণ ও ইবাদতে মধ্যমপন্থা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অবলম্বন কর। নফল ইবাদতসমূহে তা-ই অবলম্বন কর যা আদায় করার শক্তি তোমার রয়েছে। অতঃপর তা সর্বদা কায়েম রেখ। নীরবতাকে নিজের উপর অপরিহার্য করে নাও যাতে তুমি গনীমত লাভ কর। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে। তোমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা (বয়সে) ছোট তাদেরকে স্নেহ করবে এবং যারা (বয়সে) বড় তাদের সম্মান করবে। যখন আহার করতে যাবে তখন প্রথমে তা থেকে সাদকা প্রদান করবে। রোযা রাখা নিজের উপর অপরিহার্য করে নিবে। কেননা তা শরীরের যাকাত এবং রোযাদারের জন্য ঢাল। তোমার নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। সহচর সম্পর্কে সতর্ক থাকবে এবং শত্রুকে এড়িয়ে চলবে। এমন বৈঠক অবলম্বন করবে যেখানে আল্লাহর যিকির হয়ে থাকে। বেশী করে দোয়া করবে। হে বৎস! আমি তোমাকে উপদেশ দানে কিছুই বাকি রাখি নি। এখন আমার এবং তোমার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা হয়ে যাচ্ছে। আমি তোমাকে তোমার ভাই মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ সম্বন্ধে সদাচরণ করার অসিয়ত করছি- সে তোমার পিতার সন্তান এবং তার প্রতি আমার কি পরিমাণ স্নেহ রয়েছে তা তুমি জান। আর তোমার ভাই হোসাইন, সে তোমার সহোদর ভাই, তোমার মা ও তোমার পিতা উভয়ের সন্তান। আমার পরে আল্লাহ তায়া'লা তোমাদের রক্ষক। আমি তাঁর নিকট প্রার্থনা করছি- যেন তিনি তোমাদের কার্যাবলী সংশোধন করেন এবং অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের অনিষ্ট থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেন (আমীন)। বৎস! ধৈর্য ধারণ করবে যতক্ষণ না আল্লাহর হুকুম আসে- وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

(নুরুল আবসার, পৃষ্ঠা-১১৭)

হযরত সা'সাহ ইবনে সূ'হান বলেন, যখন হতভাগা ইবনে মুলজিম তরবারি দ্বারা তাঁকে শক্ত আঘাত হানল এবং লোকজন জমায়েত হয়ে গেল তখন তিনি আমাদেরকে খোৎবা দিলেন ঃ

فَقُلْنَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِسْتَخْلِفْ عَلَيْنَا فَقَالَ اَتْرُكُكُمْ كَمَا تَرَكَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْتَخْلِفْ عَلَيْنَا فَقَالَ اَنْ يَّعْلَمَ اللّٰهُ خَيْرًا يُّوَلَّ عَلَيْكُمْ خِيَارُكُمْ قَالَ عَلِيٌّ فَعَلِمَ اللّٰهُ فِيْنَا خَيْرًا فَوَلّٰى عَلَيْنَا اَبَابَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তখন আমরা আরজ করলাম, হে আমীরুল মো'মেনীন! আমাদের জন্য খলীফা নিযুক্ত করে দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে সেইভাবে রেখে যাচ্ছি যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রেখে যান। কেননা আমরাও আরজ করেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য খলীফা নিযুক্ত করে দিন। তখন তিনি ফরমায়েছিলেন, আল্লাহ জানেন- তোমাদের মধ্যে কে উত্তম? তিনি তোমাদের উত্তমকেই তোমাদের জন্য নিযুক্ত করবেন। হযরত আলী বলেন, অতঃপর আল্লাহ আমাদের মধ্যে হযরত আবু বকরকে উত্তম জেনেছেন এবং তাঁকে আমাদের জন্য নিযুক্ত করে দিয়েছেন। (আল-মুস্তাদরিক-হাকেম, পৃষ্ঠা-১৪৫, কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪১১)

হযরত আমর ইবনে যি'মির বলেন, আমি হযরত আলীর খেদমতে তাঁর অন্তিম মুহূর্তে উপস্থিত হলাম। তিনি তাঁর মাথায় মেখলা বেঁধে অসিয়ত করছিলেন। যখন অসিয়ত থেকে অবসর হলেন তখন ফরমালেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اِنِّىْ مُفَارِقُكُمْ فَبَكَتْ اُمُّ كُلْثُوْمٍ مِّنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَقَالَ لَهَا اُسْكُتِىْ فَلَوْتَرَيْنَ مَا اَرٰى لَمَا بَكَيْتِ قَالَ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَاذَا تَرٰى؟ قَالَ هٰذَا الْمَلٰئِكَةُ وُفُوْدٌ وَّالنَّبِيُّوْنَ وَهٰذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَا عَلِىُّ اَبْشِرْ فَمَا تَصِيْرُ اِلَيْهِ خَيْرٌ مِّمَّا اَنْتَ فِيْهِ.

তোমাদের প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত হোক তোমাদের উপর। এখন আমি তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। তখন পর্দার অন্তরাল থেকে হযরত উম্মে কুলসূমের ক্রন্দনের আওয়াজ এল। তিনি বললেন, বৎসা! চুপ থাকো, যা কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি যদি তুমি তা দেখতে তা হলে কখনো ক্রন্দন করতে না। রাবী বলেন, আমি আরজ করলাম, হে আমীরুল মো'মেনীন! আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? তিনি বললেন, এই ফেরেশতাদের দল, আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং ইনি হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ এনেছেন এবং বলছেন, হে আলী! তোমার প্রতি সুসংবাদ, তুমি এই অবস্থা থেকে উত্তম অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছ! (শামসুত্ তাওয়ারীখ, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২৮৪)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে হাবীব (রাঃ) বলেন ঃ

ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ اِلَّا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى

তারপর তিনি কলেমা শরীফ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' ব্যতীত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোন কথা বলেননি অবশেষে আল্লাহ তাঁর রূহ কবজ করে নিয়েছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَرَضَاهُ عَنْهُ

আল্লাহ তায়া'লা তাঁর প্রতি প্রসন্ন এবং তিনি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।

হযরত হাসান, হযরত হোসাইন ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) তাঁকে গোসল দিয়েছেন। হযরত হাসান (রাঃ) জানাযার নামায পড়ায়েছেন এবং চার তাকবীর আদায় করেছেন। অতঃপর কূফার দারুল ইমারতে রাত্রিবেলায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর বয়স ছিল তেষট্টি বছর। তাঁর কাফন-দাফন থেকে অবসর হয়ে লোকেরা ইবনে মুলজিমের হাত-পা ইত্যাদি কেটে ফেলল এবং একটি ঝুড়িতে ভরে আগুন লাগিয়ে দেয়। সে আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। (আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা-১৩২)

হযরত ইবনে আবি হামযা বলেন, হযরত আলী (কাঃ)'র শাহাদতের উপর হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) খোৎবা দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ

يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ لَقَدْ كَانَ فِيْكُمْ رَجُلٌ بِالْاَمْسِ قُتِلَ اللَّيْلَةَ وَاُصِيْبَ الْيَوْمَ لَمْ يَسْبِقْهُ الْاَوَّلُوْنَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ الْاٰخِرُوْنَ بِعِلْمٍ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَعَثَهٗ فِىْ سَرِيَّةٍ كَانَ جِبْرِيْلُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَمِيْكَائِيْلُ عَنْ يَسَارِهٖ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتّٰى يَفْتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

হে ইরাকবাসী! কাল আপনাদের মধ্যে এমন এক মহাপুরুষ ছিলেন যাকে গত রাতে শহীদ করা হয়েছে এবং আজ তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে যান, জ্ঞানে যাকে অতিক্রম করতে পারেনি পূর্ববর্তীরা এবং যার মাকামে পৌঁছতে পারেনি পরবর্তীরা। যখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেনাবাহিনীর সরদার করে পাঠাতেন তখন তাঁর ডান পার্শ্বে থাকতেন জিবরীল এবং বাম পার্শ্বে মীকাঈল। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়'লা তাঁকে বিজয় দিতেন না তিনি প্রত্যাবর্তন করতেন না। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪১২, তাবকাতে ইবনে সা'দ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৮, হিল্য়াতুল আউলিয়া, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৮৫)

উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)'র নিকট যখন হযরত আলীর শাহাদতের সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঃ

تَصْنَعُ الْعَرَبُ مَا تَشَاءُ فَلَيْسَ لَهَا اَحَدٌ يَنْهٰى

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখন আরব যা ইচ্ছে তা-ই করবে এখন তাদেরকে বাধা দিবে এমন কেউ নেই। (ইস্তীআব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৮২, আর-রিয়াদুন নাদ্‌রাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩০)।

হযরত আমীর মুআবিয়া (রাঃ) শুনে বললেন ঃ

ذَهَبَ الْفِقْهُ وَالْحِكْمَةُ بِمَوْتِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ

হযরত আলীর মৃত্যুতে ফিক্‌হ ও হিকমত চলে গেল। (ইস্তীআব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৭৬)।

তাঁর মর্মান্তিক ওফাতে এই শে'রগুলো পাঠ করলেন আবুল আসওয়াদ আদ্‌দোয়াইলী ঃ

اَلَا يَاوَيْحَكَ السَّعْدِيْنَا
اَلَاتَبْكِىْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَا

হে চক্ষু! তোমার প্রতি আফসোস, তুমি আমার আনুকূল্য করতঃ আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (রাঃ)'র জন্য কাঁদছো না কেন?

وَتَبْكِىْ اُمُّ كُلْثُوْمٍ عَلَيْهِ
بِعَبْرَتِهَا وَقَدْرَاتِ الْيَقِيْنَا

তাঁর জন্য কাঁদছেন ও অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছেন উম্মে কুলসূম এবং তিনি নিশ্চিত জেনে নিয়েছেন।

اَلَا قُلْ لِّلْخَوَارِجِ حَيْثُ كَانُوْا
فَلَاقَرَّتْ عُيُوْنُ الْحَاسِدِيْنَا

খারেজীরা যেখানে থাকুক না কেন তাদেরকে বলে দাও যে, আমাদের হিংসুকদের চক্ষু কখনো শীতল হয়নি।

اَفِىْ شَهْرِ الصِّيَامِ فَجِعْتُمُوْنَا
بِخَيْرِ النَّاسِ طُرًّا اَجْمَعِيْنَا

তোমরা আমাদেরকে উত্তম ব্যক্তি হতে বিচ্ছিন্ন করতঃ অসহ্য দুঃখ দেয়ার জন্য কি রমজানের মোবারক মাসই বেছে নিয়েছো?

وَكُلُّ مَنَاقِبَ الْخَيْرَاتِ فِيْهِ
وَحُبُّ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَا

তোমরা তাঁকে হত্যা করেছে যার মধ্যে কেবল সৌন্দর্যই ছিল এবং যাকে ভালবাসতেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রিয় রাসূল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اِذَا اسْتَقْبَلْتَ وَجْهَ اَبِىْ حُسَيْنٍ
رَاَيْتَ الْبَدْرَ رَاعَ النَّاظِرِيْنَا

যদি আবুল হোসাইন হযরত আলীর চেহারা তোমার সম্মুখে এসে যায় তখন তুমি দেখতে পাবে যে, তিনি পূর্ণিমা রাতের চন্দ্র।

وَكُنَّا قَبْلَ مَقْتَلِهٖ بِخَيْرٍ
نَرٰى مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ فِيْنَا

আমরা তাঁর শাহাদতের পূর্বে কল্যাণ ও বরকত সহকারে ছিলাম। কেননা আমরা আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়জনকে দেখতাম।

يُقِيْمُ الْحَقَّ وَلَا يَرْتَابُ فِيْهِ
وَيَعْدِلُ فِى الْعِدَا وَالْاَقْرَبِيْنَا

তিনি সত্য প্রতিষ্ঠা করতেন যার মধ্যে সামান্যতমও সন্দেহ ও সংশয় করা হতো না এবং তিনি আপন-পরের সাথে সমান ইনসাফ করতেন।

كَانَ النَّاسُ اِذْ فَقَدُوْا عَلِيًّا
نَعَامٌ حَارَ فِىْ بَلَلٍ سِيْنَا

হযরত আলী (রাঃ) কে হারিয়ে মানুষ এইরূপ হয়ে গেল যেমন উট পাখি দুর্ভিক্ষের বছর বিপন্ন ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় (তারীখুল খোলাফা, পৃষ্ঠা-৭২)।

মাওলায়ে কায়েনাত সায়্যিদুনা আলী (কাঃ)'র শাহাদতে সমস্ত মুসলমান অত্যন্ত শোকাহত হয়। কেন হবে না, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর প্রিয় ভ্রাতা ও সাহাবী, রাসূলের জামাতা ও সৈয়দা বতূলের স্বামী, ইসলাম ও মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষক ও চতুর্থ আমীর। তাঁর খেলাফত ছিল খেলাফতে রাশেদা ও খেলাফত আলা মিন্‌হাজিন্ নবুওয়াত (নবুওয়াত আদলের খেলাফত) রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার মেয়াদ বর্ণনা করেছেন ত্রিশ বছর এবং এই ত্রিশ বছর সায়্যিদুনা ইমাম হাসান ইবনে আলী (রাঃ)'র নিকট পূর্ণতা লাভ করে।* ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য তাঁর খেদমতসমূহ অতি মূল্যবান ও অপরিসীম যে গুলো থেকে মানুষ উপকৃত হতে থাকবে যতদিন দুনিয়া থাকে।

* সায়্যিদুনা ইমাম হাসান (রাঃ) ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে যে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার একটি বড় রহস্য এও ছিল যে, তখন খেলাফত আলা মিন্‌হাজিন্ নবুওয়াতের ত্রিশ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হয়েছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তি চার খলীফার জীবনী পড়ে সহজে এটা অনুমান করতে পারে যে, নবীর এই চার বন্ধু নিজ নিজ খেলাফতকালে কুরআন ও সুন্নাহর স্থায়িত্ব ও বিকাশের জন্য যে উজ্জ্বল কীর্তিকলাপ আঞ্জাম দিয়েছেন তারই বদৌলতে ইসলামের বাগান রয়েছে সুজলা সুফলা।

خوشبو سے ہے بسی ہوئی اسلام کی فضا ❊ کیسے مہک رہے ہیں خلافت کے چار پھول

اللہ نے دیئے ہیں محمد سے پائے ہیں ❊ ہادی ہمارے ہیں یہ ہدایت کے چار پھول

دربار چار یار میں جاتا ہوں شاد شاد ❊ دامن میں لے کے حسن عقیدت کے چار پھول

پہچانی عظمت ان سے خدا اور رسول کی ❊ ہیں یہ ہمارے واسطے رحمت کے چار پھول

جب باغ باں نبی ہوں، صحابہ ہوں حسن باغ
اسلام کی بہار، خلافت کے چار پھول

অর্থাৎ সুগন্ধিতে বিস্তৃত হয়েছে ইসলামের আকাশ, কিভাবে সৌরভ ছড়াচ্ছে খেলাফতের চারটি ফুল। দান করেছেন আল্লাহ, লাভ করেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে, আমাদের পথ প্রদর্শক হেদায়তের এই চারটি ফুল। আমি চার বন্ধুর দরবারে যাচ্ছি আনন্দচিত্তে, অন্তরে ধারণ করে ভক্তির চারটি ফুল। তাঁদের থেকে আমরা পরিচয় পেয়েছি আল্লাহ ও রাসূলের মাহাত্ম্যের, সুতরাং এরা আমাদের জন্য রহমতের চারটি ফুল। (ধর্ম) বাগানের মালিক যখন নবী, সাহাবীগণ তার (বাগান) শোভা, ইসলামের মধুকাল হল খেলাফতের চারটি ফুল।

رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمْ وَرَضُوْا عَنْہُ

(আল্লাহ তায়া'লা তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কবরে আনওয়ার কোথায়?

এ সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। হযরত শরীক বলেন, তাঁর প্রিয় পুত্র ইমাম হাসান (রাঃ) তাঁর দেহ মোবারককে কুফার দারুল ইমারত হতে স্থানান্তর করে মদীনায় নিয়ে এসেছেন এবং হযরত সৈয়দা ফাতেমা যাহরার কবরের পাশে দাফন করেছেন। (মাসউদী)

যেমন মুহাম্মদ ইবনে হাবীব বলেন, ইসলামের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি যাকে এক কবর থেকে অন্য কবরে স্থানান্তর করা হয়েছে তিনি হলেন হযরত আলী (কাঃ)। (তারীখুল খোলাফা, শামসুত তাওয়ারীখ, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২৯০)

হযরত সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয বলেন, যখন তিনি শহীদ হন তখন তাঁর দেহ মোবারক নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে রওয়ানা হন যেন বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দাফন করা হয়। পথিমধ্যে রাত্রি যাপনের জন্য এক স্থানে অবস্থান করেন তখন উটটি কোথাও পালিয়ে যায় এবং তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ বলেন, তালাশ করার পর ওটা 'ত্বাই' এর কোন শহরে পাওয়া গিয়েছিল এইজন্য তাঁকে ওখানে সমাহিত করা হয়। (ইবনে আসাকির, আবু নাঈম)

ইবনে সা'দ (তাঁর) তাবকাতে বলেন, তাঁকে কূফার জামে মসজিদে দাফন করা হয়েছে। ইবনে জাওযী বর্ণনা করেছেন, এক অভিমত হল এই যে, তাঁকে নাজাফে দাফন করা হয়েছে যেখানে আলীর মাযার আজও সর্বসাধারণের যিয়ারতের স্থান হিসেবে রয়েছে।

হাফেয আবু আবদুল্লাহ তাঁর উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রাঃ) হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-কে অসিয়ত করেছিলেন- যখন আমার ইন্তেকাল হয়ে যাবে তখন আমাকে একখানা কাষ্ঠাসনের উপর রেখে নাজাফে আশরাফে নিয়ে যাবে। ওখানে তোমরা একটি সাদা পাথর দেখতে পাবে যা থেকে নূর বিচ্ছুরিত হবে। তারপর ওখানে মাটি খনন করবে। মাটি খনন করার সময় তোমরা একটি কাষ্ঠফলক পাবে। সেটাই আমার কবর। অতএব আমাকে ওখানে দাফন করে দিবে। (হাকেম, শামসুত্ তাওয়ারীখ, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২৯০)

আল্লামা দিময়ারী হায়াতুল হায়ওয়ানে লিখেন, একবার খলীফা হারুনুর রশীদ শিকার করার জন্য বের হন। তিনি তাঁর চিতাবাঘগুলো শিকারের উপর ছেড়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেন। শিকার দৌড়ে একটি কবরের নিকট গিয়ে থেমে যায়। চিতাবাঘগুলোও কবর হতে দূরে সরে দাঁড়িয়ে থাকে। হারুনুর রশীদ এতে খুবই বিস্মিত হন। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি এল যে অবস্থাদি জানতো। সে বলল, আমীরুল মো'মেনীন! এটা হযরত আলী (কাঃ)'র কবরে আনওয়ার। হারুনুর রশীদ বললেন, তুমি কিভাবে জানতে পারলে? সে বলল, আমার পিতা হযরত ইমাম জাফর সাদেকের সাথে এই কবরের যিয়ারতের জন্য আসতেন, তিনি তাঁর মহানুভব পিতা হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রাঃ)'র সাথে তশরীফ আনতেন। ইমাম মুহাম্মদ বাকের তাঁর মহানুভব পিতা হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রাঃ)'র সাথে এই কবরের যিয়ারতে আসতেন। আর ইমাম যয়নুল আবেদীনের এটা পুরোপুরি জানা ছিল।* হারুনুর রশীদ নির্দেশ দিয়ে ওখানে একটি শিলালিপি লাগিয়ে দিলেন। এ ছিল প্রথম নির্মাণ যা নাজাফে আশরাফে তাঁর কবরে আন্ওয়ারের উপর নির্মিত হয়। তারপর সা'মানী বাদশাগণের শাসনামলে ওখানে অনেক দালান নির্মিত হয়। ইমাম জাফর সাদেক তাঁর মহানুভব পিতা ইমাম মুহাম্মদ বাকের থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর সমাধিকে গোপন রাখা হয়েছে, (যেন খারেজীরা অবমাননা করতে না পারে)। (আর-রিয়াদুন্ নাদরাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৩০) وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ

ساقیٔ کوثر امام ورہنما ٭ ابن عم مصطفٰے شیر خدا

مرتضٰی ومجتبٰی جفت بتول ٭ خواجۂ معصوم داماد رسول

অর্থাৎ কাওসার পরিবেশনকারী, ইমাম ও রাহনুমা, প্রিয়নবীর চাচাতো ভাই শের-ই খোদা, মুরতাযা ও মুজতাবা, ফাতেমার স্বামী, নিষ্পাপ সরদার ও রাসূলের জামাতা। (আত্তার)

---

* মুসলিম উম্মাহর অনুসরণীয় ব্যক্তিদের বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী হযরত মাওলায়ে কায়েনাতের সমাধি নাজাফে আশরাফেই রয়েছে এবং সেটাই মাখলূকের মিলন কেন্দ্র। ভক্তবৃন্দের অনুরাগের জন্য এটাও বলে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি যে, কূফা শহরে হযরত আলী (কাঃ)'র মোবারক গৃহ আজও তাঁর মূল অবয়বে বিদ্যমান রয়েছে এবং সেই কক্ষও দর্শনীয় যেখানে তাঁর ওফাত হয়েছে। এই গৃহে এখনো পর্যন্ত পানির সেই কুপ রয়েছে যা আহলে বায়তের ব্যবহারে ছিল। ভক্তবৃন্দ আজও ওই পানি তাবাররুক হিসেবে গ্রহণ করে। আলহামদুলিল্লাহ! আব্বাজান কেবলা এবং এই অধমের যিয়ারতের সৌভাগ্য হয়েছে– ডঃ কাউকাব নূরানী উকাড়ভী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মোবারক বাণীসমূহ

পরিশেষে আমীরুল মো'মেনীন, ইমামুল মুত্তাকীন, সায়্যিদুস সা'দাত, মাওলায়ে কায়েনাত হযরত আলী (কাঃ)'র কতিপয় মূল্যবান বাণী পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই বাণীসমূহ ইলম ও মা'রেফত সমুদ্রের অতুলনীয় মুক্তা, সততা ও হেদায়ত আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র; যারা এর আলোতে চলবে তারা কখনো পথভ্রষ্ট হতে পারে না এবং নিজেদের চরিত্রকে পবিত্রতম করতে পারে।

(١) اَلْعِلْمُ وَرَاثَةٌ كَرِيْمَةٌ وَالْاٰدَابُ حُلَلٌ مُّجَدَّدَةٌ وَالْفِكْرُ مِرْاٰةٌ صَافِيَةٌ

(১) জ্ঞান সম্মানজনক এক উত্তরাধিকার, শিষ্টাচার ও চরিত্র নিত্যনতুন অলংকার এবং চিন্তা ও গবেষণা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক আয়না।

(٢) اَلْفَقْرُ يُخْرِسُ الْفَطِنَ مِنْ حُجَّتِهٖ

(২) অভাব বিবেকবান ব্যক্তিকে দলীল ও প্রমাণ বর্ণনা করা থেকে বোবা বানিয়ে দেয়।

(٣) اَلصَّبْرُ شَجَاعَةٌ وَالزُّهْدُ ثَرْوَةٌ وَالْوَرَعُ جُنَّةٌ

(৩) ধৈর্য হল বীরত্ব, ধার্মিকতা (বড়) সম্পদ এবং পরহেজগারী ঢালস্বরূপ।

(٤) اَلْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّةِ

(৪) প্রফুল্ল ও হাসিমুখে থাকা ভালবাসা ও বন্ধুত্বের জালস্বরূপ।

(٥) اَلصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُّنْجِحٌ

(৫) সাদকা দেয়া এক অব্যর্থ ঔষধ।

(٦) اِذَا قَدَرْتَ عَلٰى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْرًا لِّلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ

(৬) যখন তুমি শত্রু থেকে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হবে তখন তাকে এই শুকরিয়ার্থে ক্ষমা করে দাও যে, তুমি তার উপর ক্ষমতা লাভ করেছ।

(٧) اِذَا وَصَلَتْ اِلَيْكُمْ اَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِّرُوْا اَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْرِ

(৭) যখন তোমার নিকট নে'মতরাজির প্রান্তদেশ এসে পৌছবে তখন তুমি অকৃতজ্ঞ হয়ে তার শীর্ষদেশকে সরিয়ে দিও না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(٨) اَلْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَانْتَهِزُوْا فُرَصَ الْخَيْرِ

(৮) অবসর সময় মেঘের ন্যায় (দ্রুত) চলে যায়। সুতরাং অবসর সময়ে ভাল কাজের প্রতি অগ্রগামী হও।

(٩) مِنْ كَفَّارَاتِ الذُّنُوْبِ الْعِظَامِ اِغَاثَةُ الْمَلْهُوْفِ وَالتَّنْفِيْسُ عَنِ الْمَكْرُوْبِ

(৯) বড় বড় গুনাহের কাফ্ফারা হল এই যে, অসহায় ও বিপদাপন্ন লোকদের সাহায্য করা এবং মুসিবতগ্রস্ত লোকদেরকে আনন্দ দেয়া।

(١٠) اَشْرَفُ الْغِنٰى تَرْكُ الْمُنٰى

(১০) অভিজাত অমুখাপেক্ষিতা হল আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা।

(١١) مَنْ اَطَالَ الْاَمَلَ اَسَاءَ الْعَمَلَ

(১১) যে ব্যক্তি বাসনাকে দীর্ঘ করবে সে আমলকে নষ্ট করবে।

(١٢) سَيِّئَةٌ تَسُوْءُكَ خَيْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ

(১২) যে মন্দ কাজ তোমাকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত করে তা আল্লাহ তায়া'লার নিকট সেই পুণ্য কাজ অপেক্ষা উত্তম যা তোমাকে গর্ব ও অহংকারে লিপ্ত করে।

(١٣) اِحْذَرُوْا صَوْلَةَ الْكَرِيْمِ اِذَا جَاعَ وَاللَّئِيْمِ اِذَا شَبِعَ

(১৩) দানশীলের আগ্রাসনকে ভয় কর যখন যে ক্ষুধার্ত থাকে এবং কৃপণের আক্রমণকে ভয় কর যখন সে ভরাপেটে থাকে।

(١٤) اَوْلَى النَّاسِ بِالْعَفْوِ اَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوْبَةِ

(১৪) মানুষের মধ্যে উত্তম ক্ষমাকারী সেই ব্যক্তি যে প্রতিশোধ নিতে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান (অর্থাৎ-প্রতিশোধ নেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ক্ষমা করে।)

(١٥) اَلسَّخَاءُ مَا كَانَ اِبْتِدَآءً فَاَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَّسْئَلَةٍ فَحَيَآءٌ وَتَذَمُّمٌ

(১৫) দানশীলতা হল যা ভিক্ষুককে ভিক্ষার পূর্বে প্রদান করা হয়। যে দান ভিক্ষা করার ফলে প্রদান করা হয় তা দানশীলতা নয় বরং তা লজ্জাশীলতা এবং মানুষের তিরস্কারের ভয়েই হয়ে থাকে।

(١٦) لَاغِنٰى كَالْعَقْلِ وَلَا فَقْرَ كَالْجَهْلِ وَلَا مِيْرَاثَ كَالْاَدَبِ وَلَا ظَهِيْرَ كَالْمُشَاوَرَةِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১৬) বিবেকের ন্যায় কোন ধন, মুর্খতার ন্যায় কোন দারিদ্র্য, শিষ্টাচারতুল্য কোন উত্তরাধিকার এবং পারস্পরিক পরামর্শের মতো কোন সাহায্যকারী নেই।

(١٧) اَلصَّبْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عَلٰى مَاتَكْرَهُ وَصَبْرٌ عَمَّا تُحِبُّ

(১৭) ধৈর্য দু'প্রকার। প্রথমতঃ যা তোমার অপছন্দ তা যুক্ত হওয়ায় ধৈর্য ধারণ করা দ্বিতীয়তঃ যা তোমার পছন্দ তা অর্জিত না হওয়ায় ধৈর্য ধারণ করা।

(١٨) اَلْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ

(১৮) অল্পে তুষ্টি এমন এক সম্পদ যা নিঃশেষ হয় না।

(١٩) اَلْمَالُ مَادَّةُ الشَّهَوَاتِ

(১৯) সম্পদই সমস্ত অভিলাষের মূল।

(٢٠) اَلْمَرْاَةُ عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللُّبْسَةِ

(২০) নারী এমন এক বিচ্ছু যার দংশন খুবই মধুর।

(٢١) فَقْدُ الْاَحِبَّةِ غُرْبَةٌ

(২১) বন্ধুদের হারিয়ে যাওয়াই প্রবাসন।

(٢٢) اِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ

(২২) যখন বিবেক পূর্ণাঙ্গ হয় তখন কথা কমে যায়।

(٢٣) لَاتَرَى الْجَاهِلَ اِلَّا مُفْرِطًا اَوْمُفَرِّطًا

(২৩) মূর্খকে সর্বদা হয় সীমালঙ্ঘনে দেখবে (اِفْرَاط) অথবা সীমা হ্রাসে (تَفْرِيْط)।

(٢٤) لَا تَسْتَحْيِىْ مِنْ اِعْطَآءِ الْقَلِيْلِ فَاِنَّ الْحِرْمَانَ اَقَلُّ مِنْهُ

(২৪) অল্প দান করতে লজ্জাবোধ কর না কেননা ভিক্ষুককে আদৌ না দেয়া তো এর চেয়েও কম।

(٢٥) وَلَا يَسْتَحِيَنَّ اَحَدٌ اِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ اَنْ يَّقُوْلَ لَا اَعْلَمُ وَلَا يَسْتَحِيَنَّ اَحَدٌ اِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ اَنْ يَّتَعَلَّمَهٗ

(২৫) যদি কাউকে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় যা সে জানে না তা হলে সে যেন নিজের জ্ঞানহীনতা স্বীকার করতে কখনো লজ্জাবোধ না করে (অর্থাৎ যেন পরিষ্কার বলে দেয়-আমি জানি না।) এবং কারো কিছু জানা না থাকলে সে যেন তা শিখে নিতেও লজ্জাবোধ না করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(٢٦) لَيْسَ الْخَيْرُ اَنْ يَّكْثُرَ مَالُكَ وَوَلَدُكَ وَلٰكِنَّ الْخَيْرَ اَنْ يَّكْثُرَ عِلْمُكَ وَيَعْظُمَ حِلْمُكَ وَاَنْ تُبَاهِيَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ

(২৬) পূণ্য ও কল্যাণ এই নয় যে, তোমার ধন ও সন্তান অধিক হবে বরং পুণ্য ও কল্যাণ হল এই যে, তোমার জ্ঞান ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি পাবে এবং তোমার প্রতিপালকের ইবাদতের ফলে মানুষের মধ্যে তুমি উল্লেখযোগ্য হয়ে যাবে।

(٢٧) اِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَاِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهٗ وَاِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَصَى اللّٰهَ وَاِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهٗ

(২৭) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়জন হল সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তায়া'লার আনুগত্য করে যদিও শারীরিক সম্পর্কের দিক থেকে দূরে হয়। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রু হল সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তায়া'লার বিরুদ্ধাচরণ করে যদিও আত্মীয়তার দিক থেকে ঘনিষ্ঠতম হয়।

(٢٨) يَاْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَّا يُقَرَّبُ فِيْهِ اِلَّا الْمَاحِلُ وَلَا يُظَرَّفُ فِيْهِ اِلَّا الْفَاجِرُ وَلَا يُضَعَّفُ فِيْهِ اِلَّا النِّصْفُ يَعُدُّوْنَ الصَّدَقَةَ فِيْهِ غُرَامًا وَصِلَةَ الرَّحِمِ مَنًّا وَالْعِبَادَةَ اِسْتِطَالَةً عَلَى النَّاسِ فَعِنْدَ ذٰلِكَ يَكُوْنُ السُّلْطَانُ بِمَشْوَرَةِ النِّسَاءِ وَاِمَارَةِ الصِّبْيَانِ وَتَدْبِيْرِ الْخِصْيَانِ

(২৮) মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যে যুগে মন্দ লোকই বাদশাহগণের ঘনিষ্ঠ হবে, পাপাচারী ও দুর্বৃত্ত লোকগণকে জ্ঞানী ও গুণী মনে করা হবে। ন্যায় বিচারক ও নীতিবানকে দুর্বল করে দেয়া হবে, সাদকা দেয়াকে জরিমানা মনে করা হবে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে খোঁটা দিবে, তখন বাদশাহ নারীদের পরামর্শে চলবে, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হবে বালকদের এবং আইন-শৃঙ্খলা হবে হিজড়াদের মতো।

(٢٩) اِنَّ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ عَدُوَّانِ مُتَفَاوِتَانِ وَسَبِيْلَانِ مُخْتَلِفَانِ فَمَنْ اَحَبَّ الدُّنْيَا وَتَوَلَّاهَا اَبْغَضَ الْاٰخِرَةَ وَعَادَاهَا وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَاشٍ بَيْنَهُمَا كُلَّمَا قَرُبَ مِنْ وَّاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الْاٰخَرِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(২৯) দুনিয়া ও আখিরাত পরস্পরে শত্রু এবং উভয়ের পথ ভিন্ন ভিন্ন। অতএব যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসবে এবং তার সাথে বন্ধুত্ব রাখবে সে আখিরাতকে শত্রু করবে এবং তার সাথে দুশমনি করবে। এই দু'টো (দুনিয়া ও আখিরাত) উদয়াচল ও অস্তাচলের মতো এবং চলাচলকারীরা এতদুভয়ের মাঝ খানে রয়েছে। সুতরাং যে পরিমাণ একদিকের নিকট হবে সেই পরিমাণ অন্য দিক থেকে দূরে হয়ে যাবে।

(٣٠) اِنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْفَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا وَحَدَّ لَكُمْ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَنَهٰكُمْ عَنْ اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ اَشْيَاءَ وَلَمْ يَدَعْهَا نِسْيَانًا فَلَا تَتَكَلَّفُوْهَا

(৩০) আল্লাহ তায়া'লা তোমাদের উপর ফরযসমূহ (অবশ্য পালনীয় বিষয়) অবধারিত করেছেন, তোমরা তা নষ্ট কর না। তোমাদের জন্য সীমা নির্ধারিত করেছেন তোমরা তা লঙ্ঘন কর না; যে সব বস্তু থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো এবং যে সব বস্তু থেকে নীরবতা অবলম্বন করছেন ভুলের কারণে সেগুলো বাদ দেননি (বরং সেগুলো মুবাহ (বৈধ), করতেও পার নাও করতে পার। তবে) এ সম্বন্ধে (নিজের উপর) কষ্টকর দায়িত্ব তুলে নিও না।

(٣١) لَقَدْ عُلِّقَ بِنِيَاطِ هٰذَا الْاِنْسَانِ بُضْعَةٌ هِيَ اَعْجَبُ مَافِيْهِ وَذٰلِكَ الْقَلْبُ وَلَهٗ مَوَادُّ مِنَ الْحِكْمَةِ وَاَضْدَادٌ مِّنْ خِلَافِهَا فَاِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ اَذَلَّهُ الطَّمَعُ وَاِنْ هَاجَ بِهِ الطَّمَعُ اَهْلَكَهُ الْحِرْصُ وَاِنْ مَلَكَهُ الْيَاْسُ قَتَلَهُ الْاَسَفُ وَاِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اِشْتَدَّ بِهِ الْغَيْظُ وَاِنْ اَسْعَدَهُ الرِّضَا نَسِيَ التَّحَفُّظَ وَاِنْ نَالَهُ الْخَوْفُ شَغَلَهُ الْحَذَرُ وَاِنِ اتَّسَعَ لَهُ الْاَمْنُ اِسْتَلَبَتْهُ الْعِزَّةُ وَاِنْ اَفَادَ مَالًا اَطْغَاهُ الْغِنٰى وَاِنْ اَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ فَضَحَهُ الْجَزَعُ وَاِنْ عَضَّتْهُ الْفَاقَةُ شَغَلَهُ الْبَلَاءُ وَاِنْ جَهَدَهُ الْجُوْعُ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ وَاِنْ اَفْرَطَ بِهِ الشِّبَعُ كَظَّتْهُ الْبِطْنَةُ فَكُلُّ تَقْصِيْرٍ بِهٖ مُضِرٌّ وَكُلُّ اِفْرَاطٍ لَهٗ مُفْسِدٌ

(৩১) এই মানবের ভিতরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে যা উদ্ভূত ও বিস্ময়কর। তা হল ক্বলব (অন্তর)। তার রয়েছে হিকমতের উপকরণ। পক্ষান্তরে কতেক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অন্তর হিকমতশূন্য হয়ে থাকে। অতঃপর কোন কিছুর প্রতি যদি তার আশা জন্মে তা হলে খায়েশ তাকে অপদস্থ করে। যদি খায়েশের উত্তেজনা হয় তা হলে লোভ তাকে ধ্বংস করে দেয়। যদি হতাশা তাকে গ্রাস করে তা হলে পরিতাপ ও আফসোস তাকে হত্যা করে। যদি তার রাগ আসে তা হলে উত্তেজনা তীব্রতর হয়ে উঠে। যদি খুশী ও প্রসন্নতা তার সহায় হয় তখন তা জাগরণ ও সাবধানতাকে ভুলিয়ে দেয়। যদি সে অকস্মাৎ ভয় পেয়ে যায় তা হলে ওই ভীতি তাকে বিমুখ করে দেয়। যদি নিরাপত্তা তার জন্য বিস্তৃত হয় তা হলে অহংকার তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যদি কোন বিপদ তার উপর এসে পড়ে তা হলে হা-হুতাশ তাকে লাঞ্ছিত করে। যদি কোন সম্পদ লাভ করে তাহলে এই ঐশ্বর্য তাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। দারিদ্রের করালগ্রাসে পতিত হলে এই বিপদ তাকে (যাবতীয় বিষয়াবলী থেকে) বিমুখ করে দেয়। ক্ষুধার কষ্ট হলে দুর্বলতা তাকে বসিয়ে দেয়। যদি উদরপূর্তিতে সীমালঙ্ঘন হয়ে যায় তা হলে এই উদরপূর্তিও তাকে কষ্ট না দিয়ে ছাড়ে না। অতএব প্রত্যেক সীমাহ্রাস ও কমি তার জন্য ক্ষতিকারক এবং প্রত্যেক সীমালংঘন তার জন্য বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

(٣٢) مَنْ اَحَبَّنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَابًا

(৩২) যে ব্যক্তি আহলে বায়তকে ভালবাসে তার উচিৎ-দারিদ্র্যের পোশাক পরিধানের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া।

(٣٣) لَا يُقِيْمُ اَمْرَ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ اِلَّا مَنْ يُّصَانِعُ وَلَا يُضَارِعُ وَلَا يَتَتَبَّعُ الْمَطَامِعَ

(৩৩) আল্লাহ তায়া'লার হুকুম সেই ব্যক্তি কায়েম রাখতে পারে যে সৃষ্টির সাথে সদাচার করে কিন্তু তার অনুগত হয় না এবং লোভনীয় স্থানসমূহের অনুসরণ করে না।

(٣٤) لَا مَالَ اَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ وَلَا وَحْدَةَ اَوْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ وَلَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيْرِ وَلَا كَرَمَ كَالتَّقْوٰى وَلَا قَرِيْنَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ وَلَا مِيْرَاثَ كَالْاَدَبِ وَلَا قَائِدَ كَالتَّوْفِيْقِ وَلَا تِجَارَةَ كَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَلَا رِبْحَ كَالثَّوَابِ وَلَا وَرَعَ كَالْوُقُوْفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَلَا زُهْدَ كَالزُّهْدِ فِى الْحَرَامِ وَلَا عِلْمَ كَالتَّفَكُّرِ وَلَا عِبَادَةَ كَاَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَلَا اِيْمَانَ كَالْحَيَاءِ وَالصَّبْرِ وَلَا حَسَبَ كَالتَّوَاضُعِ وَلَا شَرَفَ كَالْعِلْمِ وَلَا عِزَّ كَالْحِلْمِ وَلَا مُظَاهَرَةَ اَوْثَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৩৪) বিবেক অপেক্ষা লাভজনক কোন সম্পদ নেই, অহংকার অপেক্ষা ভীতিপ্রদ কোন নির্জনতা নেই, বিচার-বিবেচনা ও অধ্যবসায় অপেক্ষা কোন বুদ্ধি মত্তা নেই, তাক্ওয়া ও পরহেযগারীর ন্যায় কোন মাহাত্ম্য নেই, সচ্চরিত্রের মত কোন সাথী নেই, শিষ্টাচারের মত কোন উত্তরাধিকার নেই, আল্লাহর তাওফীকতুল্য কোন পরিচালক নেই, সৎকর্মের ন্যায় কোন ব্যবসা নেই, সন্দেহভাজন অবস্থানে থেমে যাওয়ার চেয়ে উত্তম কোন পরহেযগারী নেই, হারামবস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকার ন্যায় কোন ধার্মিকতা নেই, গবেষণাতুল্য কোন জ্ঞান নেই, ফরযসমূহ আদায় করার সমতুল্য কোন ইবাদত নেই, লজ্জাশীলতা ও ধৈর্য্যের সমতুল্য ঈমানের কোন শাখা নেই, বিনয়তুল্য কোন আভিজাত্য নেই, বিদ্যার মত কোন মর্যাদা এবং সহনশীলতার মত কোন সম্মান নেই, পরামর্শ করার চেয়ে মজবুত কোন সাহায্যকারী ও সহায়ক নেই।

(٣٥) كَمْ مِّنْ مُّسْتَدْرَجٍ بِالْاِحْسَانِ اِلَيْهِ وَمَغْرُوْرٍ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ وَمَفْتُوْنٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيْهِ وَمَا ابْتَلَى اللّٰهُ اَحَدًا بِمِثْلِ الْاِمْلَاءِ لَهٗ

(৩৫) অনেক মর্যাদাশীল এমন রয়েছে যাদের প্রতি আল্লাহ তায়া'লা অনুগ্রহ করেছেন কিন্তু তারা বিরুদ্ধাচরণ করছে। অনেক লোক এইজন্য অহংকারে লিপ্ত যে, আল্লাহ তাদের দোষ গোপন রেখেছেন। অনেক মানুষ এই কথার উপর বিমোহিত যে, লোকেরা তাদের সম্বন্ধে ভাল মন্তব্য করছে। স্মরণ রাখবে, আল্লাহ প্রত্যেককে সুযোগ দান করেছেন এবং পরীক্ষায় নিপতিত রেখেছেন।

(٣٦) مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّةِ لَيِّنٌ مَّسُّهَا وَالسَّمُّ النَّاقِعُ فِىْ جَوْفِهَا تَهْوِىْ اِلَيْهَا الْغِرُّ الْجَاهِلُ وَيَحْذَرُهَا ذُو اللُّبِّ الْعَاقِلُ

(৩৬) দুনিয়ার উপমা যেন সর্প যা স্পর্শ করলে মোলায়েম ও কোমল মনে হয় কিন্তু তার দাঁত বিষে পরিপূর্ণ যা ঘাতক ও ধ্বংসাত্মক। প্রতারিত মুর্খ তার প্রতি আসক্ত হয় এবং বিবেকবান, জ্ঞানী মানুষ তা থেকে সাবধান থাকে।

(٣٧) شَتَّانَ مَا بَيْنَ عَمَلَيْنِ عَمَلٌ تَذْهَبُ لَذَّتُهٗ وَتَبْقٰى تَبِعَتُهٗ وَعَمَلٌ تَذْهَبُ مَؤُوْنَتُهٗ وَيَبْقٰى اَجْرُهٗ

(৩৭) দু'প্রকার কর্মের মধ্যে কত দূরত্ব! এক প্রকার কর্ম হল-যার স্বাদ শেষ হয়ে যায় এবং কষ্ট বাকী থাকে দ্বিতীয় প্রকার কর্ম হল-যার কষ্ট শেষ হয়ে যায় এবং প্রতিদান ও সওয়াব বাকী থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(٣٨) وَعَجِبْتُ لِلْمُتَكَبِّرِ الَّذِيْ كَانَ بِالْاَمْسِ نُطْفَةً وَيَكُوْنُ غَدًا جِيْفَةً وَعَجِبْتُ لِمَنْ شَكَّ فِى اللّٰهِ وَهُوَ يَرٰى خَلْقَ اللّٰهِ وَعَجِبْتُ لِمَنْ نَسِىَ الْمَوْتَ وَهُوَ يَرَى الْمَوْتٰى وَعَجِبْتُ لِعَامِرِ دَارِ الْفَنَاءِ وَتَارِكِ دَارِ الْبَقَاءِ

(৩৮) অহংকার ও গর্বকারীর অবস্থা দেখে আমি খুবই বিস্ময়বোধ করি যে, গতকাল সে এক ফোঁটা বীর্য ছিল এবং আগামীকাল একটি লাশ হয়ে যাবে। সেই ব্যক্তির প্রতিও খুব বিস্ময়বোধ করি যে আল্লাহ তায়া'লার অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করে অথচ সে আল্লাহর সৃষ্টিকে দেখছে। সেই ব্যক্তির প্রতিও খুব বিস্ময়বোধ করি যে নিজের মৃত্যুকে ভুলে গেছে অথচ সে মৃত্যুবরণকারীদেরকে দেখছে। সেই ব্যক্তির প্রতিও খুব বিস্ময়বোধ করি-যে ক্ষণস্থায়ী গৃহ নির্মাণে ব্যস্ত রয়েছে এবং চিরস্থায়ী গৃহকে পরিত্যক্ত রেখে দিয়েছে।

(٣٩) اَلْعِلْمُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَالِ اَلْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَاَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ وَالْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ وَالْعِلْمُ يَزْكُوْا عَلَى الْاِنْفَاقِ

(৩৯) ইলম (জ্ঞান) মাল (সম্পত্তি) অপেক্ষা উত্তম। কেননা মালের সংরক্ষণ তোমাকে করতে হয় আর ইলম তোমাকে সংরক্ষণ করে। মাল ব্যয় করার ফলে কমে যায় আর ইলম ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়।

(٤٠) اَلْعِلْمُ دِيْنٌ يُّدَانُ بِهٖ يَكْسِبُ الْاِنْسَانُ الطَّاعَةَ فِىْ حَيَاتِهٖ وَجَمِيْلَ الْاُحْدُوْثَةِ بَعْدَ وَفَاتِهٖ وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ هَلَكَ خُزَّانُ الْاَمْوَالِ وَهُمْ اَحْيَآءٌ وَالْعُلَمَآءُ بَاقُوْنَ مَابَقِىَ الدَّهْرُ اَعْيَانُهُمْ مَّفْقُوْدَةٌ وَّاَمْثَالُهُمْ فِى الْقُلُوْبِ مَوْجُوْدَةٌ.

(৪০) ইলমই ধর্ম, এই ইলমের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনে আল্লাহর আনুগত্য লাভ করে এবং তার মৃত্যুর পর সুনাম হয়ে থাকে। ইলম শাসক এবং মাল শাসিত। মাল সঞ্চয়কারী বিপদে অবরুদ্ধ অথচ তারা পৃথিবীতে জীবিত। আর আলেমগণ স্থায়ী থাকবেন যতদিন যুগ স্থায়ী থাকে। যদিও তাদের দেহ হারিয়ে যাবে কিন্তু তাদের কথা অন্তরে বিদ্যমান থাকবে।

(٤١) لَاتَكُنْ مِّمَّنْ يَّرْجُوا الْاٰخِرَةَ بِغَيْرِ الْعَمَلِ وَيَرْجُى التَّوْبَةَ بِطُوْلِ الْاَمَلِ يَقُوْلُ فِى الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِيْنَ وَيَعْمَلُ فِيْهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِيْنَ اِنْ اُعْطِىَ مِنْهَا لَمْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

يَشْبَعْ وَاِنْ مُّنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا اُوْتِىَ وَيَبْتَغِى الزِّيَادَةَ فِيْمَا بَقِىَ يَنْهٰى وَلَايَنْتَهِىْ وَيَاْمُرُ بِمَالَايَاْتِىْ يُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَايَعْمَلُ عَمَلَهُمْ وَيُبْغِضُ الْمُذْنِبِيْنَ وَهُوَ اَحَدُهُمْ يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ ذُنُوْبِهٖ يُقِيْمُ عَلٰى مَايَكْرَهُ الْمَوْتَ لَهٗ اِنْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِمًا وَاِنْ صَحَّ اَمِنَ لَاهِيًا يُعْجِبُ بِنَفْسِهٖ اِذَاعُوْفِىَ وَيَقْنَطُ اِذَا ابْتُلِىَ اِنْ اَصَابَ بَلَاءٌ دَعَا مُضْطَرًّا وَاِنْ نَالَهٗ رُخَآءٌ اَعْرَضَ مُغْتَرًّا تَغْلِبُهٗ نَفْسُهٗ عَلٰى مَايَظُنُّ وَلَا تَغْلِبُهَا عَلٰى مَايَسْتَيْقِنُ يَخَافُ عَلٰى غَيْرِهٖ بِاَدْنٰى مِنْ ذَنْبِهٖ وَيَرْجُوْا لِنَفْسِهٖ بِاَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهٖ اِنِ اسْتَغْنٰى بَطِرَ وَفُتِنَ وَاِنِ افْتَقَرَ قَنِطَ وَوَهَنَ يُقَصِّرُ اِذَاعَمِلَ وَيُبَالِغُ اِذَاسْئِلَ اِنْ عَرَضَتْ لَهٗ شَهْوَةٌ اَسْلَفَ الْمَعْصِيَةَ وَسَوَّفَ التَّوْبَةَ وَاِنْ عَرَتْهُ مِحْنَةٌ اِنْفَرَجَ عَنْ شَرَائِطِ الْمِلَّةِ يَصِفُ الْعِبْرَةَ وَلَا يَعْتَبِرُ وَيُبَالِغُ فِى الْمَوْعِظَةِ وَلَايَتَّعِظُ فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُدِلٌّ وَّمِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌّ يُنَافِسُ فِيْمَا يَفْنٰى وَيُسَامِحُ فِيْمَا يَبْقٰى يَرَى الْغُنْمَ مَغْرَمًا وَالْغَرْمَ مَغْنَمًا يَخْشَى الْمَوْتَ وَلَايُبَادِرُ الْفَوْتَ يَسْتَعْظِمُ مِنْ مَّعْصِيَةِ غَيْرِهٖ مَايَسْتَقِلُّ اَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ نَفْسِهٖ وَيَسْتَكْثِرُ مِنْ طَاعَتِهٖ مَايُحْقِرُهٗ مِنْ طَاعَةِ غَيْرِهٖ فَهُوَ عَلَى النَّاسِ طَاعِنٌ وَّلِنَفْسِهٖ مُدَاهِنٌ اَللّٰهُوْ مَعَ الْاَغْنِيَآءِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنَ الذِّكْرِ مَعَ الْفُقَرَآءِ يَحْكُمُ عَلٰى غَيْرِهٖ لِنَفْسِهٖ وَلَايَحْكُمُ عَلَيْهَا لِغَيْرِهٖ وَيُرْشِدُ غَيْرَهٗ وَيُغْوِىْ نَفْسَهٗ فَهُوَ يُطَاعُ وَيَعْصِىْ وَيَسْتَوْفِىْ وَلَا يُوْفِىْ وَيَخْشَى الْخَلْقَ فِىْ غَيْرِ رَبِّهٖ وَلَايَخْشٰى رَبَّهٗ فِىْ خَلْقِهٖ

(৪১) তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা আমল ছাড়াই পরকালে ক্ষমার আশা রাখে এবং আশার উপর ভরসা করতঃ তাওবায় বিলম্ব করে। দুনিয়া সম্বন্ধে কথা তো ধার্মিকদের ন্যায় বলে কিন্তু আমল ঝানু দুনিয়াদারদের ন্যায় করে। যদি তাদেরকে দুনিয়ার সম্পদ দান করা হয় তখন পরিতৃপ্ত হয় না আর যদি দুনিয়াকে তাদের থেকে রোখা হয় তখন পরিতুষ্ট হয় না। যা কিছু তাদেরকে দান করা হয়েছে তার শুকরিয়া আদায় করে না আরো অধিকের লোভ করে। মানুষকে মন্দ থেকে বাধা দেয় কিন্তু নিজেরা বিরত থাকে না, মানুষকে সৎকর্মের আদেশ দেয় কিন্তু নিজেরা করে না। সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসে কিন্তু তাদের মত আমল করে না। পাপাচারীদেরকে ঘৃণা করে কিন্তু নিজেও তাদের একজন। নিজের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অত্যধিক পাপের কারণে মৃত্যুকে অপছন্দ করে এবং ওই পাপাচারের উপর অটল থাকে যার কারণে মৃত্যুকে অপছন্দ করে। যদি রোগাক্রান্ত হয় তখন লজ্জাবনত হয় আর যদি সুস্থ হয় তখন নির্ভয়ে খেলাধূলায় নিমগ্ন থাকে। যখন নিরাপদে থাকে তখন গর্ব ও অহংকার করে আর যখন পরীক্ষায় নিপতিত হয় তখন হতাশ হয়ে যায়। যদি কোন বিপদ আসে তাহলে অস্থির হয়ে দোয়া করে আর যদি স্বচ্ছলতায় থাকে তখন অহংকার করে এবং ধর্মবিমুখ হয়ে থাকে। তারা যা ধারণা করছে তাদের 'নফ্স' তার উপর অপ্রতিহত রয়েছে আর নিশ্চিত বিষয়ের উপর অপ্রতিহত নয়। যদি অন্য কেউ ক্ষুদ্র গুণাহও করে তার জন্য আশঙ্কাবোধ করে আর নিজেরা তার চেয়ে বড় গুণাহ করেও সওয়াবের আশা রাখে। যদি সম্পদশালী হয় তাহলে গর্ব ও অহংকার করে আর দারিদ্র্য এলে হতাশ ও দুর্বল হয়ে যায়। কর্মে সঙ্কোচন করে কিন্তু প্রার্থনা অধিক করে। যদি কুপ্রবৃত্তি সম্মুখীন হয় তখন অবিলম্বে তা করে বসে আর তাওবায় বিলম্ব করে। যদি দুঃখ পায় তা হলে ধৈর্য ও স্থিতিশীলতা অবলম্বন করে না। শিক্ষণীয় ঘটনাবলী উল্লেখ করে কিন্তু নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করে না, অন্যান্যদেরকে উপদেশ দেয় কিন্তু নিজেরা উপদেশ গ্রহণ করে না। বড় বড় কথা বলে কিন্তু কাজ করে খুব কম। ক্ষণস্থায়ী বস্তুর লোভী আর চিরস্থায়ী বস্তুর ব্যাপারে উদাসীন। সৎকর্মকে জরিমানা এবং অসৎকর্মককে গনীমত (পুরস্কার) মনে করে। মৃত্যুকে ভয় করে কিন্তু সময় চলে যাওয়ার প্রতি তাদের কোন খেয়াল নেই। যে গুণাহকে নিজের জন্য ক্ষুদ্র মনে করে যদি ওই গুণাহ অন্যজন থেকে প্রকাশ পায় তা হলে ওটাকে অনেক বড় মনে করে। যে ইবাদত ও আনুগত্যকে নিজের জন্য অনেক বড় মনে করে যদি ওই ইবাদত ও আনুগত্য অন্যজন থেকে সম্পাদিত হয় তাহলে ওটাকে হেয় জ্ঞান করে। মানুষকে তিরস্কার করে এবং নিজের আত্মার তরফদারিতে লিপ্ত থাকে। ফকিরদের সাথে বসে আল্লাহর যিকির করার চেয়ে আমীর-উমরাহদের সাথে বসে বেহুদা ও নিরর্থক কাজে ব্যস্ত থাকা তাদের অধিক পছন্দ। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে অন্যান্যদের উপর হুকুম করে আর অন্যান্যদের স্বার্থে নিজেদের উপর কোন হুকুম করে না। অন্যান্যদেরকে হেদায়ত ও সরলপথে চলার শিক্ষা দেয় আর নিজেদেরকে পথভ্রষ্ট করে। তাদের আনুগত্য করা হয় অথচ তারা অবাধ্য। অন্যের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি পালন কামনা করে আর নিজেরা পালন করে না। নিজের প্রতিপালককে ভয় না করার কারণে সৃষ্টিকে ভয় করে আর সৃষ্টিকে ভয় করার কারণে নিজের প্রতিপালককে ভয় করে না।

(٤٢) عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لَا تُعْذَرُوْنَ بِجَهَالَةِ

(৪২) তোমাদের উপর তার আনুগত্য অপরিহার্য যার নিকট তোমরা অজ্ঞানতার ওজর পেশ করতে পারবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(٤٣) لِكُلِّ اَمْرِئٍ عَاقِبَةٌ حُلْوَةٌ اَوْ مُرَّةٌ

(৪৩) প্রত্যেক কাজের পরিণাম অবশ্যই রয়েছে মিষ্ট হোক বা তিক্ত।

(٤٤) قَدْ بُصِّرْتُمْ اِنْ اَبْصَرْتُمْ وَقَدْ هُدِيْتُمْ اَنِ اهْتَدَيْتُمْ

(৪৪) যদি তোমরা চক্ষুষ্মান হয়ে থাকো তা হলে অপরকেও চক্ষুষ্মান (সত্যদ্রষ্টা) করতে পারবে এবং তোমরা হেদায়তপ্রাপ্ত হলে অপরকেও হেদায়ত করতে পারবে।

(٤٥) لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

(৪৫) স্রষ্টার অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য করতে নেই।

(٤٦) كَمْ مِنْ اَكْلَةٍ مَنَعَتْ اَكَلَاتٍ

(৪৬) অনেক সময় এক ক্ষতিকর খাবার অনেক খাবার থেকে বঞ্চিত রাখে।

(٤٧) كُلُّ وِعَاءٍ يَضِيْقُ مِمَّا جُعِلَ فِيْهِ اِلَّا وِعَاءَ الْعِلْمِ فَاِنَّهٗ يَتَّسِعُ

(৪৭) প্রত্যেক পাত্র যে পরিমাণ তাতে কিছু রাখা হয় ওই পরিমাণ তা সংকীর্ণ হয়ে যায় কিন্তু জ্ঞানের পাত্র; তাতে যতই রাখা হয় ততই প্রশস্ত হতে থাকে।

(٤٨) بِئْسَ الزَّادُ اِلَى الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ

(৪৮) বান্দাদের প্রতি নির্যাতন ও সীমালঙ্ঘন পরকালের জন্য খুব মন্দ পাথেয়।

(٤٩) مِنْ اَشْرَفِ اَعْمَالِ الْكَرِيْمِ غَفْلَتُهٗ عَمَّا يَعْلَمُ

(৪৯) মহৎ লোকের উত্তম কর্ম হল মানুষের ওই দোষ-ত্রুটির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা যা তার জানা রয়েছে।

(٥٠) بِكَثْرَةِ الصَّمْتِ تَكُوْنُ الْهَيْبَةُ وَبِالنَّصَفَةِ يَكْثُرُ الْمُوَاصِلُوْنَ وَبِالْاِفْضَالِ تَعْظُمُ الْاَقْدَارُ وَبِالتَّوَاضُعِ تَتِمُّ النِّعْمَةُ وَبِالْاِحْتِمَالِ الْمُؤْنِ يَجِبُ السُّؤْدَدُ وَبِالسِّيْرَةِ الْعَادِلَةِ يُقْهَرُ الْمُنَاوِىُ وَبِالْحِلْمِ عَنِ السَّفِيْهِ يَكْثُرُ الْاَنْصَارُ عَلَيْهِ

(৫০) নীরবতা অবলম্বন করার ফলে ভীতি সৃষ্টি হয়। ন্যায় ও ইনসাফ করার ফলে মানুষের সাথে মতৈক্য ও মিলন সৃষ্টি হয়। ইহসান ও অনুগ্রহ করার ফলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। বিনয় দ্বারা নে'মতরাজি পূর্ণতা লাভ করে। কষ্ট সহ্য করলে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সম্মান ও মাহাত্ম্য ওয়াজিব হয়ে যায়। মধ্যপন্থা অবলম্বনে শত্রু পরাভূত হয়। মূর্খ ও অশিক্ষিত লোকের মোকাবেলায় সহনশীলতা অবলম্বন করলে সাহায্যকারী বেড়ে যায়।

(٥١) اَلطَّامِعُ فِىْ وَثَاقِ الذُّلِّ

(৫১) লোভী ব্যক্তি অপমান ও লাঞ্ছনার বন্ধনে আবদ্ধ।

(٥٢) اَلزَّهْوُ وَالْجُبْنُ وَالْبُخْلُ فَاِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَزْهُوَّةً لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهَا وَاِذَا كَانَتْ بَخِيْلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَمَالَ بَعْلِهَا وَاِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يَتَعَرَّضُ لَهَا

(৫২) অহংকার, ভীরুতা ও কৃপণতা পুরুষের জন্য অত্যন্ত মন্দ স্বভাব, কিন্তু নারীর জন্য খুব উত্তম। কেননা যখন সে অহংকারী হবে তখন কাউকে তার নফ্সের উপর অধিকার দিবে না, যখন সে কৃপণ হবে তখন নিজের ও তার স্বামীর সম্পদ (অপচয় হবে) সংরক্ষণ করবে এবং যখন সে ভীরু হবে তখন (অপ্রীতিকর) যা কিছু তার সম্মুখীন হবে তা থেকে ভীত হয়ে পৃথক থাকবে।

(٥٣) اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللّٰهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَاِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللّٰهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيْدِ وَاِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللّٰهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْاَحْرَارِ

(৫৩) একদল লোক আল্লাহ তায়া'লার ইবাদত করে কোন কিছুর প্রত্যাশা নিয়ে, এ হল ব্যবসায়ীদের ইবাদত। আরেক দল আল্লাহ তায়া'লার ইবাদত করে শাস্তির ভয়ে, এ হল গোলামদের ইবাদত। আরেক দল আল্লাহর ইবাদত করে শুকরিয়া আদায় করতঃ, এই হল স্বাধীন লোকদের ইবাদত।

(٥٤) اِحْذَرُوْا نِفَارَ النِّعَمِ فَمَا كُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُوْدٍ

(৫৪) নে'মতকে (অকৃতজ্ঞতার কারণে) ভাগিয়ে দেয়া থেকে সাবধানতা অবলম্বন কর। কেননা যা ভেগে যায় তা পুনরায় ফিরে আসে না।

(٥٥) مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْرًا فَصَدِّقْ ظَنَّهٗ

(৫৫) যে ব্যক্তি তোমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করে তুমি তার ধারণার সত্যায়ন কর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(٥٦) اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ مَا اَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ

(৫৬) উত্তম আমল হল যার জন্য তুমি তোমার আত্মাকে বাধ্য কর।

(٥٧) مَرَارَةُ الدُّنْيَا حَلَاوَةُ الْاٰخِرَةِ وَحَلَاوَةُ الدُّنْيَا مَرَارَةُ الْاٰخِرَةِ

(৫৭) দুনিয়ার তিক্ততা আখিরাতের মিষ্টত্ব এবং দুনিয়ার মিষ্টত্ব আখিরাতের তিক্ততা।

(٥٨) اِذَا اَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا اللّٰهَ بِالصَّدَقَةِ

(৫৮) যখন তোমরা দরিদ্র ও অভাবী হয়ে যাবে তখন সাদকা দিয়ে আল্লাহ তায়া'লার সাথে ব্যবসা কর অর্থাৎ সাদকা কর।

(٥٩) اَلْوَفَاءُ لِاَهْلِ الْغَدْرِ غَدْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْغَدْرُ بِاَهْلِ الْغَدْرِ وَفَاءٌ عِنْدَ اللّٰهِ

(৫৯) সন্ত্রাসী ও বিশ্বাসঘাতকদের সাথে সুসম্পর্ক আল্লাহর নিকট বিশ্বাসঘাতকতা পক্ষান্তরে সন্ত্রাসী ও বিশ্বাসঘাতকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও কঠোরতা আল্লাহর নিকট ওয়াফাদারী (প্রতিজ্ঞাপালন)।

(٦٠) اَحِبَّ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَّا عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَّا وَاَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَّا عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَّا

(৬০) তোমার বন্ধুর সাথে বন্ধুত্বে মাত্রাতিরিক্ত কর না হয়তঃ কোনদিন সে তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তোমার দুশমনের সাথে শত্রুতায়ও মাত্রাতিরিক্ত কর না হয়তঃ কোন দিন সে তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।

(٦١) قَلِيْلٌ تَدُوْمُ عَلَيْهِ اَرْجٰى مِنْ كَثِيْرٍ مَّمْلُوْلٍ

(৬১) অল্প আমল যা তুমি সর্বদা কর ওই অধিক আমল হতে উত্তম যা তুমি বিরক্ত ও নিস্পৃহ হয়ে ছেড়ে দিয়েছো।

(٦٢) بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِّنَ الْعِزَّةِ

(৬২) তোমাদের ও উপদেশাবলীর মধ্যে উদাসীনতার পর্দা পড়ে রয়েছে।

(٦٣) سُئِلَ عَنِ الْقَدْرِ فَقَالَ طَرِيْقٌ مُّظْلِمٌ فَلَا تَسْلُكُوْهُ وَبَحْرٌ عَمِيْقٌ فَلَا تَلْجُوْهُ وَسِرُّ اللّٰهِ فَلَا تَتَكَلَّفُوْهُ

(৬৩) একদা তাঁকে ভাগ্যলিপি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হল তিনি বললেন, এ হল একটা অন্ধকার পথ তার উপর চলো না, এ হল এক গভীর সমুদ্র তাতে ডুব দিয়ো না! এটা আল্লাহর এক রহস্য বিশেষ, তা অর্জন করতে প্রয়াসী হয়ো না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(٦٤) لَوْ لَمْ يَتَوَعَّدِ اللّٰهُ عَلٰى مَعْصِيَتِهٖ لَكَانَ يَجِبُ اَنْ لَّا يُعْصٰى شُكْرًا لِّلنِّعْمَةِ

(৬৪) যদি আল্লাহ তায়া'লা তাঁর বিরুদ্ধাচরণের জন্য আযাব ও শাস্তির ঘোষণা নাও করতেন তবেও ওয়াজিব ছিল- তাঁর নে'মতরাজির শুকরিয়ার্থে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ না করা।

(٦٥) اِتَّقُوْا مَعَاصِى اللّٰهِ فِى الْخَلَوَاتِ فَاِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ

(৬৫) তোমরা নির্জনতায় আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকবে। কেননা তার উপর সাক্ষ্যদাতা স্বয়ং বিচারক।

(٦٦) مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الْاِثْمُ بِهٖ وَالْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُوْبٌ

(৬৬) যে ব্যক্তি পাপের মাধ্যমে জয়লাভ করেছে প্রকৃতপক্ষে সে জয়লাভ করেনি এবং যে ব্যক্তি জুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে বিজয়ী হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সে পরাভূত।

(٦٧) اَلدَّاعِىْ بِلَاعَمَلٍ كَالرَّامِىْ بِلَاوَتَرٍ

(৬৭) আমল ব্যতীত দোয়াকারী যেন ধনুক ব্যতীত তীর নিক্ষেপকারী।

(٦٨) اَلْعِفَافُ زِيْنَةُ الْفَقْرِ وَالشُّكْرُ زِيْنَةُ الْغِنٰى

(৬৮) ভিক্ষা না করা দারিদ্র্যের শোভা এবং শোকর করা ধনীর শোভা।

(٦٩) يَوْمُ الْعَدْلِ عَلَى الظَّالِمِ اَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الْجَوْرِ عَلَى الْمَظْلُوْمِ

(৬৯) জালিমের জন্য ন্যায়বিচার ও ইনসাফের দিন মজলুমের নির্যাতিত হওয়ার দিন অপেক্ষা কঠিনতম হবে।

(٧٠) اَشَدُّ الذُّنُوْبِ مَا اسْتَهَانَ بِهٖ صَاحِبُهٗ

(৭০) কঠিনতম পাপাচার হল যাকে পাপাচারী হালকা ও মামুলী মনে করে।

(٧١) مَنْ نَظَرَ فِىْ عَيْبِ نَفْسِهٖ اِشْتَغَلَ عَنْ عَيْبِ غَيْرِهٖ

(৭১) যে ব্যক্তি নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে সে অন্যের দোষান্বেষণ থেকে বিরত থাকবে।

(٧٢) اَكْبَرُ الْعَيْبِ اَنْ تَعِيْبَ مَا فِيْكَ مِثْلُهٗ

(৭২) সর্বাপেক্ষা বড় দোষ হল মানুষের ওই সব দোষের সমালোচনা করা যা তোমার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

(٧٣) قِيْلَ لَوْ سُدَّ عَلٰى رَجُلٍ بَابُ بَيْتِهٖ وَتُرِكَ فِيْهِ مِنْ اَيْنَ كَانَ يَاْتِيْهِ رِزْقُهٗ؟ فَقَالَ مِنْ حَيْثُ يَاْتِيْهِ اَجَلُهٗ!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৭৩) একদা তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল- যদি একজন লোককে কোন ঘরে আবদ্ধ করে দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় তা হলে তার রিযিক কোত্থেকে আসবে? তিনি বললেন, যেখান থেকে তার মৃত্যু আসবে!

(٧٤) اَلْعِلْمُ مَقْرُوْنٌ بِالْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَالْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَاِنْ اَجَابَهٗ وَاِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ

(৭৪) ইলম আমলের সাথে সম্পৃক্ত। যার ইলম রয়েছে সে আমলও করে। ইলম আমলকে ডাক দেয়, যদি সে তার ডাকে সাড়া দেয় তাহলে ভাল নচেৎ ইলম চলে যায়।

(٧٥) اَلَا وَاِنَّ مِنَ النِّعَمِ سِعَةُ الْمَالِ وَاَفْضَلَ مِنْ سِعَةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَدَنِ وَاَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ-

(৭৫) জেনে রাখো, সম্পদের প্রাচুর্য একটি নে'মত। সম্পদের প্রাচুর্য অপেক্ষা স্বাস্থ্য উত্তম এবং স্বাস্থ্য অপেক্ষা অন্তরের পরহেযগারী উত্তম।

(٧٦) مَنْ صَارَعَ الْحَقَّ صَرَعَهٗ

(৭৬) যে ব্যক্তি হকের সাথে মোকাবেলা করবে হক (সত্য) তাকে ধরাশায়ী করবে।

(٧٧) اَلتُّقٰى رَئِيْسُ الْاَخْلَاقِ

(৭৭) পরহেযগারী সমস্ত আদর্শের সরদার।

(٧٨) اِنَّمَا هُوَ عِيْدٌ لِمَنْ قَبِلَ اللّٰهُ صِيَامَهٗ وَشَكَرَ قِيَامَهٗ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللّٰهُ فِيْهِ فَهُوَ عِيْدٌ

(৭৮) নিঃসন্দেহে ঈদ হল সেই ব্যক্তির জন্য যার রোযা আল্লাহ কবুল করেছেন এবং যাকে রাত্রি জাগরণের সওয়াব প্রদান করা হয়েছে। আর যে দিন কোন গুণাহ করা হয় না, সেটাও ঈদের দিন।

(٧٩) اَلزُّهْدُ كُلُّهٗ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ (لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰكُمْ) وَمَنْ لَّمْ يَاْسَ عَلَى الْمَاضِىْ وَلَمْ يَفْرَحْ بِالْاٰتِىْ فَقَدْ اَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ

(৭৯) পূর্ণ ধার্মিকতা কুরআনের দু'টি শব্দের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা ফরমান, পার্থিব যে সম্পদ তোমরা লাভ করতে পারনি তার জন্য আফসোস

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কর না এবং যা লাভ করতে পেরেছ তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রয়াত বিষয়ে চিন্তিত হবে না এবং আগত বিষয়ে কোন আনন্দ পাবে না সে ধার্মিকতার উভয় দিক ধারণ করল। (অর্থাৎ ধার্মিকতার শুরু ও সমাপ্তিকে লাভ করল)।

(٨٠) مَنْهُوْمَانِ لَايَشْبَعَانِ طَالِبُ عِلْمٍ وَطَالِبُ دُنْيَا

(৮০) দু'লোভী কখনো পরিতৃপ্ত হয় না এক. জ্ঞান পিপাসু দুই. দুনিয়া পিপাসু।

(٨١) لِلظَّالِمِ الْبَادِئِ غَدًا بِكَفِّهِ عَضَّةٌ

(৮১) প্রথমে জুলুম ও নির্যাতনকারী কাল কিয়ামতের দিন দুঃখ ও ক্ষোভের কারণে নিজের হাত চিবাবে।

(٨٢) مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرُ بِيَدِهِ

(৮২) যে ব্যক্তি নিজের রহস্যকে গোপন করবে কল্যাণ ও কৌশল তার হাতে থাকবে।

(٨٣) اَلْجُوْدُ حَارِسُ الْاَعْرَاضِ وَالْحِلْمُ فِدَامُ السَّفِيْهِ وَالْعَفْوُ زَكٰوةُ الظَّفَرِ

(৮৩) দানশীলতা ও বদান্যতা ইজ্জত-আব্রুর পাহারাদার, সহিষ্ণুতা ও গাম্ভীর্য নির্বোধ লোকের ঠোঁট সেলাই করে দেয় এবং ক্ষমা করা দুশমনের উপর বিজয়ী হওয়ার যাকাত।

(٨٤) فِىْ تَقَلُّبِ الْاَحْوَالِ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ

(৮৪) অবস্থাদির পরিবর্তনে পুরুষদের মৌলিকত্ব জানা যায়।

(٨٥) كِتَابُكَ اَبْلَغُ مَا يَنْطِقُ عَنْكَ

(৮৫) তোমার চিঠি তোমার বার্তাকে তার তুলনায় ভালভাবে পৌছাবে যে তোমার পক্ষ থেকে মৌখিকভাবে কিছু বর্ণনা করে।

(٨٦) يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَّايَبْقٰى فِيْهِمْ مِّنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهٗ وَمِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُهٗ وَمَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِّنَ الْبِنَاءِ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدٰى سُكَّانُهَا وَعُمَّارُهَا شَرُّ اَهْلِ الْاَرْضِ مِنْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَاِلَيْهِمْ تَاْوِى الْخَطِيْئَةُ يَرُدُّوْنَ مَنْ شَذَّ عَنْهَا فِيْهَا وَيَسُوْقُوْنَ مَنْ تَاَخَّرَعَنْهَا اِلَيْهَا

(৮৬) মানুষের উপর এমন একটি যুগ আসবে যখন কুরআন তাদের মধ্যে প্রথা হিসেবে বাকী থাকবে, ইসলামের কেবল নামই থাকবে। তাদের মসজিদসমূহ নির্মাণের দিক থেকে পরিপূর্ণ হবে কিন্তু হেদায়তের দিক থেকে শূণ্য হবে। তাদের মধ্যে বসবাসকারী ও নির্মাণকারীরা হবে নিকৃষ্টতম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পৃথিবীবাসী। তাদের মধ্য থেকে ফিৎনা ও ফ্যাসাদ প্রকাশিত হবে এবং অপকর্ম তাদেরকে ঘিরে ধরবে। যে ব্যক্তি পাপাচার থেকে পৃথক হবে তাকে পাপাচারে প্রত্যানয়ন করবে এবং যে ব্যক্তি পাপাচার থেকে পিছনে পড়ে যাবে তাকে পাপাচারের দিকে টেনে নিবে।

(٨٧) وَقَالَ لَهٗ بَعْضُ الْيَهُوْدِ مَا دَفَنْتُمْ نَبِيَّكُمْ حَتّٰى اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهٗ اِنَّمَا اخْتَلَفْنَا عَنْهُ لَا فِيْهِ وَلٰكِنَّكُمْ مَا جَفَّتْ اَرْجُلُكُمْ مِّنَ الْبَحْرِ حَتّٰى قُلْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ فَقَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ

(৮৭) একদা কতেক য়াহুদী তাঁকে সমালোচনা আকারে বলল, এখনো আপনাদের নবী দাফনও হয়নি- আপনারা তাঁকে নিয়ে মতবিরোধ শুরু করে দিয়েছেন? তিনি বললেন, আমরা তাঁর বাণীসমূহের মর্ম নিয়ে মতবিরোধ করেছি, তাঁর নবুওয়াত ও রিসালত কিংবা তাঁর শান নিয়ে মতবিরোধ করিনি। কিন্তু তোমরা তো ওই সম্প্রদায় যে, এখনো তোমাদের পা থেকে সমুদ্রের পানি শুকায়নি- তোমরা তোমাদের নবীকে বলেছিলে, মূর্তিপূজকদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়ে দিন; (অথচ তোমরা সমুদ্র পার হওয়ার সময় আল্লাহর কুদরত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলে) তখন তোমাদের নবী ফরমায়েছিলেন, তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়।

(٨٨) عِظَمُ الْخَالِقِ عِنْدَكَ يُصَغِّرُ الْمَخْلُوْقَ فِىْ عَيْنِكَ

(৮৮) বিশ্ব স্রষ্টাকে মহান ও মহত্তম জ্ঞান করা সৃষ্টি জগতকে তোমার দৃষ্টিতে তুচ্ছ করে দিবে।

(٨٩) مَازَنٰى غَيُوْرٌ قَطُّ

(৮৯) আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো ব্যভিচার করে না।

(٩٠) اَلرَّاضِىْ بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ فِيْهِ مَعَهُمْ وَعَلٰى كُلِّ دَاخِلٍ فِى بَاطِلٍ اِثْمَانِ اِثْمُ الْعَمَلِ بِهٖ وَاِثْمُ الرِّضَا بِهٖ

(৯০) যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কোন কর্মে সম্মত হল যেন তাদের সাথে সে নিজেও ওই কর্মে অন্তর্ভুক্ত হল। প্রত্যেক ভ্রান্ত কর্মে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির উপর দু'টি গুণাহ রয়েছে, একটি ভ্রান্ত কর্ম করার এবং দ্বিতীয়টি ভ্রান্ত কর্মে সম্মত হওয়ার।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(٩١) مَنْ نَّظَرَ فِىْ عُيُوْبِ النَّاسِ فَانْكَرَهَا ثُمَّ رَضِيَهَا لِنَفْسِهٖ فَذٰلِكَ الْاَحْمَقُ

(৯১) যে ব্যক্তি মানুষের দোষ দেখে তা খারাপ মনে করে অতঃপর নিজের জন্য ওই দোষগুলো অবলম্বন করে সে বোকা।

(٩٢) اَلتَّقْصِيْرُ فِىْ حُسْنِ الْعَمَلِ اِذَا وَثِقْتَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ غَبْنٌ

(৯২) সৎকর্মে সংকোচন করা মারাত্মক ভুল যখন তার উপর সওয়াব প্রাপ্তির বিশ্বাস তোমার রয়েছে।

(٩٣) لَا شَرَفَ اَعْلٰى مِنَ الْاِسْلَامِ وَلَا عِزَّ اَعَزُّ مِنَ التَّقْوٰى وَلَا مَعْقَلَ اَحْسَنُ مِنَ الْوَرَعِ وَلَا شَفِيْعَ اَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ وَلَا كَنْزَ اَغْنٰى مِنَ الْقَنَاعَةِ

(৯৩) ইসলাম অপেক্ষা উন্নত কোন আভিজাত্য নেই, তাক্ওয়া (খোদাভীতি) অপেক্ষা সম্মানিত কোন মর্যাদা নেই, ধার্মিকতা ও সংযমশীলতা অপেক্ষা মজবুত ও দৃঢ় কোন দুর্গ নেই,তাওবা অপেক্ষা সফল কোন সুপারিশকারী নেই এবং অল্পে তুষ্টি অপেক্ষা সম্পদশালী কোন খনি নেই।

(٩٤) اَلْحِرْصُ وَالْكِبْرُ وَالْحَسَدُ دَوَاعٍ اِلَى التَّقَحُّمِ فِى الذُّنُوْبِ

(৯৪) লোভ, অহংকার ও হিংসা পাপাচারের আহবায়ক।

(٩٥) اَلدَّهْرُ يَوْمَانِ لَكَ وَيَوْمٌ عَلَيْكَ فَاِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ

(৯৫) যুগের দু'টি দিন রয়েছে। এক. তোমার উপকারের, দ্বিতীয়, তোমার অপকারের। যখন তোমার উপকারের দিন হবে তখন অকৃতজ্ঞ হয়ো না এবং তার উপর গর্বিত হয়ো না। আর যখন তোমার অপকারের দিন হবে তখন ধৈর্য ধারণ করবে।

(٩٦) مَا اَحْسَنَ تَوَاضُعَ الْاَغْنِيَآءِ لِلْفُقَرَآءِ طَلَبًا لِّمَا عِنْدَ اللّٰهِ وَاَحْسَنُ مِنْهُ تِيْهُ الْفُقَرَآءِ عَلَى الْاَغْنِيَآءِ اِتِّكَالًا عَلَى اللّٰهِ

(৯৬) আল্লাহর পক্ষ হতে সওয়াবের অন্বেষণে দরিদ্রদের সাথে ধনীদের বিনয় ব্যবহার কত উত্তম এবং দরিদ্রদের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করতঃ ধনীদের তোষামোদ না করা তার চেয়েও উত্তম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(٩٧) اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ هُمُ الَّذِيْنَ نَظَرُوْا اِلٰى بَاطِنِ الدُّنْيَا اِذَا نَظَرَ النَّاسُ اِلٰى ظَاهِرِهَا وَاشْتَغَلُوْا بِاٰجِلِهَا اِذَا اشْتَغَلَ النَّاسُ بِعَاجِلِهَا فَاَمَاتُوْا مِنْهَا مَا خَشُوْا اَنْ يُّمِيْتَهُمْ وَتَرَكُوْا مِنْهَا مَا عَلِمُوْا اَنَّهٗ سَيَتْرُكُهُمْ وَرَاَوُا اسْتِكْثَارَ غَيْرِهِمْ مِّنْهَا اِسْتِقْلَالًا وَدَرَكَهُمْ لَهَا فَوْتًا اَعْدَآءُ مَا سَالَمَ النَّاسُ وَسِلْمُ مَا عَادَى النَّاسُ بِهِمْ عُلِمَ الْكِتَابُ وَبِهٖ عَلِمُوْا وَبِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَبِهٖ قَامُوْا لَا يَرَوْنَ مَرْجُوًّا فَوْقَ مَا يَرْجُوْنَ وَلَا مَخُوْفًا فَوْقَ مَا يَخَافُوْنَ

(৯৭) আল্লাহর অলি তো তারাই যারা দুনিয়ার বাতেনের (প্রচ্ছন্ন) প্রতি দৃষ্টি দেয় যখন মানুষ দুনিয়ার 'যাহের' (বাহ্যিক) নিয়ে প্রমত্ত হয়ে যায়। তারা তাদের পরকাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে যখন মানুষ তাদের ইহকাল নিয়ে ব্যস্ত হয়। তারা নফসের অভিলাষকে শেষ করে দেয় যা নিয়ে আশঙ্কাবোধ করে যে, এটা তাদেরকে ধ্বংস করবে এবং দুনিয়ার সেই বস্তুকে পরিহার করে যা সম্পর্কে তারা জানে যে, শীঘ্রই এটা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। দুনিয়ার যে সম্পদ অপরাপর লোকদের দৃষ্টিতে প্রচুর হয়ে থাকে তাকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে। যখন মানুষ দুনিয়া লাভ করে তখন তারা মনে করে দুনিয়া তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তারা মানুষের সাথে মেলামেশার বৈরী মানুষ তাদের সাথে মেলামেশার বৈরী। আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান তাদের রয়েছে এবং তারা তা জানে। আল্লাহর কিতাব তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তারা আল্লাহর কিতাব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তারা যা প্রত্যাশা করে তার উর্ধ্বে কোন প্রত্যাশায় তারা বিশ্বাসী নয় এবং তারা যা ভয় করে তদপেক্ষা ভীতিপ্রদ কিছু মনে করে না।

তিনি তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রাঃ) কে বলেছেন, বৎস! আমার চারটি উপদেশ মনে রাখবে! যদি এগুলোর উপর আমল কর তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না!

(٩٨) اِنَّ اَغْنَى الْغِنٰى الْعَقْلُ وَاَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمْقُ وَاَوْحَشُ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ وَاَكْرَمُ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ يَا بُنَىَّ اِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْاَحْمَقِ فَاِنَّهٗ يُرِيْدُ اَنْ يَّنْفَعَكَ فَيَضُرَّكَ وَاِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيْلِ فَاِنَّهٗ يَبْعُدُ عَنْكَ اَحْوَجَ مَا تَكُوْنُ اِلَيْهِ وَاِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ فَاِنَّهٗ يَبِيْعُكَ بِالتَّافِهِ وَاِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ فَاِنَّهٗ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيْدَ وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيْبَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৯৮) নিঃসন্দেহ সর্বাপেক্ষা বড় ধন হল বিবেক, সর্বাপেক্ষা বড় অভাব বোকামি ও বিবেকহীনতা, সর্বাপেক্ষা বড় নির্জনতা গর্ব ও অহংকার এবং সর্বাপেক্ষা বড় বুযর্গী হল সচ্চরিত্র। বৎস! বোকার বন্ধুত্ব থেকে পরহেয করবে। কেননা সে চাইবে তো তোমার লাভ করতে কিন্তু অজ্ঞতার কারণে তোমার ক্ষতি করবে, কৃপণের বন্ধুত্ব থেকে দূরে থাকবে। কেননা যখন তোমায় তার সাহায্যের প্রয়োজন হবে সে তোমার সাহায্য না করে তোমার নিকট থেকে দূরে সরে যাবে। দুর্বৃত্তের বন্ধুত্ব থেকেও বিরত থাকবে কেননা সে মামুলী মূল্যের বিনিময়ে তোমাকে বিক্রি করবে। মিথ্যাবাদীর বন্ধুত্ব থেকেও পরহেয করবে কেননা সে মরীচিকার ন্যায়। সুতরাং সে দূরবর্তীকে তোমার নিকটবর্তী এবং নিকটবর্তীকে তোমার দূরবর্তী প্রকাশ করবে।

(٩٩) وَسُئِلَ عَنِ الْاِيْمَانِ فَقَالَ اَلْاِيْمَانُ عَلٰى اَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الصَّبْرِ وَالْيَقِيْنِ وَالْعَدْلِ وَالْجِهَادِ وَالصَّبْرُ مِنْهَا عَلٰى اَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الشَّوْقِ وَالشَّفَقِ وَالزُّهْدِ وَالتَّرَقُّبِ فَمَنِ اشْتَاقَ اِلَى الْجَنَّةِ سَلَا عَنِ الشَّهَوَاتِ وَمَنْ اَشْفَقَ مِنَ النَّارِ اِجْتَنَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَمَنْ زَهِدَ فِى الدُّنْيَا اِسْتَهَانَ بِالْمُصِيْبَاتِ وَمَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ اِلَى الْخَيْرَاتِ وَالْيَقِيْنُ مِنْهَا عَلٰى اَرْبَعِ شُعَبٍ عَلٰى تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ وَتَاَوُّلِ الْحِكْمَةِ وَمَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ وَسُنَّةِ الْاَوَّلِيْنَ فَمَنْ تَبَصَّرَ فِى الْفِطْنَةِ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْحِكْمَةُ وَمَنْ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْحِكْمَةُ عَرَفَ الْعِبْرَةَ وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَكَاَنَّمَا كَانَ فِى الْاَوَّلِيْنَ وَالْعَدْلُ مِنْهَا عَلٰى اَرْبَعِ شُعَبٍ عَلٰى غَائِصِ الْفَهْمِ وَغَوْرِ الْعِلْمِ وَزَهْرَةِ الْحُكْمِ وَرَسَاخَةِ الْحِلْمِ فَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْمِ وَمَنْ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْمِ صَدَرَ عَنْ شَرَائِعِ الْحُكْمِ وَمَنْ حَلُمَ لَمْ يُفَرِّطْ فِى اَمْرِهِ وَعَاشَ فِى النَّاسِ حَمِيْدًا- وَالْجِهَادُ مِنْهَا عَلٰى اَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصِّدْقِ فِى الْمَوَاطِنِ وَشَنَاٰنِ الْفَاسِقِيْنَ فَمَنْ اَمَرَ بِالْمَعْرُوْفِ شَدَّ ظُهُوْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ نَهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ اَرْغَمَ اُنُوْفَ الْكَافِرِيْنَ وَمَنْ صَدَقَ فِى الْمَوَاطِنِ قَضٰى مَا عَلَيْهِ وَمَنْ شَنِئَ الْفَاسِقِيْنَ وَغَضِبَ لِلّٰهِ غَضِبَ اللّٰهُ لَهُ وَاَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

(৯৯) একদা তাঁকে ঈমান সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, ঈমান

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা হল ধৈর্য, বিশ্বাস, ন্যায়পরায়ণতা ও জিহাদ। ধৈর্যের রয়েছে চারটি শাখা- প্রত্যাশা, ভয়, ধার্মিকতা ও প্রতীক্ষা। অতএব যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রত্যাশী হবে সে কু-প্রবৃত্তিকে বর্জন করবে এবং যে ব্যক্তি দোযখকে ভয় করবে সে হারাম থেকে পরহেয করবে। যে ব্যক্তি ইহকালে ধার্মিকতা অবলম্বন করবে বিপদাপদ তার জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকবে সে সৎকর্মের প্রতি গতিশীল হবে। এইভাবে বিশ্বাসেরও চারটি শাখা রয়েছে। তীক্ষ্মদৃষ্টি, দর্শনের ব্যাখ্যা, সাবধানতার উপদেশ ও পূর্বসুরীদের তরীকা। অতএব যে ব্যক্তি গবেষণা সহকারে অনুধাবন করবে তার জন্য হিকমত (দর্শন) প্রকাশিত হবে। যার জন্য হিকমত প্রকাশিত হল সে সাবধান বাণী চিনতে পারল এবং যে সাবধানবাণী চিনতে পারল সে যেন পূর্বসুরীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এইভাবে ন্যায়পরায়ণতারও চারটি শাখা রয়েছে। বিবেক ও বুদ্ধিতে সাঁতরিয়ে যাওয়া, ইলমের যাহের ও বাতেনকে জানা, হুকুমকে উজ্জ্বল করা, গাম্ভীর্য স্থিতিশীল রাখা। সুতরাং যে ব্যক্তি বিবেক ও বুদ্ধি সহকারে জ্ঞান লাভ করবে সে ইলমের যাহের ও বাতেনকে জানতে পারবে এবং যে ইলমের যাহের ও বাতেনকে জানতে পারবে সে শরীয়ত মোতাবেক হুকুম জারি করবে। যে ব্যক্তি গাম্ভীর্য অবলম্বন করবে সে তার কর্মে ভুল করবে না এবং মানুষের মধ্যে প্রশংসিত হয়ে থাকবে। এইভাবে জিহাদেরও চারটি শাখা রয়েছে। সৎ কাজের আদেশ দেয়া, অসৎ কাজে নিষেধ করা, রণাঙ্গণ অর্থাৎ যুদ্ধের সময় সততা অবলম্বন করা এবং পাপাচারীদেরকে ঘৃণা ও তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা। সুতরাং যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ দিবে সে মো'মিনদের মনোবল চাঙ্গা করবে, যে ব্যক্তি রণাঙ্গণে সততা অবলম্বন করবে সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। যে ব্যক্তি পাপাচারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে এবং আল্লাহর জন্য তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাপাচারীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তাকে সন্তুষ্ট করবেন।

(١٠٠) يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَعْجَلْ فِىْ عَيْبِ اَحَدٍ بِذَنْبِهٖ فَلَعَلَّهٗ مَغْفُوْرٌ لَّهٗ وَلَا تَاْمَنْ عَلٰى نَفْسِكَ صَغِيْرَ مَعْصِيَةٍ فَلَعَلَّكَ مُعَذَّبٌ عَلَيْهِ

(১০০) হে আল্লাহর বান্দা! কোন গুণাহের কারণে কারো দোষান্বেষণ কর না, কারণ হতে পারে-- তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আর তুমি নিজের ব্যাপারে সগীরা গুণাহ থেকেও শঙ্কাহীন হয়ো না, কারণ হতে পারে- তার জন্য তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে!

(١٠١) اَلْاِيْمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَاِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ

(১০১) অন্তরের মা'রেফত (বিশ্বাস), মুখের স্বীকৃতি ও (শরীয়তের) আরকানের (মূল ভিত্তি) আমলের নাম ঈমান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(١٠٢) يَا جَابِرُ قَوَامُ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا بِاَرْبَعَةٍ عَالِمٍ مُّسْتَعْمِلٌ عِلْمَهُ وَجَاهِلٍ لَايَسْتَنْكِفُ اَنْ يَتَعَلَّمَ وَجَوَادٍ لَّايَبْخَلُ بِمَعْرُوْفِهٖ وَفَقِيْرٍ لَايَبِيْعُ اٰخِرَتَهٗ بِدُنْيَاهُ فَاِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ وَاِسْتَنْكَفَ الْجَاهِلُ اَنْ يَّتَعَلَّمَ وَاِذَا بَخِلَ الْغَنِيُّ بِمَعْرُوْفِهٖ وَبَاعَ الْفَقِيْرُ اٰخِرَتَهٗ بِدُنْيَاهُ

(১০২) হে জাবির! দ্বীন ও দুনিয়া চার ব্যক্তি দ্বারা স্থিতিশীল রয়েছে (১) যে আলেম নিজের জ্ঞানকে ব্যবহার করে (২) যে মূর্খ জ্ঞান অর্জন করতে লজ্জাবোধ করে না (৩) যে দানশীল তার অনুগ্রহে কার্পণ্য করে না (৪) যে ফকীর নিজের আখিরাতকে দুনিয়ার পরিবর্তে বিক্রয় করে না। অতএব যখন আলেম তার জ্ঞানের অপপ্রয়োগ করবে, মূর্খ লোক জ্ঞান অর্জনে শরম ও লজ্জাবোধ করবে, ধনী ও দানশীল লোক দান ও অনুগ্রহ করতে কার্পণ্য করবে এবং ফকীর পরকালকে ইহকালের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিবে তখন দ্বীন ও দুনিয়া স্থিতিশীল থাকবে না।

(١٠٣) اِنَّهٗ بَايَعَنِيْ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا اَبَابَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلٰى مَا بَايَعُوْهُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ اَنْ يَّخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ اَنْ يَّرُدَّ وَاِنَّمَا الشُّوْرٰى لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَاِنْ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى رَجُلٍ وَّسَمُّوْهُ اِمَامًا كَانَ ذٰلِكَ لِلّٰهِ رِضًا فَاِنْ خَرَجَ عَنْ اَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ اَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوْهُ اِلٰى مَاخَرَجَ مِنْهُ فَاِنْ اَبٰى قَاتَلُوْهُ عَلٰى اِتِّبَاعِهٖ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَوَلَّاهُ مَاتَوَلّٰى

(১০৩) নিশ্চয়ই তারাই আমার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছে যারা হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমানের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিল সেই শর্তাবলীর উপর যেগুলোর উপর তাঁদের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিল। সুতরাং এখন কোন উপস্থিত লোকের জন্য এই অধিকার নেই যে, সে অন্য কাউকে গ্রহণ করবে এবং কোন অনুপস্থিত লোকের জন্যও এই অধিকার নেই যে, সে আমার খেলাফতকে বর্জন করবে। তবে খেলাফতের পরামর্শের অধিকার মুহাজির ও আনসারদের রয়েছে। অতএব যদি মুহাজির ও আনসারগণ কোন ব্যক্তি সম্পর্কে একমত হন এবং ইমামত ও খেলাফতের জন্য তার নাম ঘোষণা করেন তা হলে তিনি আল্লাহর মনোনীত ইমাম হবেন। অতঃপর যদি কোন ব্যক্তি মুহাজির ও আনসারদের ঐকমত্য থেকে কোন বিরূপ মন্তব্য করতঃ কিংবা কোন নতুন বিষয় আবিষ্কার করতঃ বের হয়ে যায় তা হলে মুসলমানদের উচিৎ- তাকে পুনরায় ওই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঐকমত্যের দিকে প্রত্যানয়ন করা যা থেকে সে বের হয়ে গেছে। আর যদি সে অস্বীকার করে তা হলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কেননা সে মো'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করেছে এবং আল্লাহ তাকে সে দিকে ফিরিয়ে দিবেন যে দিকে সে ফিরে গেছে।

(١٠٤) لَقَدْ رَاَيْتُ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ فَمَا اَرٰى اَحَدًا مِّنْكُمْ يُشْبِهُهُمْ لَقَدْ كَانُوْا يُصْبِحُوْنَ شُعْثًا غُبْرًا وَّقَدْ بَاتُوْا سُجَّدًا وَّقِيَامًا يُّرَاوِحُوْنَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَخُدُوْدِهِمْ وَيَقِفُوْنَ عَلٰى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ كَاَنَّ بَيْنَ اَعْيُنِهِمْ رُكَبَ الْمِعْزٰى مِنْ طُوْلِ سُجُوْدِهِمْ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ هَمَلَتْ اَعْيُنُهُمْ حَتّٰى تَبُلَّ جُيُوْبَهُمْ وَمَادُوْا كَمَا يَمِيْدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيْحِ الْعَاصِفِ خَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ وَرَجَاءَ لِلثَّوَابِ

(১০৪) নিঃসন্দেহে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে দেখেছি। তোমাদের মধ্যে এমন কাউকে দেখছি না যাকে তাদের সাথে তুলনা করা যায়। তারা এলোমেলো চুল ও ধূলিময় চেহারায় সকাল যাপন করতেন আর তাদের রাত্রি অতিবাহিত হতো সাজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান থেকে। কখনো তাদের ললাট মাটিতে লেগে থাকতো এবং কখনো গন্ডদেশ। তারা তাদের পরকালের স্মরণে এইরূপ নিথর হয়ে যেতো যেমন ডাল-পালাহীন খেজুর গাছের কাণ্ড। দীর্ঘ সাজদার কারণে তাদের নয়নযুগলের মধ্যস্থিত ললাট এইরূপ হয়ে গেছে যেমন ছাগলের হাটু। যখন আল্লাহ তায়া'লার যিকির হতো। তখন তাদের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে যেতো এমনকি তাদের পকেট ও আঁচল সিক্ত করে ফেলতো। তারা শাস্তির ভয়ে এবং সওয়াবের আশায় এইভাবে কম্পমান থাকতো যেভাবে ঘূর্ণিঝড়ের সময় কম্পমান থাকে গাছপালা।

উল্লেখ্য যে, আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (কাঃ)'র এই সমুদয় বাণী শিয়া মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ নাহজুল বালাগাহ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। শেষোক্ত দু'টি বাণী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

প্রথম বাণী দ্বারা প্রমাণিত হল- খলীফা নির্বাচনের অধিকার মুহাজির ও আনসারদের ছিল এবং তাদের নির্বাচিত খলীফাই হতো আল্লাহ তায়া'লার মনোনীত খলীফা। অতঃপর যে ব্যক্তি তার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাকে অমান্য করে সে সন্ত্রাসী ও মো'মিনদের পথ থেকে বিচ্যুত। প্রতীয়মান হল খলীফাত্রয় (হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান) বরহক খলীফা ছিলেন। তাদেরকেও মুহাজির ও আনসারগণ সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত করেছিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় বাণীতে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)'র ফযায়েল, তাক্ওয়া ও পরহেযগারী দিবালোকের চেয়েও উজ্জ্বলতর। এমনকি হযরত আলী তাঁর সমস্ত ভক্ত ও অনুরক্তদেরকে বলছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এইরূপ অতুলনীয় ছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে কাউকে তাদের মত ও উপমেয় দেখা যাচ্ছে না। উগ্রবাদী ও গোঁড়া ধরনের লোকজন হতে তো কোন আশা করা যায় না, তারা তো ভুল ব্যাখ্যাই করবে। কিন্তু ইনসাফপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট হতে পুরোপুরি আশা রাখি যে, তারা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতঃ সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নিবেন।

বা'বে মদীনায়ে ইলম অ-হিকমত, শাহানশাহে বেলায়ত, সায়্যিদুস সাদাত, মাওলায়ে কায়েনাত, শের-ই খোদা, মুশকিল কোশা, আমীরুল মো'মেনীন, খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসনাইন আলী (কাঃ)'র ইলম ও মা'রেফতের সমুদ্র থেকে এই কতিপয় মুক্তা পেশ করা হল। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা তার ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তিতে অদ্বিতীয় বরং মানব জীবনের কামেয়াবী ও সফলতার নিশ্চায়ক। তবে শর্ত হল-এগুলো পাঠ করে পুলকিত হওয়ায় যেন সীমাবদ্ধ না থাকে এবং এই বাণীসমূহের উপর যেন আমল করে এগুলোকে দিশারী ও পথ নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করতঃ দুনিয়া ও আখিরাতকে যেন সুন্দর করে তুলে।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতায়া'লা তাঁর হাবীব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আ'লিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারাকা ওয়াসাল্লামার অসীলায় এই মোবারক বাণীসমূহ দ্বারা যেন মুসলমানদেরকে উপকৃত করেন।

পরিশেষে পাঠকদের খেদমতে আবেদন-তারা যেন আমার জন্য দোয়া করেন আল্লাহ তায়া'লা যেন এই মোবারক আলোচনাকে আমার ও সকল মো'মিনদের জন্য উপকারী ও সুপারিশের মাধ্যমে পরিণত করেন এবং যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى حَبِيْبِهٖ سَيِّدِنَا وَشَفِيْعِنَا وَحَبِيْبِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ۔

খাদেম-ই আহলে সুন্নাত
মুহাম্মদ শফী আল-খতীব
উকাড়ভী গুফিরালাহু
করাচী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

سفینۂ نوح علیہ السلام

সফীনা-ই নূহ আলাইহিস সালাম

(ফযায়েলে আহলে বায়ত)

দ্বিতীয় খন্ড

মূল

খতীবে পাকিস্তান আল্লামা
মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ভাষান্তর

মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দিন
মুহাদ্দিস
ফয়জুল বারী সিনিয়র মাদ্রাসা
শাহামীরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।

জান্নাত প্রকাশন
চট্টগ্রাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
اهل البيت ويطهركم تطهيرا

হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদরকে সম্পূর্নরূপে পবিত্র করতে।

সূরা আহযাব, আয়াত- ৩৩

انکی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں
آیۂ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা

তাঁর মোবারক নাম ফাতেমা (রাঃ) এবং উপাধি সৈয়দা, যাহ্‌রা, বতূল, তাহেরা ও যাকিয়া,রাদ্বিয়া ও মার্‌দ্বিয়া,আবেদা ও যাহেদা।

ফাতেমা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, বিশ্বকুল সরদার হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

اِنَّمَا سَمَّيْتُ اِبْنَتِىْ فَاطِمَةَ لِاَنَّ اللّٰهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّيْهَا عَنِ النَّارِ

আমি আমার কন্যার নাম রাখলাম ফাতেমা কেননা আল্লাহ তায়া'লা তাকে ও তার ভালবাসা পোষণকারীগণকে দোযখ থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৬,পৃষ্ঠা-২১৯, সাওয়ায়িকে মুহরিকা পৃষ্ঠা-১৫১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

اِنَّ فَاطِمَةَ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَ اللّٰهُ ذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ

ফাতেমা তার সতীত্ব রক্ষা করেছে ফলে আল্লাহ তায়া'লা তার বংশধরকে দোযখের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। (আল-মুস্তাদরিক-হাকেম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫২)

যাহ্‌রা

মুকুল, অত্যন্ত সুন্দর। আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে অনেক রূপ ও সৌন্দর্য দান করেছিলেন। যেমন হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একদা আমি আমার জননীকে হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (রাঃ) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেনঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

كَانَتْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

সৈয়দা পূর্ণিমা রাতের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুন্দরী ছিলেন।

বতূল

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত। যেহেতু তাঁর ধ্যান দুনিয়া ও তার ভোগ-বিলাসের প্রতি ছিল না বরং সর্বক্ষণ আল্লাহ তায়া'লার ধ্যানেই থাকতেন। এইজন্য তাঁকে বতূল বলা হয়।

তাহেরা ও যাকিয়া

পাক-পবিত্র। যেহেতু তিনি বাল্যকাল থেকেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কৃপা দৃষ্টি ও সংশ্রবে আত্মশুদ্ধি এবং জাহেরী ও বাতেনী পবিত্রতা অর্জন করেছিলেন। এইজন্য তিনি তাহেরা ও যাকিয়া উপাধিতে ভূষিত হন।

রাদ্বিয়া ও মারদ্বিয়া

যেহেতু তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহ তায়া'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকতেন, এইজন্য তাঁকে রাদ্বিয়া ও মারদ্বিয়া বলা হয়।

আবেদা ও যাহেদা

তাঁর পুরো জীবনটাই ধার্মিকতা ও ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত হয়েছে। যেমন আপনারা পরবর্তী আলোচনায় প্রত্যক্ষ করবেন। এইজন্য তাঁকে যাহেদা ও আবেদা উপাধিতে স্মরণ করা হয়।

জন্ম

তিনি নবুওয়াতের প্রথম সনে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স মোবারক ছিল তখন একচল্লিশ বছর। অপরাপর সকল ছেলে-মেয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে হয়েছিল। যেহেতু তাঁর জন্ম নবুওয়াত যুগের নূর ও তাজাল্লীতে (জ্যোতি) হয়েছে সেহেতু তাঁর মর্যাদা নবী দুহিতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী।

বাল্যকাল

তাঁর শৈশব ও জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল নির্মল। এইরূপ কেন হবে না যখন রহমতে আলম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রাঃ)'র স্নেহময় কোল ছিল তাঁর লালনক্ষেত্র। তিনি দিন-রাত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খাদীজাতুল কোবরার পবিত্র মুখ থেকে অনাবিল কথা ও খোদা চেনার আলোচনা শুনতেন এবং তাঁদের পবিত্র কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করতেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জননীর ইন্তেকাল

তাঁর বয়স মোবারক ছিল তখন নয় বছর, তাঁর মহানুভব আম্মা হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রাঃ) তাঁকে উৎকৃষ্ট প্রতিপালন করতঃ ইন্তেকাল করেন। তাঁর ওফাতে সর্বাপেক্ষা শোকাহত হয়েছিলেন তিনি ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

বিবাহ

যখন তাঁর বয়স মোবারক প্রায় সাড়ে পনের বছর হল তখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়া'লার হুকুমে হযরত আলী মুরতাযা (কাঃ)'র সাথে তাঁকে অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে বিয়ে দেন। হযরত আলীর বয়স ছিল তখন চব্বিশ বছরের কাছাকাছি। বিবাহের পর তিনি পানিতে ফুঁক দিয়ে উভয়ের উপর ছিটা দিলেন এবং ফরমালেন, আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের বংশধরকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১১৩)

ফযায়েল

তাঁর ফযায়েল অসংখ্য। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা, নয়নমণি এবং তাঁর আহলে বায়তের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। খায়বার বিজেতা, শের-ই খোদা হযরত আলী মুরতাযা (কাঃ)'র সহধর্মিণী, হাসনাইনে করীমাইন অর্থাৎ হযরত হাসান ও হোসাইনের মহীয়সী আম্মা এবং জগতের রমণীকূল সরদার। বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওলাদের ধারা তাঁর মাধ্যমেই চালু করেছেন।

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا

تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পবিত্র বংশের প্রত্যেকটা সন্তানই নূরের, আপনি তো মূল নূর, আপনার খান্দানের সবাই নূর। উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَاتَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِىْ سَيِّدَةَ نِسَآءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَوْ نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে ফরমায়েছেন-তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি সমগ্র বিশ্ব ও জান্নাতের নারীদের সরদার হবে? (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, একদা আমি আমার আম্মাকে বললাম, আমাকে অনুমতি দিন- আমি গিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায পড়ব। অতঃপর তাঁর খেদমতে আমার এবং আপনার ক্ষমার জন্য দোয়ার আবেদন করব। আম্মা অনুমতি দিলেন। আমি তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে মাগরিবের নামায তাঁর সাথে আদায় করলাম। অতঃপর তিনি নফল নামায পড়লেন। তারপর ইশার নামায আদায় করেন। যখন তিনি নামায থেকে অবসর হয়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন আমিও তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। তিনি আমার পদধ্বনি শুনে ফরমালেন, তুমি কি হোযাইফা? আমি আরজ করলাম, হ্যাঁ!

قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ وَلِاُمِّكَ اِنَّ هٰذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الْاَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ اِسْتَاذَنَ رَبَّهٗ اَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِيْ بِاَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

তিনি ফরমালেন, তোমার কি প্রয়োজন? আল্লাহ তোমাকে ও তোমার মাকে ক্ষমা করুন! ইনি একজন ফেরেশতা যিনি এই রাত্রির পূর্বে কখনো পৃথিবীতে অবতীর্ণ হননি। এই ফেরেশতা তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে আমাকে এসে সালাম করার অনুমতি নিয়েছেন এবং আমাকে এই সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, ফাতেমা বেহেশতের নারীদের সরদার এবং হাসান ও হোসাইন বেহেশতের যুবকদের সরদার (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম)। (তিরমিযী, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৫৭০)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةُ بِنْتُ مَزَاحِمٍ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, বেহেশতের নারীদের মধ্যে উত্তম হল খাদীজা বিনতে খোয়াইলেদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ, মারয়াম বিনতে ইমরান ও ফেরআউনের স্ত্রী আ'সিয়া বিনতে মুযাহিম। (আল-ইস্তীআব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৭২)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ اَرْبَعٌ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, সমগ্র বিশ্বের নারীদের মধ্যে চারজন শ্রেষ্ঠতম, মারয়াম বিনতে ইমরান, আ'সিয়া বিনতে মুযাহিম, খাদীজা বিনতে খোয়াইলেদ ও ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। (আল-ইস্তীআব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৭২)

হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

يَا بُنَيَّةُ اَمَا تَرْضَيْنَ اَنَّكِ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ؟ قَالَتْ يَا اَبَتِ فَاَيْنَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ؟ قَالَ تِلْكَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ عَالَمِهَا وَاَنْتِ سَيِّدَةُ نِسَاءِ عَالَمِكِ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ زَوَّجْتُكِ سَيِّدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

হে বৎসা! তুমি কি সমগ্র বিশ্বের নারীদের সরদার হওয়াতে সন্তুষ্ট নও? সৈয়দা আরজ করলেন, আব্বাজান! মারয়াম বিনতে ইমরানও তো রয়েছেন? তিনি ফরমালেন? সে তার যুগের নারীদের সরদার তুমি তোমার যুগের নারীদের সরদার। খোদার কসম! তোমার স্বামী দুনিয়া ও আখিরাতে সরদার। (আল-ইস্তীআব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৭১ হিলয়াতুল আউলিয়া খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮২)

কে শ্রেষ্ঠতম?

হযরত মারয়াম সিদ্দীকা (রাঃ) ও হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (রাঃ)'র মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতম? কেউ কেউ বলেছেন, হযরত মারয়াম সিদ্দীকা শ্রেষ্ঠতম। কেননা আল্লাহ তায়া'লা তাঁর সম্বন্ধে ফরমায়েছেন وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ (তার মাতা ছিল সত্যনিষ্ঠ) আরো ফরমায়েছেন وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ (তিনি বিশ্বের নারীদের উপর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমাকে মনোনীত করেছেন) প্রমাণিত হল- তিনি সিদ্দীকাও (সত্যনিষ্ঠ) এবং সমগ্র বিশ্বের নারীদের মধ্যে মনোনীতও।

এর উত্তরে ওলামায়ে কেরাম বলেন, نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ দ্বারা ওই সময়ের নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন বনী ইস্রাঈলকে বলা হয়েছে وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ(আমি তোমাদেরকে বিশ্বের সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।) সুতরাং যেমনিভাবে বনী ইসরাঈলকে তাদের যুগে অন্যান্য গোত্রসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছিল তেমনিভাবে হযরত মারয়ামকে তাঁর যুগের সকল নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক বাণী থেকেও এটাই প্রমাণিত। তিনি হযরত ফাতেমাকে ফরমায়েছেন,

تِلْكَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ عَالَمِهَا وَاَنْتِ سَيِّدَةُ نِسَاءِ عَالَمِكِ

সে তার যুগের নারীদের সরদার এবং তুমি তোমার যুগের নারীদের সরদার। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আরো ফরমায়েছেন ঃ

اَرْبَعُ نِسْوَةٍ سَادَاتُ عَالَمِهِنَّ مَرْيَمُ بِنْتِ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةُ بِنْتِ مَزَاحِمَ وَخَدِيْجَةُ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَاَفْضَلُهُنَّ عَالَمًا فَاطِمَةُ

চারজন নারী ছিল স্ব স্ব যুগের সরদার। মারয়াম বিনতে ইমরান, আ'সিয়া বিনতে মুযাহিম (ফেরআউনের স্ত্রী) খাদীজা বিনতে খোয়াইলেদ ও ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হল ফাতেমা যাহরা। (দুর্রে মানসুর, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩, কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২২৭)

যাই হোক, এটাই বাস্তব যে, হযরত সৈয়দা ফাতেমা যাহরা (রাঃ) হযরত মারয়াম ও হযরত আ'সিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।

ডক্টর ইকবাল (রহঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ)'র সমীপে ভক্তির নজরানা পেশ করতঃ কি সুন্দর বলেন ঃ

مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز ❊ از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز

হযরত মারয়াম (আঃ) কেবল একটি সম্বন্ধ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)'র জননী হওয়ার কারণে সম্মানিত। কিন্তু হযরত ফাতেমা যাহরা (রাঃ) তিন সম্বন্ধের কারণে সম্মানিত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

نور چشم رحمۃ للعالمیں ❊ آں امام اوّلین وآخریں

প্রথম সম্বন্ধ হল- তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইমাম রহমতে দোজাহান হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়নমণি ও কলিজার টুকরা।

بانوے آں تاج دار ہل اتی ❊ مرتضٰے مشکل کشا شیر خدا

দ্বিতীয় সম্বন্ধ হল- তিনি তাজেদারে হাল আতা, মাওলায়ে মুরতাযা, মুশকিল কোশা, শের-ই খোদা হযরত আলী (কাঃ)'র সহধর্মিণী।

مادرِ آں مرکز پرکارِ عشق ❊ مادرِ آں قافلہ سالار عشق

তৃতীয় সম্বন্ধ হল- তিনি হযরত হাসান ও হোসাইনের জননী যারা প্রেম কম্পাসের কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রেম কাফেলার সরদার।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّسَاءِ مِنْ اُمَّتِىْ فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, আমার উম্মতের নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম হল আমার কন্যা ফাতেমা। (আল-মুস্তাদ্‌রিক)

হযরত জামী' ইবনে ওমাইর (রাঃ) বলেন, একদা আমি আমার ফুফুর সাথে উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)'র খেদমতে হাজির হলাম ঃ

فَسَاَلْتُ اَىُّ النَّاسِ كَانَ اَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَاطِمَةُ فَقِيْلَ مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَتْ زَوْجُهَا

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বাধিক প্রিয় কে ছিল? (হযরত আয়েশা) বললেন, ফাতেমা। অতঃপর আরজ করা হল, আর পুরুষদের মধ্যে? তিনি বললেন, তাঁর স্বামী (আলী)। (তিরমিযী, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৫৭০)

উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)'র বর্ণিত এই হাদীস এবং এর পূর্বে উল্লেখিত হাদীসে যদি ইনসাফ সহকারে চিন্তা করা হয় তা হলে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, উম্মুল মো'মেনীনের এই রেওয়ায়তসমূহ তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, ইনসাফ, সাধুতা ও সততার অনেক বড় দলীল হওয়ার পাশাপাশি তাঁদের (হযরত আয়েশা ও হযরত ফাতেমা) পরস্পরে গভীর ভালবাসার নিদর্শন। যেমন এই ভাবে ঃ

حدیث دیگر آمده که از فاطمه پرسیدند که آزادمیان که دوست تر بود برسول مقبول صلی الله علیه وسلم ، فرمود عائشة! گفتند از مردمان؟ فرمودند پدرشریف وے

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা হযরত ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করা হল- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাকে অধিক ভালবাসতেন? তিনি বললেন, আয়েশাকে। তারা বলল, আর পুরুষদের মধ্যে? তিনি বললেন, তাঁর পিতা (সিদ্দীক আকবর) কে। (মাদারিজুন্ নবুওয়াত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬১)

হযরত বোরাইদা (রাঃ) বলেন ঃ

كَانَ اَحَبُّ النِّسَاءِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের মধ্যে হযরত ফাতেমা এবং পুরুষদের মধ্যে হযরত আলীকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। (তিরমিযী, বাবুল মানাকিব, মুস্তাদিরকে হাকেম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَافَرَ كَانَ اٰخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِهٖ فَاطِمَةَ وَاِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ كَانَ اَوَّلَ النَّاسِ بِهٖ عَهْدًا فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যেতেন তখন সবার পরে এবং যখন সফর থেকে আসতেন তখন সবার আগে হযরত ফাতেমা (রাঃ)'র সাথে সাক্ষাৎ করতেন। (আল-মুস্তাদরিক-হাকেম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৬)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন; হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اِنَّ اللّٰهَ يَغْضِبُ بِغَضَبِ فَاطِمَةَ وَيَرْضٰى بِرِضَآءِهَا

আল্লাহ তায়া'লা ফাতেমার ক্রোধান্বিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ হন এবং তার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হন।(আল-মুস্তাদরিক-হাকেম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৪)

হযরত মিস্ওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বলেন,

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بُضْعَةٌ مِنِّيْ فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ يُرِيْبُنِيْ مَآ اَرَابَهَا وَيُؤْذِيْنِيْ مَا اٰذَاهَا

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, ফাতেমা আমার শরীরের অংশ। যে ব্যক্তি তাকে অসন্তুষ্ট করে সে আমাকে অসন্তুষ্ট করে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে- আমাকে অস্থির করে তুলে যা তাকে অস্থির করে তুলে এবং আমাকে কষ্ট দেয় যা তাকে কষ্ট দেয়। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

এই হাদীসদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হল- যে ব্যক্তি সৈয়দা ফাতেমাতুয যাহরা বা তাঁর বংশধরের সাথে বেআদবী করে কিংবা তাঁদেরকে কষ্ট দেয় সে তার ধ্বংস নিশ্চিত করে। কেননা তার এই আচরণে তিনি কষ্ট পান যার কষ্ট আল্লাহর ক্রোধের কারণ হয়। যেমনিভাবে তাঁর ক্রোধ আল্লারই ক্রোধ তেমনিভাবে তাঁর সন্তুষ্টিতে রয়েছে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি। যেমন রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি এটা কামনা করে যে, কিয়ামতের দিন আমি তার সুপারিশ করি তা হলে সে যেন আমার আহলে বায়তের আনুগত্য করে এবং তাদেরকে ভালবাসে। (দায়লামী)

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) বলেন, মাওলভী কুলন্দর আলী সাহেব প্রত্যেক দিন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করতেন। একদিন কোন জামালের ছেলেকে চড় মারলেন যিনি ছিলেন সৈয়দ (নবী বংশ)। সে দিন থেকে সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যায়। তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় মাশায়েখদের শরণাপন্ন হন তারা একজন মজযুব মহিলা অলীর সন্ধান দেন। যখন ওই মহিলা মসজিদে নববীতে আগমন করলেন তখন মাওলানা তার কথা ব্যক্ত করলেন। এটা শুনতেই তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে যান এবং মাওলানার হাত ধরে বললেন,

شُفْ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(দেখুন, ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! অতঃপর মাওলানা জাগ্রতাবস্থায় বাহ্যিক চোখে সাক্ষাৎ লাভ করলেন। অথচ এর পূর্বে ওই ছেলে থেকে অপরাধের ক্ষমাও নিয়েছিলেন কিন্তু কোন কাজ হয়নি। (ইমদাদুল মুশতাক, পৃষ্ঠা-১০০)

হযরত হোসাইন (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

اَبْشِرِىْ يَا فَاطِمَةُ الْمَهْدِىُّ مِنْكِ

হে ফাতেমা তোমায় সুসংবাদ যে, ইমাম মাহ্দী তোমার বংশধর থেকে (আবির্ভূত) হবে। (ইবনে আসাকির আল-ফাতহুল কবীর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭)

হযরত আসমা বিনতে ওমাইস (হযরত আবু বকর সিদ্দীকের সহধর্মিণী) বলেন, হযরত হাসান (রাঃ)'র জন্মের সময় আমি হযরত ফাতেমার নিকট ছিলাম এবং ধাত্রীর দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছি। আমি কোন রক্ত ইত্যাদি দেখিনি যা প্রসবের সময় নির্গত হয়। অতঃপর এই অবস্থা আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করলাম ঃ

فَقَالَ اَمَا عَلِمْتِ اَنَّ فَاطِمَةَ طَاهِرَةٌ مُطَهَّرَةٌ لَايَرَىٰ لَهَا دَمًا فِىْ طَمْثٍ

তিনি ফরমালেন, তুমি কি জান না যে, ফাতেমা পূত-পবিত্র, তার মাসিকেও রক্ত দেখা যায় না। (তাশরীফুল বাশার, পৃষ্ঠা-১১, নুযহাতুল মাজালিস, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৬)

উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ

مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًّا وَهَدْيًا (وَفِىْ رِوَايَةٍ كَلَامًا وَحَدِيْثًا) بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قِيَامِهَا وَقُعُوْدِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَكَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَاَجْلَسَهَا فِىْ مَجْلِسِهٖ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَاَجْلَسَتْهُ فِىْ مَجْلِسِهَا

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি উঠা-বসা, চলা-ফেরা, আকৃতি-প্রকৃতি, মুখাবয়ব ও স্বভাব-চরিত্রে অপর এক বর্ণনায় রয়েছে-কথাবার্তায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত ফাতেমা বিনতে রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ কাউকে দেখিনি। উম্মুল মো'মেনীন বলেন, হযরত ফাতেমা যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গমন করতেন তিনি তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং আদর ও স্নেহ সহকারে নিজের আসনে বসাতেন। অনুরূপভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর নিকট গমন করতেন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁর হস্ত মোবারকে চুম্বন করতেন এবং অত্যন্ত সম্মান সহকারে নিজের আসনে বসাতেন। (তিরমিযী, আল-মুস্তাদরিক হাকেম, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬০)

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হল-আদর ও স্নেহ করতঃ যদি কোন বয়োঃজ্যেষ্ঠ ছোট বা কম বয়সীর জন্য এবং ছোট বয়োঃজ্যেষ্ঠের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায় তা হলে এটা বৈধ এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত। অতএব কতেক লোকের উক্তি–আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সম্মানার্থে দন্ডায়মান হওয়া শিরক' সম্পূর্ণ ভুল ও অজ্ঞতারই দলীল।*

উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ

مَا رَاَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَصْدَقَ لَهْجَةً مِّنْ فَاطِمَةَ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ الَّذِىْ وَلَدَهَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমি ফাতেমা অপেক্ষা সাবলীল ভাষী কাউকে দেখিনি। এইরূপ হবে না কেন তিনি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা। (আল-ইস্তীআব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৭২)

নুযহাতুল মাজালিসে বর্ণিত আছে যে, যখন আয়াত শরীফ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا (তোমাদের প্রত্যেকেই তা** অতিক্রম করবে) তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু

* বিস্তারিত জানার জন্য সালাম, কিয়াম ও মিলাদ বিষয়ে রচিত আমার পুস্তিকা বরকাতে মিলাদ শরীফ' দেখুন।

** অর্থাৎ পুলসিরাত যা জাহান্নামের উপর অবস্থিত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের চিন্তায় অত্যধিক কাঁদতে লাগলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কেরামও (তাঁর প্রতি) ভালবাসার প্রাবল্যে কাঁদতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর ক্রন্দনের কারণ কারো জানা ছিল না। যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দুঃখ ও চিন্তার মধ্যেও সৈয়দা ফাতেমাকে দেখে আনন্দিত হতেন এবং তাঁর সকল দুঃখ ও চিন্তা দূরীভূত হয়ে যেতো, এইজন্য কোন কোন সাহাবীগণ মতামত ব্যক্ত করলেন যে, কোন রকমে সৈয়দাকে ডেকে আনা হোক।

অতঃপর হযরত সালমান ফার্সী গমন করেন এবং পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করত ঃ অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন যে, আপনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলুন। জগতের রমণীকুল সরদার খাতুনে জান্নাত তখনই উঠে দাঁড়ান এবং একখানা কম্বল আচ্ছাদিত হয়ে রওয়ানা হন যার মধ্যে বারটিরও অধিক তালি ছিল। হযরত সালমান ফার্সী বলেন, আমার অন্তরে ব্যথা অনুভব করলাম এবং আমি ক্রন্দন করতঃ মনে মনে বলছিলাম- কাফিরদের মেয়েরা তো সোনালী পোশাক পরিধান করছে আর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহাগভাজন কন্যার পোশাকে এতগুলো তালি লেগেছে। যখন তিনি প্রিয় নবীর দরবারে পৌঁছলেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখামাত্রই সৈয়দার মোবারক চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং ক্রন্দন করতঃ আরজ করলেন, আব্বাজান! কিসে আপনাকে এত কাঁদালো? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই আয়াত পড়ে শুনালেন যা নাযিল হয়েছিল। শোনা মাত্রই সৈয়দা খোদাভীতিতে আরো বেশী কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের দিকে ফিরে বললেন, হে মুহাজিরগণের শায়খ! আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি আয়াত وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا নাযিল করেছেন। অতএব আপনি কি উম্মতের বৃদ্ধদের জন্য উৎসর্গ হচ্ছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! অতঃপর তিনি আলী মুরতাযাকে বললেন, আপনি উম্মতের যুবকদের জন্য উৎসর্গ হচ্ছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তারপর সৈয়দা হাসান ও হোসাইনকে বললেন, তোমরা কি উম্মতের তরুণদের জন্য উৎসর্গ হবে? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ! অতঃপর তিনি বললেন, আমি উম্মতের নারীদের জন্য উৎসর্গ হচ্ছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ قُلْ لِفَاطِمَةَ لَاتَحْزَنِىْ فَاِنِّىْ اَفْعَلُ بِاُمَّتِكَ مَا تُحِبُّهُ فَاطِمَةُ

তখন জিবরীল (আঃ) অবতীর্ণ হলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তায়া'লা আপনাকে সালাম বলছেন এবং ফরমান যে, আপনি ফাতেমাকে বলুন, সে যেন চিন্তা না করে। আমি আপনার উম্মতের সাথে সেই ব্যবহারই করব যা ফাতেমা পছন্দ করবে। (নুযহাতুল মাজালিস খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৪)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী হন এবং শুকরিয়ার সাজদা আদায় করেন।

وہ نور العین وہ لخت دل محبوب ربانی
وہ فخر ہاجرہ وآسیہ وہ مریم ثانی
وہ جن کا ایک سجدہ ضامنِ عفو خطا کاراں
وہ جن کی جنبش لب شافع جرم گنہ گاراں

অর্থাৎ তিনি মাহবুবে রাব্বানী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়নমণি ও কলিজার টুকরা। তিনি হাজেরা ও আ'সিয়ার গর্ব, তিনি মরিয়াম-ই সানী (দ্বিতীয় মরিয়াম), যার এক একটি সাজদা অপরাধীদের ক্ষমার জিম্মাদার এবং যার ওষ্ঠদ্বয়ের স্পন্দন গুণাহগারদের কসুরের শাফায়াতকারী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধর্মানুরাগ ও খোদাভীতি

আল্লাহর পথে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জিহাদ কিন্তু প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করতঃ হারাম থেকে বিরত থাকা, একনিষ্ঠভাবে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা এবং তার উপর অবিচল থেকে বিভিন্ন ধরনের দুঃখ-ক্লেশ সহ্য করাও বড় জিহাদ। আল্লাহ তায়া'লা ফরমানঃ

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে জান্নাতই হবে তার আবাস। (সূরা নাযিআত, আয়াত ৪০-৪১)

এই আয়াত শরীফ থেকে প্রতীয়মান হল- যে ব্যক্তি লালসা-পরবশ হওয়ার পরিবর্তে নফসকে নিয়ন্ত্রণে রেখে খোদা প্রদত্ত বিধানাবলীর অনুসরণ করবে তার আবাস জান্নাত ছাড়া আর কোথাও নয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

اَلْجِهَادُ اَرْبَعٌ اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصِّدْقُ فِىْ مَوَاطِنِ الصَّبْرِ وَشَنَاْنُ الْفَاسِقِ

জিহাদ চারটি। সৎ কাজের আদেশ দেয়া, অসৎ কাজে নিষেধ করা, বিপদের স্থানসমূহে সত্যবাদিতা অবলম্বন করা, পাপাচারীদেরকে ঘৃণা করা। (আল-ফাতহুল কবীর, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৮)

হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

اَفْضَلُ الْجِهَادِ اَنْ يُّجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهٗ وَهَوَاهُ

উত্তম জিহাদ হল- মানুষের তার নফ্স ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা (আল-ফাতহুল কবীর, পৃষ্ঠা-২০৮)।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই হাদীস থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হল- নফস ও তার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই উত্তম জিহাদ। এইজন্য তিনি তাবূক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত হওয়ার সময় ফরমায়েছিলেন ঃ

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ

আমরা জিহাদে আসগর (ছোট যুদ্ধ) হতে জিহাদে আকবরের (বড় যুদ্ধ) দিকে প্রত্যাগত হয়েছি।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদে আকবর কি? তিনি ফরমালেন, নফ্সকে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত রাখা। (গুনিয়াতুত্ তালেবীন, কীমিয়ায়ে সাআদত)

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ জিহাদে আকবর কেন হল? এইজন্য যে, কাফিরগণ যাহেরী (বাহ্যিক) দুশমন এবং নফ্স ও শয়তান বাতেনী (আভ্যন্তরীণ) দুশমন। কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য বাহুবল, তীর ও তরবারির প্রয়োজন এবং নফ্স ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য ঈমানী বল ও আমলের প্রয়োজন। কাফিরদের বিরুদ্ধে কোন কোন সময় জিহাদের সুযোগ আসে কিন্তু নফস্ ও শয়তানের বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ জিহাদ করতে হয়। অতএব প্রতীয়মান হল- নফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ নিঃসন্দেহে বড় জিহাদ।

নফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ

জিহাদের ফলাফল জয় অথবা পরাজয়। যদি আপনি নফসের লালসাকে পূরণ করতঃ হারাম অবলম্বন করেন তাহলে এটা আপনার পরাজয় এবং নফসের বিজয়। পক্ষান্তরে যদি আপনি নফ্সের লালসাকে দলিত-মথিত করেন এবং হারাম অবলম্বন থেকে বিরত থাকেন তাহলে এটা আপনার বিজয় ও নিফ্সের পরাজয়। আর প্রকাশমান যে, কোন শত্রুকে যখন উপর্যুপরি পরাজিত করতঃ তার শক্তি ও ক্ষমতাকে দুর্বল করতে থাকেন তখন একদিন হয়ত শত্রু নিঃশেষ হয়ে যাবে অথবা মাথা তোলার যোগ্য থাকবে না। আল্লাহ ওয়ালাদের এটাই তরীকা যে, তারা শত্রু নফ্সের লালসাকে পদদলিত করে চলে যান। এমনকি তারা নফ্সকে সম্পূর্ণ নির্জীব করে দেন। যখন নফসই মরে গেল তখন নফসগত লালসা কোথায় থাকবে? অতঃপর তাদের আপাদমস্তক রূহানিয়তে পরিণত হয়। অনন্তর তাদের চাহিদা নফসানী নয়, রূহানীই হয়ে থাকে। অতঃপর তারা কেবল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খোদাসন্ধানী হয়ে যান, অন্য কিছুর প্রতি তাদের অনুরাগই থাকে না এবং তাদের দৃষ্টিতে অন্য কিছুর কোন মূল্যই থাকে না। তারপর তারা হালালের অভিলাসীও হন না। হালাল বস্তুসমূহের দরজাও নিজের জন্য বন্ধ করে দেন। যেমন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন, আমি হারামে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে সত্তর বার নিজের হাত হালাল থেকেও গুটিয়ে নিই।

এই কারণে জগতকুলের রাজাধিরাজ হওয়া সত্ত্বেও নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্র্য অবলম্বন করেছেন এবং পার্থিব বস্তুসমূহের প্রতি আসক্ত হননি। এই অবস্থা চলতে থাকে তাঁর গোলাম ও খাদেমদেরও। আর যেহেতু তাঁর আদরের দুলালী সৈয়দা ফাতেমা যাহরার সাথে তাঁর বিশেষ মুহাব্বত ছিল, এইজন্য যা কিছু তিনি নিজের জন্য পছন্দ করেছেন ওসব কিছু তাঁর কন্যার জন্যও পছন্দ করেছেন। যেমন হযরত সওবান (রাঃ) বলেন, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈয়দা ফাতেমা যাহরার গৃহে গমন করেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। সৈয়দা তাঁর গলা থেকে একখানা স্বর্ণের হার খুললেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে আরজ করলেন, আব্বাজান! এটা আবুল হাসান (আলী) আমাকে উপহার দিয়েছেনঃ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَاطِمَةُ اَيَسُرُّكِ اَنْ يَّقُوْلَ النَّاسُ فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَفِىْ يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِّنْ نَارٍ ثُمَّ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْعُدْ فَعَمِدَتْ فَاطِمَةُ اِلَى السِّلْسِلَةِ فَاشْتَرَتْ بِهَا غُلَامًا فَاَعْتَقَتْهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ

তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, হে ফাতেমা! তোমার কি এটা ভাল লাগছে যে, লোকেরা বলবে-মুহাম্মদ তনয়া ফাতেমার হাতে জাহান্নামের হার রয়েছে? এই বলে তিনি চলে যান এবং ওখানে বসেননি। ফাতেমা তখনই হারখানা বিক্রয় করে দিলেন, যা মূল্য পাওয়া গেল তা দিয়ে একটি গোলাম ক্রয় করে আল্লাহর পথে আযাদ করে দিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন এই সংবাদ পৌছল তিনি ফরমালেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি ফাতেমাকে দোযখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (মুস্তাদরিক-হাকেম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৩)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আলী (কাঃ) বলেন, একদা আমি সৈয়দা ফাতেমাকে বললাম- পানি ভরতে ভরতে আমার বক্ষে ব্যথা হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়া'লা অনেক বন্দী তোমার আব্বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। একটি দাসীই চেয়ে আন। সৈয়দা বললেন, খোদার কসম! চাক্কি চালানো ও যব পিষতে পিষতে আমার হাতেও ফোস্কা পড়ে গেছে এবং ঘরের সমস্ত কাজ-কর্ম আমাকেই করতে হয়। অতএব সৈয়দা গমন করেন। ঘটনাক্রমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ঘরে ছিলেন না। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-কে বলে ফিরে আসেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তশরীফ আনলেন উম্মুল মো'মেনীন হযরত ফাতেমার আগমন ও দাসী প্রার্থনার কথা বর্ণনা করলেন। তখনই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈয়দার গৃহে গমন করেন ঃ

وَقَالَ اَلَا اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِّمَّا سَأَلْتُمَانِىْ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا اَوْ اَوَيْتُمَا اِلٰى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَكَبِّرَا اَرْبَعًا وَّثَلَاثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ

এবং ফরমালেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিব না যা তোমরা যা প্রার্থনা করেছ তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হবে? আমরা আরজ করলাম, হ্যাঁ, বলুন! তিনি ফরমালেন, রাত্রি শোবার সময় ৩৩ বার সোবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবর পাঠ করবে। এটা তোমাদের জন্য খাদেম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। (বুখারী ও যুরকানী আলাল মাওয়াহিব)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একদা সৈয়দা ফাতেমা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে উপস্থিত হন ঃ

فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ وَابْنُ عَمِّىْ مَالَنَا فِرَاشٌ اِلَّا جِلْدَ كَبْشٍ نَنَامُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَنَعْلِفُ عَلَيْهِ نَاضِحَنَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ يَابُنَيَّةُ اِصْبِرِىْ فَاِنَّ مُوْسٰى بْنَ عِمْرَانَ اَقَامَ مَعَ اِمْرَأَتِهٖ عَشَرَ سِنِيْنَ مَالَهُمَا فِرَاشٌ اِلَّا عَبَاءَةَ قُطْوَانِيَةَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নিকট ভেড়ার একটি চামড়া ব্যতীত কোন বিছানা পর্যন্ত নেই, যার উপর আমরা রাত্রি বেলায় শয়ন করি এবং দিনের বেলায় ওতে আমাদের উটকে ঘাস খেতে দিই। তিনি ফরমালেন, বৎসা! ধৈর্য ধারণ কর। মূসা ইবনে ইমরান তাঁর সহধর্মিণীসহ দশ বছর এইভাবে অতিবাহিত করেছিলেন যে, একখানা ছোট্ট চাদর ব্যতীত তাদের কোন বিছানাই ছিল না। (যুরকানী আলাল মাওয়াহিব)

হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) বলেন, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালবেলা সৈয়দা ফাতেমার গৃহে গমন করেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। দরজায় গিয়ে তিনি ফরমালেন, আস্সালামু আলাইকুম, বৎসা! এক ব্যক্তি আমার সাথে আছে, আমরা ভিতরে আসতে পারি? সৈয়দা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার শরীরে একখানা পুরানো কম্বল ব্যতীত অন্য কোন কাপড় নেই এবং এ দ্বারা পূর্ণ শরীর ঢাকা যায় না। তিনি তাঁর পুরানো চাদর তাঁর দিকে নিক্ষেপ করলেন যা দিয়ে তিনি তাঁর শরীর ঢাকলেন। অতঃপর তিনি ভিতরে গমন করলেন এবং ফরমালেন, বৎসা! কেমন আছ? তিনি আরজ করলেন, আব্বা জান! কাল থেকে কিছুই খাইনি, উপবাসে আছি। ক্ষুধা খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে। এটা শুনে তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে যান এবং ফরমালেন, বৎসা! তিন দিন যাবত আমি নিজেও কিছু খাইনি অথচ আমি আল্লাহ তায়া'লার রাসূল এবং তাঁর নিকট তোমার চেয়ে সম্মানিত। যদি আমি তাঁর নিকট প্রার্থনা করি তা হলে তিনি আমাকে অবশ্যই খাওয়াবেন। কিন্তু আমি ইহকালের উপর পরকালকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেই দারিদ্র্য অবলম্বন করেছি।

ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهٖ عَلٰى مَنْكِبَيْهَا وَقَالَ اَبْشِرِىْ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ زَوَّجْتُكِ سَيِّدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَاقْنِعِىْ بِابْنِ عَمِّكِ فَاِنَّكِ سَيِّدَةُ نِسَآءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

অতঃপর তিনি তাঁর হস্ত মোবারক সৈয়দার কাঁধের উপর রেখে ফরমালেন, বৎসা! আনন্দিত হও যে, তুমি জান্নাতের নারীদের সরদার এবং আমি এমন ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিবাহ দিয়েছি যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে সরদার। সুতরাং তোমার স্বামীর সাথে (ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা সহকারে) তুমি পরিতুষ্ট থাকো। (কীমিয়ায়ে সাআদত, হিলয়াতুল আউলিয়া, নুযহাতুল মাযালিস, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ১৭৫)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দারিদ্র্য ও উপবাস

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে ভুখা থাকবে সে কিয়ামতের কঠিন বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, বেহেশতের দরজা অবিরাম নাড়া দিতে থাকো। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেহেশতের দরজা কিভাবে নাড়া দেব? তিনি ফরমালেন, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বারা। (কীমিয়ায়ে সাআদত)

একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হযরত হোজায়ফার ঢেকুর এল। তিনি ফরমালেন, এই ঢেকুরকে দূরে রাখবে। কেননা যে ব্যক্তি এই জগতে খুব পরিতৃপ্ত থাকে সে ওই জগতে ভুখা থাকবে। (কীমিয়ায়ে সাআদত)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, তোমরা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থেকে নিজেদের (নফসের) বিরুদ্ধে জিহাদ কর। কেননা তার সওয়াব কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সমান। (কীমিয়ায়ে সাআদত)

একদা সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি ফরমালেন, যে ব্যক্তি অল্প খাবে, অল্প নিদ্রা যাবে, অল্প হাসবে, অল্প বস্ত্রে পরিতুষ্ট থাকবে এবং ধ্যান করবে। (কীমিয়ায়ে সাআদত)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ فَقَالَ اُنْظُرْ مَاتَقُوْلُ؟ قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ! قَالَ اِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِىْ فَاَعِدَّ لِلْفَقْرِ تَجْفَافًا فَاِنَّ الْفَقْرَ اَسْرَعُ اِلٰى مَنْ يُّحِبُّنِىْ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! খোদার কসম, আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি ফরমালেন, দেখ তুমি কি বলছ? লোকটি বলল, খোদার কসম, বাস্তবিকই আমি আপনাকে ভালবাসি। এটা তিনবার বলল। তিনি ফরমালেন, যদি তুমি আমাকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভালবাস তা হলে দারিদ্র্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কেননা যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে খুব দ্রুত তার কাছে দারিদ্র্য এসে পৌঁছে। (তিরমিযী শরীফ)

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে পর পর তিনদিন গমের রুটি কেউ আহার করেননি। (তিরমিযী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন অনেক রাত ভুখাই যাপন করতেন এবং যখন কোন সময় আহার করতেন তাও হতো যবের রুটি। (তিরমিযী)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পেট ভরে আহার করেননি এবং কখনো ক্ষুধার অভিযোগ কারো নিকট ব্যক্ত করেননি। তিনি বলেন, আমি কোন কোন সময় তাঁর ক্ষুধার অবস্থা দেখে কাঁদতে শুরু করতামঃ

وَاَمْسَحُ بِيَدِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ مِمَّا بِهٖ مِنَ الْجُوْعِ وَاَقُوْلُ نَفْسِىْ لَكَ فِدَاءٌ لَوْتَبْلَغْتَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا يَقُوْتُكَ فَيَقُوْلُ يَا عَائِشَةُ مَالِىْ وَلِلدُّنْيَا اِخْوَانِىْ مِنْ اُوْلِى الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ صَبَرُوْا عَلٰى مَاهُوَ اَشَدُّ مِنْ هٰذَا

আমার হাত তাঁর পেটে বুলাতাম (যা ক্ষুধার কারণে চাপা পড়ে থাকতো) এবং বলতাম, আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গ, দুনিয়া থেকে এতটুকুই কবুল করুন যা শারীরিক শক্তি বহাল রাখার জন্য প্রয়োজন হয়। উত্তরে তিনি ফরমাতেন, আয়েশা! দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক, আমার ভাই স্থিরপ্রতিজ্ঞ রাসূলগণ তো এর চেয়েও কঠিনতম অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করতেন। (শিফা শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরীল আমীন মক্কা মুআয্যমার সাফা পর্বতে ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্‌রীল আমীনকে ফরমালেন, সেই সত্তার কসম যিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন! সন্ধ্যাবেলা মুহাম্মদের পরিবারের নিকট এক মুঠো আটা এবং এক হাতল পরিমাণ ছাতুও থাকে না। এই কথা শেষ না হতেই আকাশ থেকে এক ভয়ঙ্কর আওয়াজ এল। তিনি ফরমালেন, জিবরীল! এটা কি? জিবরীল আরজ করলেন, ইস্রাফীলকে আপনার নিকট উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি যে কথা বলেছেন আল্লাহ তায়া'লা তা শুনেছেন এবং আপনার নিকট আমাকে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবি দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমি যেন এই চাবিগুলো আপনার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খেদমতে পেশ করি এবং তেহামার পাহাড়গুলোকে যুমাররদ, ইয়াকূত, রূপা ও স্বর্ণ বানিয়ে দিই। যদি আপনি এতে সম্মত হন তা হলে আমি এখনই এ কাজ করে দিচ্ছি। আপনাকে এখতিয়ার দিয়েছেন- হয় নবী-বাদশাহ হোন অথবা নবী-বান্দা! তিনি ফরমালেন, আমি নবী-বান্দা হতে চাই।

এ থেকে প্রমাণিত হল- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিজেই অবলম্বন করেছেন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে ঐশ্বর্যের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। অতঃপর যে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা সহকারে তিনি ও তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণ এবং তাঁর আহলে বায়ত জীবনযাপন করেছেন তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। যেমন নিম্নে বর্ণিত রেওয়ায়তসমূহ তার উজ্জ্বল প্রমাণ ঃ

হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) বলেন, একদা আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম- সৈয়দা ফাতেমা আগমন করলেন তখন তাঁর চেহারা ছিল হলুদ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন যে, ক্ষুধার কারণে এইরূপ হয়েছে। তিনি তাঁর হাত মোবারক তাঁর গলার নিচে যেখানে হার থাকে; রেখে আঙ্গুলসমূহ প্রশস্ত করলেন এবং ফরমালেন ঃ

اَللّٰهُمَّ مُشْبِعَ الْجَاعَةِ وَرَافِعَ الْوَضِيْعَةِ اِرْفَعْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ قَالَ عِمْرَانُ فَنَظَرْتُ اِلَيْهَا وَقَدْ ذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ مِنْ وَجْهِهَا فَلَقِيْتُهَا بَعْدُ فَسَاَلْتُهَا فَقَالَتْ مَا جُعْتُ بَعْدَ يَاعِمْرَانُ

হে ক্ষুধার্তকে পরিতৃপ্ত ও অধঃপতিতকে উন্নতকারী আল্লাহ! ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদকে উন্নত কর। ইমরান বলেন, আমি সৈয়দাকে দেখলাম যে, ক্ষুধার চিহ্ন তাঁর চেহারা থেকে চলে গেল। কিছু দিন পর আমি সৈয়দার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং (এ প্রসংগে) জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, হে ইমরান! তারপর থেকে কখনো ক্ষুধার যন্ত্রণা আমার হয়নি। (বায়হাকী, খাসায়েসে কোবরা)

ইমাম হাসান (রাঃ) বলেন, একদিন আমরা সবার জন্য এক বেলা পর আহারের সুযোগ হল। আব্বাজান, আমি ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) খেয়েছিলেন। আম্মাজান হযরত ফাতেমা এখনই খাবেন এমন সময় দরজায় এক ভিক্ষুক এসে এভাবে ভিক্ষা করল যে, রাসূলুল্লাহর তনয়ার প্রতি সালাম হোক, আমি দু'বেলার উপোস, আমাকে খাবার দিন। এটা শুনে আম্মাজান আমাকে বললেন, যাও, এই খাবার ওই ভিক্ষুককে দিয়ে এসো, আমি তো একবেলার অভুক্ত আর সে দু'বেলাই খায়নি। (সীরতে ফাতেমা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুহাদ্দিস ইবনে জাওযী বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি নতুন জামা সৈয়দাকে যৌতুক স্বরূপ দান করেছিলেন। কিছুদিন পর এক ভিক্ষুক সৈয়দার দরজায় এসে হাঁক মারল, হে নবী পরিবার! আমি অভাবী, কোন পুরাতন কাপড় থাকলে আমাকে দিন! সৈয়দার নিকট তখন একটি পুরাতন জামা ছিল যখন তা দেয়ার ইচ্ছা করলেন তৎক্ষণাৎ এই আয়াত মোবারকা স্মরণ হল-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

আল্লাহ ফরমান- তোমরা পুণ্যের উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের প্রিয়বস্তু আল্লাহর পথে দান না কর। তখনই পুরাতন জামা রেখে দিলেন এবং নতুনটাই বের করে ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন। (নুযহাতুল মাজালিস)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা বনী সোলাইমের এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে এই বলে বেআদবী করল যে, হে মুহাম্মদ! তুমি কি সেই জাদুকর যার সম্বন্ধে এটা প্রসিদ্ধ যে, তাঁর কায়ার ছায়া মাটিতে পড়ে না। খোদার কসম! যদি এই ধারণা না হতো যে, আমার গোত্র আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে, তা হলে আমি এই তরবারি দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদ করে ফেলতাম।

হযরত ওমর ফারূক অগ্রসর হয়ে এই বেআদবী ও ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে চাইলেন কিন্তু সায়্যিদুল মুরসালীন রাহমাতুললিল্ আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে থামিয়ে দিলেন এবং লোকটিকে ফরমালেন, তুমি পরকালের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক হও এবং দোযখের আযাবকে ভয় কর, মূর্তিপূজা ত্যাগ কর, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা ও ইবাদত কর। আমি জাদুকর নই বরং আল্লাহ তায়া'লার বান্দা ও তাঁর রাসূল। তাঁর সদ্ব্যবহার ও আকর্ষণপূর্ণ বাণী তাকে এইভাবে আকৃষ্ট করল যে, হত্যার প্ররোচনাধারী মূর্তিপূজক ওই কাফির তখনই মুসলমান হয়ে যায়। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে ফরমালেন, তাকে কুরআনের কিছু আয়াত শিক্ষা দাও। যখন সে শিখে ফেলল তখন তিনি ফরমালেন, তোমার নিকট কি পরিমাণ সম্পদ আছে? সে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! খোদার কসম! বনী সোলাইম গোত্রে চার হাজার লোক রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে আমার চেয়ে দরিদ্র কেউ নেই। তিনি সাহাবীদের প্রতি লক্ষ্য করে ফরমালেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে তাকে একটি উট ক্রয় করে দিবে? আল্লাহ তায়া'লা তাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন। হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট একটি উষ্ট্রী আছে তা আমি তাকে দিয়ে দিচ্ছি। অতঃপর ফরমালেন, কে আছ যে তার মাথা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঢাকার ব্যবস্থা করে দিবে এবং আল্লাহ তায়া'লাকে সন্তুষ্ট করবে? হযরত আলী তাঁর পাগড়ী মোবারক খুলে তার মাথায় রেখে দিলেন। তারপর ফরমালেন, কে আছ যে তার এই বেলা খাবারের ব্যবস্থা করবে? হযরত সালমান ফার্সী উঠে দাঁড়ান এবং কয়েকটি ঘরে গমন করেন কিন্তু ঘটনাচক্রে কিছুই পাননি। অতঃপর সৈয়দা ফাতেমার গৃহে উপস্থিত হয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। সৈয়দা বললেন, কে? তিনি আরজ করলেন, আমি সালমান ফার্সী। সৈয়দা বললেন, আপনি কিভাবে এলেন? হযরত সালমান পূর্ণ ঘটনা শুনালেন। সৈয়দা শুনে অশ্রুসিক্ত হয়ে যান এবং বললেন, হে সালমান! খোদার কসম! যিনি আমার আব্বাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন! আজ তৃতীয়দিন যে, আমরা সবাই অভুক্ত। কিন্তু আপনি দরজায় এসেছেন খালি কিভাবে ফেরত দেব? যান, এই চাদরখানা নিয়ে যান এবং শামঊন য়াহুদীর নিকট গিয়ে বলুন- ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদের এই চাদর রেখে কিছু যব কর্জ দাও। হযরত সালমান চাদরখানা নিয়ে শামঊনের নিকট গমন করতঃ পূর্ণ অবস্থা ব্যক্ত করলেন। শামঊন কিছুক্ষণ ওই চাদর মোবারক দেখতে থাকে এবং তার মধ্যে এক ভাবোদ্দীপক অবস্থা সৃষ্টি হয়। সে বলতে লাগল, হে সালমান! আল্লাহর কসম, এঁরাই সেই পবিত্র ব্যক্তিবর্গ যাদের সংবাদ আল্লাহ তায়া'লা আমাদের পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস্ সালামকে তাওরাতের মধ্যে দিয়েছেন। আমি একনিষ্ঠ অন্তরে হযরত ফাতেমার আব্বা মুহাম্মুদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন করছি। এই বলে সে কলেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে মুসলমান হয়ে যায়। তারপর সে হযরত সালমানকে যব দান করল এবং অত্যন্ত আদব ও সম্মান সহকারে চাদর মোবারক ফেরত দিল। সৈয়দা শামঊনের শুভ কামনা করে দোয়া করলেন এবং যব পিষে খাবার তৈরী করতঃ হযরত সালমানকে দান করলেন। হযরত সালমান আরজ করলেন, এ থেকে কিছু বাচ্চাদের জন্য রেখে দিন। তিনি বললেন, না আল্লাহর পথে দেয়ার নিয়তে আনিয়েছি এবং রান্না করেছি সুতরাং এ থেকে নেয়া ঠিক হবে না। হযরত সালমান রুটিগুলো নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হন এবং পূর্ণ ঘটনা শুনালেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুটিগুলো ওই নওমুসলিমকে দান করতঃ তাঁর নয়নমণি, কলিজার টুকরা সৈয়দা ফাতেমার নিকট গমন করেন। দেখতে পেলেন- ক্ষুধার কারণে তাঁর চেহারা হলুদ হয়ে গেছে এবং ভেসে উঠেছে দুর্বলতার চিহ্ন। তিনি তাঁর আদরের কন্যা সৈয়দাকে নিজের কাছে বসিয়ে সান্ত্বনা দিলেন এবং চেহারা মোবারক আকাশ পানে তুলে বললেন, হে আল্লাহ! ফাতেমা তোমার বাঁদী, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। (সীরতে ফাতেমা)

একবার সৈয়দা রুটির টুকরা হাতে নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হন। তিনি ফরমালেন, এটা কি? সৈয়দা আরজ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করলেন, একটি রুটি তৈরী করেছিলাম, আপনাকে ছাড়া খেতে মন চাইছে না। তিনি ফরমালেন, বৎসা! এটা প্রথম খাবার যা তিনদিন পর তোমার পিতার মুখে যাবে। (কীমিয়ায়ে সাআদত)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, সৈয়দা খাবার রান্না করার অবস্থায়ও পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত জারি রাখতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্য তশরীফ আনতেন, পথিমধ্যে সৈয়দার গৃহের নিকট দিয়ে গমন করতেন এবং গৃহ থেকে চাক্কি চলার আওয়াজ শুনতেন তখন অত্যন্ত সহমর্মিতা ও স্নেহ সহকারে রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করতেন, হে দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু! ফাতেমাকে সাধনা ও অল্পে তুষ্টির উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তাকে দারিদ্র্যের অবস্থায় অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। (সীরতে ফাতেমা)

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) বলেন, আমি অনেকবার আমার মহানুভব আম্মা হযরত ফাতেমাকে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ইবাদত ও সাধনা, আল্লাহ তায়া'লার সমীপে কান্নাকাটি এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রার্থনা ও দোয়া করতে দেখেছি। কিন্তু আমি কখনো দোয়ার মধ্যে নিজের জন্য কোন আবেদন করতে দেখিনি বরং তাঁর সমুদয় দোয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের ক্ষমা ও মঙ্গলের জন্যই হতো। (মাদারিজুন্নবুওয়াত)

وہ شب بیدار وہ صرف رکوع وسجدۂ پیہم

وہ جن کی ذات پر نازاں حضور رحمت عالم

হযরত ফাতেমার রাত্রি জাগরণ এবং তাঁর অবিরাম রুকু-সাজদার ব্যস্ততা, যার সত্তা নিয়ে গর্বিত হুজুর রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) বলেন, একবার আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে সৈয়দা ফাতেমার খেদমতে হাজির হলাম। আমি দেখতে পেলাম- হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন ঘুমিয়ে আছেন, তিনি তাঁদেরকে পাঙ্খা করছিলেন এবং মুখ দিয়ে চলছিল কালামুল্লাহ শরীফের তিলাওয়াত। এটা দেখে আমার মধ্যে এক বিশেষ ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়।

হযরত উম্মে আয়মন (রাঃ) বলেন, রমজান শরীফের মাস, সময় ছিল দুপুর বেলা খুব তীব্র গরম পড়ছিল। আমি হযরত ফাতেমার ঘরে উস্থিত হলাম। দরজা বন্ধ ছিল এবং চাক্কি চলার আওয়াজ আসছিল। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম যে, সৈয়দা তো চাক্কির নিকট মাটিতে ঘুমিয়ে আছেন চাক্কি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপনা-আপনি চলছিল এবং নিকটেই হযরত হাসান ও হোসাইনের দোলনা আপনা-আপনি দুলছিল। এটা দেখে আমি খুবই বিস্মিত ও আশ্চর্য হলাম এবং তখনই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি ফরমালেন, এই কঠিন গরমে ফাতেমা রোযাবস্থায় রয়েছে, পরওয়ারদেগারে আলম ফাতেমার উপর নিদ্রা প্রবল করে দিয়েছেন যেন গরমের তীব্রতা ও পিপাসা তাঁর অনুভূত না হয় এবং ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন ফাতেমার কাজ সম্পন্ন করে দেয়।

وہ خاتون جناں معصوم حوریں باندیاں جنکی

ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جنکی

তিনি খাতুনে জান্নাত নিষ্পাপ হূরগণ যাঁর বাঁদী, বেহেশত থেকে ফেরেশতারা এসে যাঁর চাক্কি চালাতো।

মুসলিম নারীদের উচিৎ- সৈয়দা ফাতেমার পবিত্র জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। কতই না আফসোস সেই নারীদের প্রতি-যারা এত আরাম ভোগ করা সত্ত্বেও অভিযোগ ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন থাকে এমনকি নামায পর্যন্ত পড়ে না। হায়! তারা সৈয়দা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার মোবারক জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতো এবং দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য রহমত, বরকত, সওয়াব ও প্রতিদানের উপযোগী হতো। মুসলিম নারীদের এটা জানা উচিৎ যে, তাদের মুক্তি সৈয়দার অনুসরণ ও ইসলামী বিধি বিধানের আনুগত্যে নিহিত।

শরম ও লজ্জাশীলতা

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেনঃ

اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ

লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অঙ্গ এবং ঈমানদার জান্নাতে যাবে। অশ্লীলতা পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত এবং পাপাচারী দোযখে যাবে। (তিরমিযী, আহমদ, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৪৩১)

হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْحَيَاءُ وَالْاِيْمَانُ قُرِنَا جَمِيْعًا فَاِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الْاٰخَرُ

লজ্জাশীলতা ও ঈমান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন তাদের একটি উঠে যাবে তখন অপরটি আপনা-আপনি উঠে যাবে। (বায়হাকী, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৪৩২)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেনঃ এ কথাটি পূর্ববর্তী নবীদের বাণীসমূহের অন্যতম ঃ

اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِىْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

যখন তুমি শরম ও লজ্জা করবে না তখন তুমি যা ইচ্ছে তা করতে পার। (বুখারী শরীফ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসনীয় গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি কুমারী মেয়েদের চাইতেও শরম ও লজ্জাশীল ছিলেন।

কুমারী মেয়েদের শরম ও লজ্জাশীলতা ছিল প্রসিদ্ধ। অতএব লোকেরা উপমা দিয়ে থাকে যে, অমুক ব্যক্তি কুমারী মেয়েদের মত লজ্জা করে। কিন্তু বর্তমানে স্কুল-কলেজে পড়ুয়া কুমারী মেয়ে ও ছেলেরা যা করছে তা কারো অজানা নয় (ইল্লা মা'শাআল্লাহ) জানি না-মুসলিম জাতি আত্মসম্ভ্রমবোধ, আভিজাত্য, শরম ও লজ্জাশীলতা ত্যাগ করে কেন নির্লজ্জ ও বেহায়া হতে চলেছে?

ہوا مسموم ہوتی جارہی ہے ؛ فضا مغموم ہوتی جارہی ہے

ستم ہے بنت مسلم کی نظر سے ؛ حیا معدوم ہوتی جارہی ہے

অর্থাৎ বায়ু বিষাক্ত হতে চলেছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতে চলেছে, আফসোস! মুসলিম নারীর দৃষ্টি হতে লজ্জাশীলতা বিলুপ্ত হতে চলেছে।

প্রকৃতপক্ষে এই সমুদয় অবক্ষয় সিনেমা, পর্দাহীনতা ও আধুনিক শিক্ষারই ফল। কুরআন-সুন্নাহ ও বুযর্গানে দ্বীনের পবিত্র জীবনীর পরিবর্তে আমাদের সম্মুখে রয়েছে প্রেমের উপাখ্যান, বাজে উপন্যাস ও চিত্র তারকাদের জীবনী। স্কুল-কলেজে নাটক, নাচ, গান ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়। এগুলোর প্রভাবের ভয়ঙ্কর পরিণাম আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান। আল্লাহ করুন- মুসলিম বালক-বালিকারা যেন বাজে উপন্যাস ও উপাখ্যানের পরিবর্তে কুরআন-সুন্নাহ ও বুযর্গানে দ্বীনের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করে এবং মাতা-পিতার মধ্যেও যেন তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক এমনও সৃষ্টি হয়েছে যাদের দাবী হল- কুরআন-সুন্নাহর কোথাও পর্দা ইত্যাদির প্রমাণ নেই এবং এটা কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ও নয়। কেননা এতে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায় এবং মেয়েরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। পর্দা এক ধরনের বন্দীত্ব এবং অর্থহীন অবরোধ, শিক্ষা ও উন্নতির অন্তরায় ইত্যাদি।

এইজন্য পর্দা সম্বন্ধে কিছু যুক্তিগত ও বর্ণনাগত প্রমাণাদি পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করা সমীচীন মনে হচ্ছে।

নিঃসন্দেহে এই সমুদয় ধ্যান-ধারণা ইউরোপীয় জীবনধারার প্রতি আসক্ত হয়ে যাওয়ারই ফল এবং তারই নাম ধর্মবিস্মৃতি ও আত্মপূজা। পশ্চিমা জাতির বিলাসিতা দেখে পথভ্রষ্ট আত্মা চাইছে–সেই ধরনের বিলাসিতা করতে এবং প্রবৃত্তিগত আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করতে। বাকী শিক্ষা ও উন্নতির কথা বাহানা মাত্র। নচেৎ ইসলামী পর্দা উন্নতি ও শিক্ষার অন্তরায় নয় এবং স্বাস্থ্যহানির কারণও নয়। এটা একটা কল্পনা ও ভুল ধারণা। এমন এক যুগ ছিল যখন মুসলমানগণ সারা বিশ্বে মর্যাদা ও উন্নতির একক অধিকারী ছিল, উন্নতির সমুদয় স্তরে তারা ছিল বিশ্বের সমস্ত জাতির শীর্ষে ইসলামী পর্দা তখনও বিদ্যমান ছিল। সে যুগের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী নারীদের আলোচনায় গ্রন্থাবলী পরিপূর্ণ। তাদের বৈজ্ঞানিক ও সংগ্রামী কৃতিসমূহ শত সহস্র ধন্যবাদযোগ্য এবং মুসলমানদের জন্য গৌরবের বিষয়। ওই মুসলিম নারীগণ কখনো এটা চাননি যে, পর্দা থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া উচিৎ, কেননা এটা উন্নতির অন্তরায় ও স্বাস্থ্যহানির কারণ। আর সে যুগের আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন ও বাহাদুর মুসলমানদের অন্তরেও এ ধারণা কখনো সৃষ্টি হয়নি যে, পর্দা উন্নতির অন্তরায় ও স্বাস্থ্যহানির কারণ। মূলতঃ কথা হল আমরা মুসলমানগণ কুরআন-সুন্নাহর অধ্যয়ন ও তদনুযায়ী আমল করা ছেড়ে দিয়েছি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিমুখ হয়ে পড়েছি, অতএব আমাদের উত্থান ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং আমরা পতন ও অবনতির গভীরে গিয়ে পতিত হয়েছি। যদি পর্দাকে উন্নতির অন্তরায় সাব্যস্ত করা হয় তাহলে অতীত যুগের মুসলমান যারা কঠোরভাবে নারীদের পর্দা মেনে চলতো তারা কিভাবে উন্নতি করেছিল? প্রকৃতপক্ষে আমাদের অবনতির কারণ পর্দা নয় বরং পর্দাহীনতা ও ধর্মবিমুখতা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পর্দা কেন জরুরী?

এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, উপযোগী, যথাযোগ্য, সুন্দর ও সুশ্রী বস্তুর প্রতি মন ও আত্মার আকর্ষণ একটা স্বাভাবিক বিষয়। এটা মানুষের স্বভাবভুক্ত যে, কোন বস্তুকে যখন তার মনঃপূত হয় তা অর্জন করার জন্য সম্ভব সব ধরনের চেষ্টা করে। এইজন্য ব্যবসায়ীরা তাদের সুন্দর ও আকর্ষণীয় পণ্যসমূহ খোলা বাজারে প্রদর্শন করে যেন মানুষের দৃষ্টি তাতে পড়ে এবং তারা ওগুলোর সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা গ্রহণ করে। তারা জানে- যদি এগুলো গোপন করে রাখা হয় এবং কারো দৃষ্টি তাতে না পড়ে তা হলে কারো অন্তরে তা অর্জনের অনুরাগ সৃষ্টি হবে না। কেননা অর্জন করার অনুরাগ তো দেখার পরই সৃষ্টি হয়। এই সত্য যখন আপনি ভালভাবে জানেন তা হলে ইনসাফ সহকারে বলুন- যদি একজন রূপসী, সুন্দরী ও যুবতী নারী তার রূপ-সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা সহকারে পর্দা ছাড়া মানুষের সম্মুখে আসে তা হলে যাদের কাম-লালসা আছে এবং যারা আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ হতে নিষ্পাপ ও নিরাপদও নয়, তারা কি প্রভাবান্বিত হবে না এবং তাদের আবেগে কি এক প্রকার আন্দোলন সৃষ্টি হবে না? হবে, নিশ্চয়ই হবে। তারপর তারা চাইবে- কোন না কোনভাবে তাদের আবেগের আগুন নিভাতে। কিছু না হলে অন্ততঃ ইচ্ছাকৃতভাবে বার বার দৃষ্টি দিয়ে তৃপ্তিবোধ করবে। অতঃপর এই তৃপ্তিবোধই একটা অভ্যাসে পরিণত হবে যা পরবর্তীতে বেহায়াপনায় লিপ্ততা ও ফিৎনা-ফ্যাসাদের কারণ হবে। খোদার কসম! আমাদের ইজ্জত ও আব্রুর হেফাজত ওতেই নিহিত যে, আমরা আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁর রাসূলে বরহক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণীসমূহের অনুকরণে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পর্দা মেনে চলব এবং অন্যকে উৎসাহিত করব।

আল্লাহ তায়া'লা ফরমান ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

হে হাবীব! মো'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। মো'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। (সূরা নূর, আয়াত ৩০-৩১)

ফিৎনা-ফ্যাসাদ ও বেহায়াপনার সূচনা কুদৃষ্টি থেকেই হয়ে থাকে। এইজন্য আল্লাহ তায়া'লা সর্বপ্রথম ওই দরজাকে বন্ধ করে দিয়েছেন। পুরুষ ও নারীদেরকে সমানভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত ও অন্যের দর্শন থেকে সংযত রাখে এবং তাদের যৌন চাহিদা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। এর অর্থ এই নয় যে, পুরুষ ও নারীগণ সবসময় নীচেই দেখতে থাকবে, কখনো উপরে দেখবে না। বরং এর অর্থ হল এই যে, পরস্পরে একে অপরের রূপ- সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জায় প্রভাবান্বিত ও পরিতৃপ্ত হয়ে একে অপরের প্রতি যেন আকৃষ্ট না হয়- এটাই ফিৎনার কারণ। এইজন্য প্রথম দৃষ্টি যা হঠাৎ ইচ্ছা ও এরাদা ছাড়াই পড়ে যায় তা মাফ, তবে শর্ত হল- তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে নিতে হবে। কেননা তা এই প্রভাবসমূহ থেকে মুক্ত থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি যা ইচ্ছা ও এরাদা সহকারে ফেলা হয় তা অবৈধ। কেননা তার মধ্যে প্রবৃত্তির প্রভাব অবশ্যই থাকবে।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাক্তার কর্তৃক অপরিচিতা রোগী ও তার শরীরের কোন অঙ্গ দেখা কিংবা কোন অপরিচিতা নারী ডুবে যাচ্ছে অথবা তার প্রাণ বা ইজ্জত-আব্রু বিপদাপন্ন হলে তাকে রক্ষার সময় তার চেহারা কিংবা তার সতর ইত্যাদিতে দৃষ্টি পড়লে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, নারীর জন্য কোন জিনিসটা উত্তম? সাহাবীগণ নীরব রইলেন, কেউ কোন উত্তর দিলেন না। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি তখনই সৈয়দা ফাতেমার নিকট এলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম,

اَىُّ شَىْءٍ خَيْرٌ لِّلنِّسَاءِ قَالَتْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَلَا يَرَوْنَهُنَّ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَاطِمَةُ بُضْعَةٌ مِنِّىْ

নারীদের জন্য কোন জিনিসটা উত্তম? সৈয়দা বললেন, তারা পুরুষকে না দেখা এবং পুরুষ তাদেরকে না দেখা। তিনি বলেন, আমি সৈয়দার উত্তর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করলাম। তিনি ফরমালেন, ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা। (বায্যার ও দারুকুতনী)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর অর্থ হল এই যে, সে ভালই বুঝেছে, তার উত্তর সম্পূর্ণ সঠিক। এইরূপ হবে না কেন সে তো আমার শরীরের অঙ্গ।

দৃষ্টি অবনমিত রাখার নির্দেশ তো নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ছিল; এরপর বিশেষভাবে নারীদেরকে চেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মো'মিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখের) উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। (সূরা আহযাব, আয়াত-৫৯)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক যুগে শহরের মধ্যে অধিকাংশ গৃহে শৌচাগার ইত্যাদি থাকতো না; ফলে অভিজাত নারীদেরকেও দাসীদের ন্যায় পায়খানার জন্য লোকালয়ের বাইরে যেতে হতো। অসৎ লোক তাদের অনুসরণ করতো এবং তাদেরকে উত্যক্ত করতো। যখন তাদেরকে বলা হতো- তোমরা অভিজাত নারীদের সাথে এইরূপ কেন কর? তারা বলতো, এরা তো দাসী, অভিজাত নারী অল্পসংখ্যকই রয়েছে নচেৎ আমাদের কি অবকাশ? এই প্রসংগে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়-হে মাহবূব! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মো'মিন নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদর কিংবা বোরকা দ্বারা তাদের মাথা ও চেহারা ঢেকে বের হয়। যাতে পোশাক দ্বারা তাদের ও দাসীদের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায় এবং লোকেরা চিনতে পারে যে, এরা অভিজাত নারী, দাসী নয়। অতঃপর অসৎ লোক তাদের অনুসরণ ইত্যাদি করবে না এবং এভাবে তারা অসৎ লোকদের উত্যক্তি থেকে নিরাপদ থাকবে।

মানবদেহের মধ্যে যেহেতু সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও উন্নত অঙ্গ হচ্ছে চেহারা এবং চেহারা দেখেই অন্তরের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় সেহেতু চেহারা ঢাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে কারো দৃষ্টি না পড়ে এবং অন্তরের আকর্ষণও সৃষ্টি না হয়।

গৃহের অভ্যন্তরে সাধারণত নারীগণ নিঃসঙ্কোচে থাকে। কারণ গৃহের মধ্যে কোন পর পুরুষ থাকে না। এইজন্য বাইরের লোকজনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা অন্য কারো গৃহে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ না করে। আল্লাহ ফরমায়েছেন ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا

হে মো'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীর অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ কর না। (সূরা নূর, আয়াত-২৭)

আর যদি এমন কোন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, পরনারী থেকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে কিংবা কিছু নিতে হচ্ছে তখন ফরমায়েছেন ঃ

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ

যখন তোমরা তাদের (নারীদের) নিকট থেকে কিছু চাইবে তখন পর্দার অন্তরাল হতে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। (সূরা আহযাব, আয়াত-৫৩)

কেননা এইভাবে তোমাদের দৃষ্টি তাদের চেহারা, রূপ-সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জার উপর পড়বে না এবং তাদের দৃষ্টি তোমাদের উপর পড়বে না। ফিৎনার দরজা খুলবে না এবং হৃদয় অপবিত্র আবেগসমূহ থেকে পবিত্র থাকবে।

যেমন হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একদা আমি সৈয়দা ফাতেমা (রাঃ)'র নিকট তাঁর কোন শিশু চাইলাম। তিনি পর্দার অন্তরাল থেকে হাত বাড়িয়ে প্রদান করলেন। (ফাতহুল ক্বাদীর)

অথচ হযরত আনাস (রাঃ) ছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ খাদেম এবং আত্মীয়ের মত তাঁর নিকট থাকতেন। তারপরও সৈয়দা তাঁর থেকে পর্দা করেছেন এবং সম্মুখে যান নি। আল্লাহ তায়া'লার বাণী من وراء حجاب এবং সৈয়দার মোবারক ও পবিত্র আমল থেকে প্রতীয়মান হল- মুখোমুখি হওয়া ফিৎনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এও প্রতীয়মান হল- প্রয়োজনের সময় পর পুরুষ নারীদের নিকট থেকে কিছু নিতে পারে, কথাও বলতে পারে এবং নারীদের জন্যও প্রয়োজনের সময় পুরুষদের সাথে কথা বলার অনুমতি রয়েছে। তবে এতে শর্ত হল এই-আল্লাহ ফরমায়েছেন ঃ

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ

তবে পর পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বল না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়। (সূরা আহযাব, আয়াত-৩২)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যেহেতু নারীর কণ্ঠে সৃষ্টিগতভাবে কোমলতা, কমনীয়তা ও মাধুর্য থাকে যা প্রভাব বিস্তার না করে থাকে না; এইজন্য আল্লাহ তায়া'লা নারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন- পর পুরুষের সাথে যখন কথা বলবে তখন কোমল, কমনীয় ও মধুর কণ্ঠে বল না বরং তোমাদের কণ্ঠস্বরে সামান্য কঠোরতা ও উগ্রতা প্রদর্শন করবে, যাতে কোন কুপ্রবৃত্তির লোক ভুল বুঝে তোমাদের সাথে কোন ভ্রান্ত আশা জড়িত না করে। ন্যায়পরায়ণ লোকদের নিকট আশা রাখি- তারা এই কতিপয় লাইন পড়ে পর্দার গুরুত্ব অনুবাধন করবেন এবং জানতে পারবেন যে, আমাদের ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত ইসলামী পর্দার মধ্যেই নিহিত।

সৈয়দা ফাতেমার মধ্যে এই সুন্দর গুণ বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল- তিনি কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলতেন এবং শরম ও লজ্জাশীলতার প্রতিকৃতি ছিলেন। তাঁর উক্তি রয়েছেন যে, নারীদের জন্য সর্বোত্তম গুণ হল কোন পর পুরুষকে না দেখা এবং কোন পর পুরুষ তাদেরকে না দেখা। (যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)

তিনি বলতেন-নারীগণ যেন অতীব কোন প্রয়োজন ছাড়া অন্য নারীদেরকে বিবস্ত্র শরীরে না দেখে। যদি কোন নারী অন্য কোন নারীকে বিবস্ত্র শরীরে দেখে ফেলে তা হলে তার শরীরের গঠন ও সুদর্শন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রশংসা যেন নিজের স্বামীর সম্মুখে না করে। (সীরাতে ফাতেমা)

তাঁর শরম ও লজ্জাশীলতার লেহাজ ও খাতির আল্লাহ তায়া'লার নিকটও রয়েছে। যেমন হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادٰى مُنَادٍ مِّنْ وَّرَآءِ الْحِجَابِ يَا اَهْلَ الْجَمْعِ غُضُّوا اَبْصَارَكُمْ حَتّٰى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمُرُّ وَمَعَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ جَارِيَةٍ مِنْ حُوْرِ الْعِيْنِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ

কিয়ামতের দিন এক আওয়াজদাতা পর্দার অন্তরাল থেকে আওয়াজ দিবে- হে হাশরের ময়দানে সমবেত লোকেরা! তোমাদের দৃষ্টি অবনমিত কর যতক্ষণ না ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গমন করেন। অতঃপর তিনি সত্তর হাজার বাঁদী (যারা হবে আয়তলোচনা হূর)'র সাথে বিদ্যুতের ন্যায় চলে যাবেন। (মুস্তাদরিকে হাকেম ও নুযহাতুল মাজালিস)

আল্লাহ তায়া'লা মুসলিম নারীগণকে সৈয়দা (রাঃ)'র পদাঙ্ক অনুসরণে চলা ও পর্দা করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اگر پندے زدرویشے پزیری ❊ ہزار امت بمیرد تو نمیری
بتولے باش پنہاشو ازیں عصر ❊ کہ در آغوش شبیرے بگیری

অর্থাৎ যদি কোন দরবেশ থেকে একটি উপদেশ গ্রহণ কর তা হলে সহস্র উম্মত মারা যেতে পারে তুমি কিন্তু মারা যাবে না। ফাতেমা বতূলের ন্যায় এই যুগে তুমি পর্দানশীন হও যেন কোলে নিতে পার হযরত হোসাইন (রাঃ)'র মত শিশু। (আল্লামা ইকবাল)

ধৈর্য ও রেযা*

আল্লাহ তায়া'লা ফরমানঃ

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ

হে মাহবূব! আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, আপনার ধৈর্য তো হবে আল্লারই সাহায্যে। (সূরা নাহ্ল, আয়াত-১২৭)

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। (সূরা আহকাফ, আয়াত-৩৫)

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا

সুতরাং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন পরম ধৈর্য। (সূরা মাআরিজ, আয়াত-৫)

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا

কাফিরগণ যা বলে, তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। (সূরা মুয্যাম্মিল্, আয়াত-১০)

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ

আর তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য ধৈর্যই তো উত্তম। (সূরা নাহল, আয়াত-১২৬)

---

* রেযা অর্থ সম্মতি, আল্লাহর ইচ্ছায় সম্মত থাকা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধৈর্যের প্রতিদান দুনিয়াতে

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৩)

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হল-ধৈর্যশীলগণ দুনিয়াতে আল্লাহর বিশেষ সঙ্গ লাভ করে।

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

(হে মাহবূব!) আপনি শুভ সংবাদ দিন ধৈর্যশীলগণকে যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী, তারা সেই সমস্ত লোক যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আশিষ ও দয়া বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৫-১৫৭)

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হল- যারা বিপদের সময় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা নিয়ে কাজ করতঃ বলে, 'আমাদের জীবন ও মরণ আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।' তাদের প্রতি আল্লাহ তায়া'লার বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا

আমি তাদের মধ্য হতে ইমাম মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতো যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। (সূরা সাজদা, আয়াত-২৪)

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হল- আল্লাহ তায়া'লা ধৈর্যশীলগণকে ধৈর্যের বিনিময়ে হেদায়তের ইমাম মনোনীত করেছেন।

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হতো তাদেরকে আমি আমার বরকতপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি; এবং বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে আপনার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হল, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। (সূরা আ'রাফ, আয়াত-১৩৭)

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হল- বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় যাদেরকে ফিরআওন প্রচুর জুলুম নির্যাতন করে দুর্বল করে দিয়েছিল তারা মিশর রাজ্যের রাজত্ব ও কর্তৃত্বের উত্তরাধিকারী হয়ে যাওয়া, এ ছিল কেবল তাদের ধৈর্য ও স্থৈর্যের প্রতিদান।

আল্লাহ তায়া'লা ফরমান, সচ্চরিত্র, সত্যের প্রতি আহবান, সৎকর্ম, মন্দের প্রতিরোধ ও পুণ্যশীলতা وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা, আয়াত-৩৫)

ধৈর্যের প্রতিদান আখিরাতে

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

কিন্তু যারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (সূরা হূদ, আয়াত-১১)

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا

তাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ দেয়া হবে জান্নাতের সর্বোচ্চ প্রাসাদ, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল, তাদেরকে সেথায় অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। (সূরা ফুরকান, আয়াত-৭৫)

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে, কারণ তারা ধৈর্যশীল। (সূরা কাসাস, আয়াত-৫৪)

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের অপরিমিত পুরস্কার পূর্ণরূপে দেয়া হবে। (সূরা যুমার, আয়াত-১০)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, নামায কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, তাদের জন্য রয়েছে পরকালের গৃহ। বসবাসের বাগান, ওতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা যোগ্য তারাও এবং ফেরেশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দ্বার দিয়ে, এবং বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; কত ভাল এই পরিণামগৃহ। (সূরা রা'দ, আয়াত-২২-২৪)

ধৈর্যশীলদের প্রশংসা

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তাঁর ধৈর্যশীল বান্দাদের প্রশংসা করেছেন ঃ

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ

আর স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদ্রীস ও যুল-কিফ্‌ল এর কথা, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৮৫)

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ

আমি তাকে (আইয়ূব আলাইহিস্ সালাম) পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা তিনি! (সূরা সা'দ, আয়াত-৪৪)

قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ط قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

www.AmarIslam.com

(ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম) বললেন, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? তিনি বললেন, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহ তায়া'লা ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। (সূরা সা'ফফাত, আয়াত-১০২)

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ

অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের; তারাই সৌভাগ্যশালী। (সূরা বালাদ, আয়াত-১৭ ও ১৮)

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

শপথ জমানায়ে মাহবূবের, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়। (সূরা আসর)

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

অবশ্য যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় এতো সাহসিকতার কাজ। (সূরা শূরা আয়াত-৪৩)

সবর (ধৈর্য)'র সংজ্ঞা

قَالَ الْخَوَاصُّ الصَّبْرُ الثَّبَاتُ مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى اَحْكَامِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

হযরত খাওয়াস বলেছেন, কুরআন ও সুন্নাহর বিধানাবলীর উপর আল্লাহ তায়া'লার পক্ষে অটল থাকাই ধৈর্য (সবর)। (গুনিয়াতুত্ তালেবীন)

وَسُئِلَ جُنَيْدٌ عَنِ الصَّبْرِ فَقَالَ تَجَرُّعُ الْمَرَارَةِ مِنْ غَيْرِ تَعْبِيْسٍ

হযরত জুনাইদ (রহঃ) কে কেউ সবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, স্বভাব বিরুদ্ধ তিক্ত বিষয় হজম করে ফেলাই সবর। (গুনিয়াতুত্ তালেবীন)

وَقِيْلَ اَلصَّبْرُ الْوُقُوْفُ مَعَ الْبَلَاءِ بِحُسْنِ الْاَدَبِ

আরো বলা হয়েছে, বিপদকে উত্তম শিষ্টাচার সহকারে সহ্য করাই সবর। (গুনিয়া)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَقِيْلَ تَرْكُ الشِّكْوٰى

আরো বলা হয়েছে- অভিযোগ না করাই সবর। (গুনিয়া)

খাতূনে জান্নাত সৈয়দা ফাতেমাতুয্ যাহ্রা (রাঃ) ছিলেন ধৈর্য ও শুকর, ধার্মিকতা ও তাক্ওয়া, সহিষ্ণুতা ও লজ্জাশীলতা, সবর ও রিযার প্রতিকৃতি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের অংশ এবং তাঁর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ও মুহাব্বত থাকার কারণে এ গুণসমুদয় ছিল তাঁর শারীরিক ও আত্মিক উত্তরাধিকার। অতএব তিনি অত্যন্ত অভাব-অনটনে ধৈর্য ও স্থৈর্য্যের সাথে দিন কাটিয়েছেন এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়া'লার শুকর আদায় করতে থাকেন। হযরত হোসাইন এখনও শিশুই ছিলেন তাঁর ভাবী শাহাদতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এটাও সবাই জেনে যায় যে, তাঁর শাহাদতের স্থান কারবালা। যেমন বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শাহাদতের সংবাদ দিয়েছিলেন যে, আমার এই পুত্র হোসাইন ইরাকের মাটিতে যাকে কারবালা বলা হয়, আমার উম্মতের হাতে শহীদ হবেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ

مَاكُنَّا نَشُكُّ وَاَهْلُ الْبَيْتِ مُتَوَافِرُوْنَ اِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يُقْتَلُ بِالطَّفِّ

এই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না এবং আহলে বায়তের সবাই জানতেন যে, হোসাইন ইবনে আলী 'ত্বাফ' অর্থাৎ কারবালায় শহীদ হবেন। (আল মুসতাদরিক-হাকেম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭৯)

এতদসত্ত্বেও সৈয়দা কখনও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করেননি যে, আব্বাজান! আপনি আল্লাহর প্রিয় হাবীব, আপনার রহমত হতে সমগ্র জগত ফয়েজ লাভ করে এবং আপনার দোয়া নির্ঘাত কবুল হয়। আমার এই আদরের হোসাইনের জন্য দোয়া করুন যেন সে এই মর্মান্তিক ঘটনা থেকে মুক্ত হয়ে নিরাপদ ও শান্তিতে থাকতে পারে এবং তার শত্রু ধ্বংস ও বিনাশ হয়ে যায়। নিজেও কোন সময় দোয়া করেননি। বরং ধৈর্য সহকারে সবর ও রিযার রজ্জু ধরে থাকেন এবং এমন কোন শব্দও মুখ দিয়ে বের করেন নি যা হতে সবর ও রিযার বিপরীত গন্ধ পাওয়া যায়। চিন্তা করুন- সৈয়দা যখন এই সময়ের কল্পনা করতেন তখন তাঁর অন্তর দিয়ে কি বয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে তাঁর এই নয়নমণিকে কারবালার মাটিতে রক্ত ঢালা এবং আল্লাহর পথে মস্তক উৎসর্গ করার জন্য বুকে ধারণ করে লালন পালন করতঃ যুবক করেছেন। তা ছাড়া অভাব-অনটনে ধৈর্য ও সহ্য সহকারে জীবনের দিনগুলো কাটিয়েছেন কিন্তু কোন সময় অভিযোগ ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেননি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওফাত শরীফ

উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোগাক্রান্ত হলেন তখন সৈয়দা ফাতেমা (রাঃ) আগমন করলেন। তিনি তাঁকে দেখে ফরমালেন, ধন্যবাদ, আমার কন্যা! এবং আদর ও স্নেহ সহকারে নিজের নিকট বসিয়ে আস্তে আস্তে কিছু কথা তাঁকে বললেন। এতে সৈয়দা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। যখন তিনি তাঁর চিন্তা ও বিষন্নতাকে দেখলেন তখন পুনরায় আস্তে আস্তে কিছু কথা তাঁকে বললেন। এতে তিনি মৃদু হাসলেন। হযরত আয়েশা বলেন, আমি সৈয়দাকে জিজ্ঞেস করলাম- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে কি ফরমায়েছেন যার ফলে প্রথমে আপনি কাঁদলেন তারপর মৃদু হাসলেন? সৈয়দা বললেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন কথা ফাঁস করতে চাই না। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত শরীফ হয়ে গেল তখন আমি সৈয়দাকে বললাম, আমি আপনাকে সেই অধিকারের কসম দিচ্ছি যা আপনার উপর আমার রয়েছে! আমাকে অবশ্যই এই রহস্য সম্পর্কে অবহিত করুন যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট প্রকাশ করেছিলেন। সৈয়দা বললেন, এখন এই রহস্য প্রকাশ করতে কোন অসুবিধা নেই। বিষয় হল এই- প্রথমবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন, হে ফাতেমা! আমার ওফাতের সময় এসে গেছে, আমি তোমার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় ও ধৈর্য ধারণ করতে থাকবে! এটা শুনে আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলাম। যখন তিনি আমাকে অত্যন্ত বিষন্ন দেখলেন তখন দ্বিতীয়বার আমাকে বলেছিলেন ঃ

اَلَاتَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِىْ سَيِّدَةَ نِسَآءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَوْ نِسَآءِ الْعَالَمِيْنَ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنِّىْ اَوَّلُ بَيْتِهٖ اَتْبَعُهٗ فَضَحِكْتُ

তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি সারা বিশ্ব ও বেহেশতের নারীদের সরদার হবে? আরো ফরমায়েছেন, আমার আহলে বায়তের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সাথে মিলিত হবে। এটা শুনে আমি আনন্দিত হয়ে হাসতে লাগলাম। (মিশকাত,.আল-মুস্তাদরিক)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালে যদিও সমস্ত সাহাবী ও আহলে বায়ত খুব ব্যথা পেয়েছিলেন কিন্তু যে পরিমাণ ব্যথা সৈয়দা ফাতেমা (রাঃ) পেয়েছেন তা বর্ণনার বাইরে। তিনি অত্যন্ত কান্নাকাটি করতেন। হযরত আলী (কাঃ) বলেন, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হল তখন ঃ

كَانَتْ تَقُوْلُ وَابَتَاهُ وَابَتَاهُ مِنْ رَّبِّهٖ مَا اَدْنَاهُ وَابَتَاهُ جِنَانَ الْخُلْدِ مَاوَاهُ وَابَتَاهُ رَبُّهٗ يُكْرِمُهٗ اِذَا اَتَاهُ وَابَتَاهُ اَلرَّبُّ وَرُسُلُهٗ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ حِيْنَ يَلْقَاهُ

ফাতেমা বলতেন, হায় আমার আব্বাজান! তাঁর প্রতিপালকের প্রিয় হয়ে গেলেন। হায় আমার আব্বাজান! এখন স্থায়ী বাগানসমূহে তাঁর আবাস হয়ে গেল। তাঁর প্রতিপালক তাঁকে সম্মান করবেন যখন তিনি তাঁর নিকট পৌঁছবেন। আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁর ফেরেশতাগণ তাঁকে সালাম করবেন যখন তিনি তাঁদের সাথে মিলিত হবেন। (আল-মুস্তাদরিক-হাকেম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬৩)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাফন করা হয় তখন সৈয়দা সাহাবীগণকে বললেন, আপনাদের হাতে কি করে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মাটি ঢালতে চাইল? সমস্ত সাহাবীগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন, আল্লাহর তাকদীরের সম্মুখে কোন উপায় নেই।

ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَاَخَذَتْ قَبْضَةً مِّنْ تُرَابِ الْقَبْرِ فَوَضَعَتْهُ عَلٰى عَيْنِهَا وَبَكَتْ وَانْشَدَتْ

অতঃপর ফাতেমা (রাঃ) কবর শরীফে এলেন। কবরে আকদাসের পবিত্র মাটি থেকে এক মুষ্টি নিয়ে তাঁর চোখে রাখলেন এবং অত্যন্ত কান্নাকাটি করতঃ এই শে'র পাঠ করলেন ঃ

مَاذَا عَلٰى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ اَحْمَدَا
اَنْ لَا يَشَمَّ مَدَّالزَّمَانِ غَوَالِيَا
صُبَّتْ عَلَىَّ مَصَائِبٌ لَوْاَنَّهَا
صُبَّتْ عَلَى الْاَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে ব্যক্তি আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাযারের সুবাসিত মাটির ঘ্রাণ নিয়েছে সারা যুগের সুগন্ধিগুলো তার পছন্দ হবে না। তাঁর ইন্তেকালে যে কঠিন বিপদ আমার উপর এসেছে যদি তা দিনের উপর আসতো তবে তা রাত্রিতে পরিণত হতো। (যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৯৩, মাদারিজুন্ নবুওয়াত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪২)

যখন দ্বিতীয়বার যিয়ারতের জন্য এলেন তখন ফরমালেন ঃ

اِذَا اشْتَدَّ شَوْقِىْ زُرْتُ قَبْرَكَ بَاكِيًا
اَنُوْحُ وَاشْكُوْ مَااَرَاكَ مُجَابِيًا

যখন সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবলতর হয়ে উঠে তখন ক্রন্দন করতঃ আপনার কবর যিয়ারত করার জন্য আসি এবং অভিযোগ করি। যখন দেখি যে, আপনি উত্তর দিচ্ছেন না-

يَاسَاكِنَ الْبَطْحٰى اَعْلَمْتَنِى الْبُكَاءَ
وَذِكْرُكَ اَنْسَانِىْ جَمِيْعَ الْمَصَائِبَا

হে কবরে আনওয়ারে বিশ্রামকারী! আমার কান্নাকাটি দেখুন, এই সমুদয় বিপদে আপনার স্মরণই আমার অন্তরের সান্ত্বনা।

فَاِنْ كُنْتَ عَنِّىْ فِى التُّرَابِ مَغِيْبًا
فَمَا كُنْتَ عَنْ قَلْبِىْ الْحَزِيْنِ بِغَائِبَا

যদিও আপনি কবরের মাটিতে বাহ্যিকভাবে আমার নিকট হতে অদৃশ্য কিন্তু আমার বিষন্ন হৃদয় হতে অদৃশ্য নন।

এই শে'রগুলোও তিনিই বলেছেন ঃ

نَفْسِىْ عَلٰى زَفْرَاتِهَا مَحْبُوْسَةٌ
يَالَيْتَهَا خَرَجَتْ مَعَ الزَّفَرَاتِ

আমার প্রাণ দুঃখ ও ব্যথা, বিষন্নতা ও বেদনায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। হায়! এই প্রাণ দুঃখ ও ব্যথা নিয়ে বেরিয়ে যেতো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لَا خَيْرَ بَعْدَكَ فِى الْحَيٰوةِ وَاِنَّمَا
اَبْكِىْ مَخَافَةَ اَنْ تَطُوْلَ حَيَاتِىْ

আপনার পর বেঁচে থাকার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। আমি কাঁদছি কেবল আমার জীবন দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায়। (মাদারিজুন্ নবুওয়াত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৪)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল ও বিচ্ছেদের ব্যথায় তিনি এতই বিষন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর দুঃখ, বেদনা ও কান্নাকাটিতে অন্যান্য লোকেরাও প্রভাবান্বিত হয়েছিল। যেমন হিন্দা বিনতে আসাসা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতে যে বিষাদ-সংগীত লিখেছেন তাতে এ শে'রগুলোও রয়েছে

اَشَابَ ذَوَابَتِىْ وَاَذَلَّ رُكْنِىْ بُكَاؤُكَ فَاطِمَ الْمَيِّتَ الْفَقِيْدَا

হে ফাতেমা! এই ওফাতবরণকারীর বেদনায় তোমার কান্না আমার চুল সাদা করে দিয়েছে এবং আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে।

اَفَاطِمَ فَاصْبِرِىْ فَلَقَدْ اَصَابَتْ رَزِيَّتُكَ التَّهَائِمَ وَالنَّجُوْدَا

হে ফাতেমা! ধৈর্যধারণ কর, তোমার বিপদ তিহামা ও নজদের লোকজনকে চিন্তিত করে রেখেছে।

وَاَهْلَ الْبَرِّ وَالْاَبْحَارِ طُرًّا فَلَمْ تَخْطِئْ مُصِيْبَةُ وَحِيْدَا

জল-স্থলবাসী সবাই এতে অংশীদার, এই বিপদ কাউকে একা ছাড়েনি। (তাবকাতে ইবনে সা'দ)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রী তাঁর ইন্তেকালের বেদনায় পানাহার ছেড়ে দিয়েছিল। (মাদারিজ) যেমন ইমাম নাসাফী (রহঃ) বলেন, এক রাত্রি সৈয়দার সাক্ষাতে এল তাঁর উষ্ট্রী আসাবা' ঃ

فَقَالَتْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ يَابِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِنَّ لِكِ حَاجَةً اِلٰى اَبِيْكِ فَاِنِّىْ ذَاهِبَةٌ
اِلَيْهِ فَبَكَتْ فَاطِمَةُ وَجَعَلَتْ رَاْسَهَا فِىْ حِجْرِهَا حَتّٰى مَاتَتْ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ
فَكَفَنَّتْهَا فِىْ عَبَاءَةٍ وَدَفَنَتْهَا ثُمَّ كَشَفُوْا عَنْهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهَا اَثَرًا

অতঃপর সে বলল, হে রাসূলুল্লাহর তনয়া! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপনার পিতার নিকট আপনি কোন সংবাদ দিতে চান কি? কেননা আমি তাঁর নিকট যাচ্ছি। এটা শুনে সৈয়দা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। উষ্ট্রী তার মাথা সৈয়দার কোলে রাখল এবং তখনই মরে গেল। তাকে কাফন দিয়ে দাফন করা হয়। তিনদিন পর কবর খুলে দেখল তখন কবরে তার কোন চিহ্নই ছিল না। (নুযহাতুল মাজালিস, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৬)

হযরত আবু জাফর (রাঃ) বলেনঃ

مَارَاَيْتُ فَاطِمَةَ ضَاحِكَةً بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا يَوْمًا اِفْتَرَتْ
بِطَرْفِ نَابِهَا قَالَ وَمَكَثَتْ بَعْدَهٗ سِتَّةَ اَشْهُرٍ.

আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (ওফাতের) পর কখনো ফাতেমাকে হাসতে দেখিনি, সে দিন ব্যতীত যে দিন তাঁর রোগের দুর্বলতা শেষ পর্যায়ে পৌঁছে ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সৈয়দা ছয় মাস জীবিত ছিলেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৩)

উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেনঃ

تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَّةِ اَشْهُرٍ وَدَفَنَهَا عَلِىٌّ لَيْلًا

ফাতেমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছয় মাস পর ইন্তেকাল করেছেন এবং আলী (রাঃ) তাঁকে রাত্রিবেলায় দাফন করেছেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৩)

মোট কথা, তিনি ছয় মাস তাঁর মহানুভব আব্বার বিচ্ছেদে কেঁদে কেঁদে অতি কষ্টে কাটিয়েছেন। ইন্তেকালের দিন তিনি ভালভাবে গোসল করেছেন এবং পবিত্র কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করেছেন। এরপর তাঁর ডান হাত গণ্ডদেশের নীচে রেখে কেবলামুখী হয়ে শুয়ে যান এবং বললেন, আমি আমার প্রাণ আল্লাহ তায়া'লার সোপর্দ করছি। অতএব ৩রা রমজানুল মোবারক, ১১ হিজরী, মঙ্গলবার রাত্রি বিরহ ও বিচ্ছেদ, দুঃখ ও বেদনার কঠিন মনজিলসমূহ অতিক্রম করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কলিজার টুকরা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় বাইশ বছর। তবে ভিন্ন রেওয়ায়তও রয়েছে।

তাঁর ইন্তেকালে এই শে'রদ্বয় বলেছেন হযরত আলী (কাঃ) ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِّنْ خَلِيْلَيْنِ فُرْقَةٌ وَكُلُّ الَّذِيْ دُوْنَ الْفِرَاقِ قَلِيْلٌ

যেখানেই দু'বন্ধু রয়েছে অবশেষে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হবেই। আর সমুদয় বিপদ বিরহের বিপদ ও বিচ্ছেদের যন্ত্রণা অপেক্ষা কম।

وَاِنِ افْتَقَادِيْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنْ لَّا يَدُوْمَ خَلِيْلُ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আমার নিকট হতে ফাতেমার বিচ্ছেদ এই বিষয়ের প্রমাণ যে, কোন প্রিয় বন্ধু সর্বদা সাথে থাকতে পারে না। (আল-মুস্তাদরিক-হাকেম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬৩)

তাঁর ওফাত শরীফে হযরত হাসান, হযরত হোসাইন, হযরত যয়নব ও হযরত উম্মে কুলসূম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন সীমাহীন শোকাহত হন। শে'রে খোদা, মাওলায়ে মুশকিল কোশা, হায়দরে কাররার হযরত আলী মুরতাযা (রাঃ) যার সাহসিকতা ও বীরত্ব আরব ও আজমে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল; যাকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর দুঃখও মনমরা ও ভগ্নহৃদয় করতে পারেনি; এই অসহ্য শোকে তাঁর কলিজাও খান্‌খান্ হয়ে যায়।

কাফন ও দাফন

হযরত উম্মে জাফর (রাঃ) বলেন, একদা সৈয়দা ফাতেমাতুয্ যাহরা (রাঃ) হযরত আসমা বিনতে উমাইস (হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)'র সহধর্মিণী) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছেন, হে আসমা! বর্তমানে নারীদের জানাযা যেভাবে নিয়ে যায় এটা আমার ভাল লাগে না যে, শবাধারের উপর একখানা চাদর ছড়ায় যা দ্বারা পূর্ণরূপে পর্দা হয় না। বরং আয়তন ইত্যাদি দেখা যায়। হযরত আসমা বললেন ঃ

يَابِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُرِيْكِ شَيْئًا رَاَيْتُهٗ بِالْحَبَشَةِ فَدَعَتْ بِجَرَائِدِ رَطْبَةٍ مَحْنَتْهَا ثُمَّ طَرَحَتْ عَلَيْهَا ثَوْبًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ مَا اَحْسَنَ هٰذَا وَاَجْمَلَهٗ تُعْرَفُ بِهِ الْمَرْاَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَاِذَا مِتُّ اَنَا فَاغْسِلِيْنِيْ اَنْتِ وَعَلِيٌّ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيَّ اَحَدٌ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ غَسَلَهَا عَلِيٌّ وَاَسْمَاءُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুহিতা! আমি আবিসিনিয়ায় একটি পদ্ধতি দেখেছিলাম তা আপনাকে করে দেখাচ্ছি। অতঃপর তিনি খেজুর গাছের তাজা শাখা আনতে বললেন এবং ওগুলো খাটের উপর ধনুকের ন্যায়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লাগিয়ে উপরে কাপড় ছড়ালেন। হযরত ফাতেমা দেখে বললেন, এ তো খুবই উত্তম ও সুন্দর পদ্ধতি। এতে নারী ও পুরুষের জানাযার পরিচয়ও হয়ে যায়। যখন আমি মৃত্যুবরণ করব (তখন আমার জানাযাও এভাবে তৈরী করবেন এবং) আপনি ও আলী আমাকে গোসল দিবেন, অন্য কাউকে অন্তর্ভুক্ত করবেন না। অতঃপর যখন সৈয়দার ইন্তেকাল হল তখন হযরত আসমা ও হযরত আলী তাঁকে গোসল দিয়েছেন।

তাঁর এই অসিয়ত মোতাবেক তাঁকে গোসল দিয়েছেন হযরত আলী ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)'র সহধর্মিণী হযরত আসমা এবং এভাবে তাঁর খাটের দু'পার্শ্ব থেকে তাজা শাখা লাগিয়ে উপরে কাপড় ছড়ানো হয়।

জানাযার নামায কে পড়ায়েছেন?

এ সম্বন্ধে তিনটি অভিমত রয়েছে। প্রথমতঃ হযরত আলী (রাঃ) নিজেই পড়ায়েছেন। দ্বিতীয়তঃ হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) পড়ায়েছেন। তৃতীয়তঃ হযরত আলী (রাঃ)'র অনুরোধে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) পড়ায়েছেন।

কতেক লোক বলেন, হযরত আলী (কাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে সৈয়দার ওফাতের সংবাদ দেননি। এইজন্য তিনি জানাযার নামাযে শরীক হতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে আমাদের কথা হল এই-হযরত আলী (কাঃ)'র সংবাদ না দেয়াতে এটা প্রমাণিত হয় না যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সংবাদই পাননি। এটা অসম্ভব যে, রাসূলুল্লাহর তনয়া হযরত ফাতেমাতুয যাহরা (রাঃ)'র ইন্তেকাল হবে আর তদানীন্তন খলীফা আমীরুল মো'মেনীন জানবেন না। অধিকন্তু যখন সৈয়দার গোসলদাতা ও তাঁর জানাযা প্রস্তুতকারী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)'র সহধর্মিণী হযরত আসমা বিনতে উমাইস হবেন।

যারা এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, সৈয়দা ও হযরত আবু বকর সিদ্দীকের মধ্যে 'ফাদাকের' কারণে মনোমালিন্য ছিল এবং এই মনোমালিন্যের কারনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক জানাযার নামায পড়াননি। এটা কেবল তাদের অপবাদ যাদের অন্তরে সাহাবায়ে কেরামের বিদ্বেষ রয়েছে। নচেৎ প্রকৃতপক্ষে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও সৈয়দা (রাঃ)'র মধ্যে কোন মনোমালিন্য ছিল না (যেমন পরবর্তী আলোচনায় আসছে) এবং তিনি জানাযার নামাযে শরীক হয়েছেন। বরং গ্রহণযোগ্য কিছু রেওয়ায়ত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জানাযার নামাযের ইমামতি তিনিই করেছেন। যেমন তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড. ২৯ পৃষ্ঠায় দু'সনদে বর্ণিত হয়েছে ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

صَلَّى اَبُوْبَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ফাতেমা বিনতে রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানাযার নামায পড়ায়েছেন এবং চার তাকবীর বলেছেন।

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাসীর রেওয়ায়ত করেছেন ঃ

كَبَّرَ اَبُوْبَكْرٍ عَلٰى فَاطِمَةَ اَرْبَعًا

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সৈয়দা ফাতেমা (রাঃ)'র জানাযার নামায পড়ায়েছেন এবং চার তাকবীর বলেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৮)

নাহ্জুল বালাগার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইবনে আবিল হাদীদের ৪র্থ খণ্ড ১০০ পৃষ্ঠায় পরিষ্কার রেওয়ায়ত রয়েছে ঃ

اِنَّ اَبَابَكْرٍ هُوَ الَّذِىْ صَلّٰى عَلٰى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا

নিঃসন্দেহে হযরত আবু বকর হযরত ফাতেমা আলাইহাস্ সালামের জানাযার নামায পড়ায়েছেন এবং চার তাকবীর বলেছেন।

সায়্যিদুল মুহাক্কেকীন হযরত মাওলানা শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) 'ফসলুল খিতাবে'র উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, যখন সৈয়দা ফাতেমা (রাঃ)'র ওফাত হল তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত ওসমান, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম উপস্থিত হলেন। যখন নামায পড়ার জন্য জানাযা রাখা হল তখন হযরত আলী (কাঃ) হযরত আবু বকরকে বললেন, সামনে আসুন এবং নামায পড়ান। হযরত আবু বকর বললেন, আপনি থাকতে আমি সামনে আসব! হযরত আলী ফরমালেন, হ্যাঁ! অতঃপর হযরত আবু বকর অগ্রসর হয়ে জানাযার নামায পড়ালেন এবং চার তাকবীর বললেন।

আল্লামা ইমাম আলাউদ্দিন ইবনে আবি বকর ইবনে মাসউদ আল-কাশানী-আল হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ

رُوِىَ اَنَّهٗ صَلّٰى عَلٰى فَاطِمَةَ اَبُوْبَكْرٍ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বর্ণিত আছে যে, হযরত ফাতেমা (রাঃ)'র জানাযার নামায পড়ায়েছেন হযরত আবু বকর এবং চার তাকবীর বলেছেন।

আল্লামা আবদুর রহমান সাফূরী (রহঃ) বলেন, যখন সৈয়দার ওফাত হল তখনঃ

صَلّٰى عَلَيْهَا اَبُوْبَكْرٍ بِاَمْرِ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ

হযরত আলী (রাঃ)'র অনুরোধে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর জানাযার নামায পড়ায়েছেন। (নুযহাতুল মাজালিস, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৬)

এই রেওয়ায়তসমূহ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতীয়মান হল- হযরত আবু বকর (রাঃ) সৈয়দা ফাতেমাতুত্ যাহরার জানাযায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং হযরত আলীর অনুরোধে ইমামতি করেছেন।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ) বলেন ঃ

رُوِىَ اَنَّ الْحُسَيْنَ قَدَّمَ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ وَقَالَ لَوْلَا السُّنَّةُ لَمَا قَدَّمْتُكَ وَكَانَ سَعِيْدٌ وَّالِيًا بِالْمَدِيْنَةِ

বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত হাসান (রাঃ)'র ওফাত হল তখন হযরত হোসাইন মদীনার শাসনকর্তা সাঈদ ইবনে আ'সকে (নামায পড়ানোর জন্য) এগিয়ে দিলেন এবং ফরমালেন, যদি এটা সুন্নাত না হতো যে, সমসাময়িক খলীফাই নামায পড়াবে; তা হলে আমি কখনো আপনাকে এগিয়ে দিতাম না।

সায়্যিদুনা হযরত হোসাইন (রাঃ)'র এই মোবারক বাণী থেকে প্রতীয়মান হল- খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এটাই ছিল সুন্নাত যে, সমসাময়িক খলীফাই নামায পড়াবেন। অতএব নিঃসন্দেহে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হযরত সৈয়দা ফাতেমাতুয্ যাহরা (রাঃ)'র জানাযার নামায পড়ায়েছেন। কেননা তিনিই ছিলেন তখনকার খলীফায়ে বরহক। (আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন)

জানাযার নামায শেষে তাঁকে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়। (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফাদাক প্রসঙ্গ

কতেক লোক বলে থাকেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক সৈয়দা ফাতেমার হক অবৈধভাবে দখল করে রেখেছেন। ফাদাক বাগান যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈয়দাকে দান করেছিলেন কিংবা তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে সৈয়দার ভাগে এসেছিল তা দেননি। যার কারণে সৈয়দা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অসন্তুষ্টই ছিলেন। তাঁর সাথে কথা পর্যন্ত বলেননি। আর যেহেতু সৈয়দার অসন্তুষ্টি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই অসন্তুষ্টি সেহেতু আবু বকর সিদ্দীক সৈয়দাকে অসন্তুষ্ট করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসন্তুষ্ট করেছেন।

এটা সত্যনিষ্ঠদের সরদার সিদ্দীক আকবরের প্রতি কেবল একটি মিথ্যা অপবাদ এবং একটি ভিত্তিহীন কুৎসা রটনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যার কোন হাকীকত নেই। এখনই কয়েক লাইন পাঠ করার পর পাঠকদের নিকট এই অপবিত্র অপবাদের স্বরূপ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং অপবাদ আরোপকারীদের অজ্ঞতা ও অসারতার পুরোপুরি উপলব্ধি হয়ে যাবে। এই সত্যকে প্রকাশ করার পূর্বে সম্মানিত পাঠকদেরকে "ফাদাক"-এর পরিচয় করানো দরকার যে, "ফাদাক" কি?

কামূস, লিসানুল আরব, মিসবাহুল লোগাত ও সহীহ বুখারীতে রয়েছে- "ফাদাক" একটি গ্রাম যা খায়বারের উপকণ্ঠে খায়বার থেকে এক মনযিল এবং মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দুই বা তিন মনযিল * দূরত্বে অবস্থিত। ওখানে ছিল খেজুর বাগান ও পানির কিছু ঝর্ণা। তার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ফাতহুল বারী, ফুতূহুল বুলদান, তারীখে তাবারী ও ইবনে আসীরের তারীখে কামিলে রয়েছে যে, সপ্তম হিজরীতে যখন খায়বার বিজয় হল তখন তাদের অবশিষ্ট লোক দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। যখন তাদের উপর অবরোধ কঠিন আকার ধারণ করে তখন তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আবেদন করল-তাদের খুন যেন মাফ করা হয় এবং তাদেরকে যেন খায়বার থেকে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়।

* মনযিল-একদিনের পথ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি তাদের এই আবেদন গ্রহণ করেন। খায়বার থেকে বের হয়ে তারা পুনরায় আবেদন করল-যদি আপনি আমাদেরকে খায়বারেই থাকতে দেন তা হলে আমরা খায়বারের উৎপন্ন শষ্যের অর্ধেক আপনার খেদমতে দিয়ে দেব, বাকী অর্ধেক পারিশ্রমিক হিসেবে নিজেরা রেখে দেব। এতদসত্ত্বেও আপনার জন্য সব সময় এই এখতিয়ার থাকবে যে, যখন ইচ্ছে আমাদেরকে খায়বার থেকে বহিষ্কার করতে পারবেন। তিনি এই শর্ত কবুল করেন।

যখন তিনি খায়বার থেকে প্রত্যাগত হলেন তখন মাহীসা ইবনে মাসউদ আনসারীকে ফাদাকবাসীদের নিকট ধর্মপ্রচারের জন্য পাঠালেন। ফাদাকের অধিবাসীরা ছিল য়াহুদী এবং তাদের সরদার ছিল য়ুশা ইবনে নূন নামক এক য়াহুদী। সে তাঁর নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠালো এবং খায়বারবাসীদের ন্যায় ফাদাকের ফসল থেকে অর্ধেক দেয়ার আবেদন করল। তিনি তা মঞ্জুর করলেন। এইভাবে "খায়বার" ও "ফাদাক" ইসলামের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। খায়বার যুদ্ধের মাধ্যমে এবং ফাদাক যুদ্ধ ছাড়াই বিজিত হয়। শরীয়তের পরিভাষায় যে ভূমি বা সম্পদ বিনা যুদ্ধে হস্তগত হয় তাকে "ফাই" বলে। প্রতীয়মান হল-ফাদাক ও তার আয় 'ফাই' এর সম্পদ এবং 'ফাই' সম্পদের ব্যয়খাত কুরআন শরীফে পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ..... لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের এবং য়াতীমদের,অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের.... এবং অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। (সূরা হাশর, আয়াত-৭ ও ৮)

এই আয়াত থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হল- "ফাই" সম্পদ যা যুদ্ধ ব্যতিরেকে হস্তগত হয়েছিল তা কারো ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল না বরং তার হকদার ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্বজনগণ ছাড়াও সেই সমস্ত মুসলমান যারা ছিল ফকীর, মিস্কীন ও অভাবগ্রস্ত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবীদের উত্তরাধিকার

আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকার কি? তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পদ তাঁদের ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন হয় কি না? এর উত্তর প্রথমে শিয়া মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব "উসূলে কাফী"র দু'টি সহীহ রেওয়ায়ত থেকে পেশ করা হচ্ছে।

ইমামুল আয়িম্মা হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) বলেনঃ

اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَآءِ وَذَاكَ اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِرْهَمًا وَلَادِيْنَارًا

وَّاِنَّمَا اَوْرَثُوْا اَحَادِيْثَ مِنْ اَحَادِيْثِهِمْ فَمَنْ اَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ اَخَذَ حَظًّا وَافِرًا

নিঃসন্দেহে আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। কারণ আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁদের উত্তরাধিকারে দেরহাম ও দীনার রেখে যান না বরং তাঁদের উত্তরাধিকার হল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বাণীসমূহ। অতএব যে ব্যক্তি তাঁদের জ্ঞানপূর্ণ বাণীসমূহ থেকে কিছু গ্রহণ করে সে অনেক বড় হিস্যাই গ্রহণ করে। (উসূলে কাফী শরহে সাফী সহ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ৮৩)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ

الْقَمَرِ عَلٰى سَائِرِ النُّجُوْمِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ لَمْ يُوَرِّثُوْا

دِيْنَارًا وَلَادِرْهَمًا وَلٰكِنْ اَوْرَثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَ مِنْهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, জ্ঞানহীন আবেদের উপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব এইরূপ যেমন পূর্ণিমা রজনীতে সমস্ত নক্ষত্ররাজির উপর চন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব। আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী এবং নবীগণ তাঁদের উত্তরাধিকারে দেরহাম ও দীনার নয় বরং ইলম রেখে যান। সুতরাং যে ব্যক্তি এই ইলম থেকে কিছু গ্রহণ করেছে সে অনেক বড় ভাগ নিয়েছে। (উসূলে কাফী শরহে সাফীসহ, খণ্ড-১, পৃষ্টা-৮৭)

এই রেওয়ায়তদ্বয় থেকে প্রমাণিত হল-নবীদের উত্তরাধিকার ইলম, মাল নয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আহলে সুন্নাতের কিতাব থেকে

আমীরুল মো'মেনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانُوْرِثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, আমরা নবীদের সম্পত্তির কোন ওয়ারিশ হয় না, আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সাদকা। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৫৫০)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَقْسِمُ وَرَثَتِىْ دِيْنَارًا مَّاتَرَكْتُ

بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِىْ وَمُؤْنَةِ عَامِلِىْ فَهُوَ صَدَقَةٌ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন (আমার ইন্তেকালের পর) আমার ওয়ারিশগণ দেরহাম, দীনার ইত্যাদি (তর্কা হিসেবে) বন্টন করবে না এবং যা কিছু আমি রেখে যাব তা থেকে আমার স্ত্রীদের ব্যয় নির্বাহ ও শ্রমিকের পারিশ্রমিকের পর যা থাকবে তা হবে সাদকা। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৫৫০)

হযরত আমর ইবনে হারেস (রাঃ) বলেন,

مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَاعَبْدًا وَلَا

اَمَةً اِلَّا بَغْلَةَ الْبَيْضَاءَ الَّتِىْ كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ وَاَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيْلِ

صَدَقَةً

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেরহাম, দীনার, দাস, দাসী কিছুই রেখে যান নি। রেখে যান একটি সাদা খচ্চর যার উপর তিনি আরোহণ করতেন, কিছু সমরাস্ত্র এবং কিছু জমি। এগুলো মুসাফিরদের জন্য সাদকা করে যান। (বুখারী শরীফ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ

إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ يَّبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ يَسْئَلْنَهُ مِيْرَاثَهُنَّ فَقُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর পবিত্র বিবিগণ হযরত ওসমানকে হযরত আবু বকরের নিকট তর্কার দাবী নিয়ে পাঠাতে ইচ্ছে করলেন। উম্মুল মো'মেনীন বলেন, আমি বললাম, তোমাদের কি জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, আমরা নবীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কেউ হয় না, যা কিছু আমরা রেখে যাই তা সাদকাই হয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

উভয় দলের এই রেওয়ায়তসমূহ থেকে প্রমাণিত হল- সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকার ইলম এবং তাঁদের ওয়ারিশ হয়ে থাকেন আলেমগণ। বাকী যা কিছু তাঁরা রেখে যান তা সাদকার মতই। যখন এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের তর্কা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বন্টন হয় না, কেননা তাদের তর্কা হয়ে থাকে ইলম; এছাড়া যা কিছু থাকে তা সাদকাই হয়ে থাকে, অতঃপর এই উক্তি করা যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সৈয়দা ফাতেমাতুয্ যাহরা (রাঃ)'র হক জবরদখল করেছেন এবং বাগে ফাদাক যা হুজুরের উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর ভাগে এসেছিল তা প্রদান করেননি; কি পরিমাণ সীমালঙ্ঘন ও জ্ঞানহীনতার দলীল?

আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, বাগে ফাদাক তর্কা হিসেবে বণ্টনযোগ্য ছিল তা হলেও ওতে কেবল সৈয়দার হক ছিল না। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় তাঁর নয় পত্নী এবং (চাচা) হযরত আব্বাসও ছিলেন। শরীয়তের বন্টন নীতি অনুযায়ী তাঁরা কি হকদার ছিলেন না? নয় পত্নীদের মধ্যে একজন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)'র কন্যা (আয়েশা সিদ্দীকা) এবং হযরত ওমর ফারূকের কন্যা (হযরত হাফসা)ও তো ছিলেন। কি তাঁদের প্রতিও হযরত আবু বকর সিদ্দীকের শত্রুতা ছিল যে, তাঁদের হকও নষ্ট করেছেন? বস্তুতঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কারোও হক নষ্ট করেন নি বরং কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক তা খরচ করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপত্তিসমূহ ও অপনোদন

আপত্তি নং-১. বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে হুজুরের ওফাতের পর সৈয়দা আবু বকরের নিকট হুজুরের পরিত্যক্তি সম্পত্তি "ফাই" বন্টন করে দেয়ার দাবী করলেন। আবু বকর তা প্রত্যাখ্যান করলেন যার ফলে সৈয়দা ক্রুদ্ধ হন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন তাঁর সাথে কথা বলেননি। আর সৈয়দাকে অসন্তুষ্ট করা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অসন্তুষ্ট করা। সুতরাং আবু বকর সৈয়দাকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ ও রাসূলকে অসন্তুষ্ট করেছেন।

অপনোদন ঃ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এমন কোন শব্দ নেই যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সৈয়দা (রাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)'র প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিংবা হযরত আবু বকর তাঁকে অসন্তুষ্ট করেছেন। হযরত আবু বকর তাঁর দাবীর প্রেক্ষিতে তাঁকে কেবল এটাই বলেছেন, হে সৈয়দা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী রয়েছে- আমরা নবীগণ কাউকে আমাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করি না বরং যা কিছু আমরা রেখে যাই তা সাদকা। খোদার কসম! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদকায় কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করব না বরং সে অবস্থায়ই রাখব যেমন তাঁর যুগে ছিল। ওতে সে বিধানই চালু রাখব যা তিনি চালু করেছিলেন। তবে (তাঁর যুগে যেমনটা ছিল) তাঁর পরিবারবর্গও এ থেকে আহার করবেন। (মুসলিম শরীফ)

বুখারী শরীফে রয়েছে- এটা শুনে সৈয়দা ক্রুদ্ধ হন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন এই ব্যাপারে কথা বলেননি। হাদীস শরীফের শব্দাবলী এই- فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল এই যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক এমন কোন শব্দ বলেননি যা তাঁর অসন্তোষের কারণ হতে পারে। বরং তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক বাণী পেশ করেছেন এবং বলেছেন, খোদার কসম! আমি তাঁর সুন্নাত মোতাবেক আমল করব এবং তাতে কোন পরিবর্তন করব না।

তাছাড়া সৈয়দাও শুনে এটা বলেন নি যে, আপনি ভুল বলছেন, নবীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন হয়ে থাকে। সুতরাং আমার আব্বাজানের সম্পত্তিও বন্টন হবে এবং আপনার কথা ও কাজ আমার আব্বাজানের কথা ও কাজের পরিপন্থী।

অতএব এই অসন্তোষ ছিল সাময়িক যা পরে মোটেই থাকেনি। কারণ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সৈয়দা (রাঃ) তাঁর আব্বাজানের বাণী সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন এবং তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)'র প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। যেমন ইমাম বায়হাকী শা'বী থেকে সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ اَبَابَكْرٍ عَادَ فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ اَبُوْ بَكْرٍ لَيَسْتَاْذِنُ عَلَيْكِ قَالَتْ اَتُحِبُّ اَنْ اٰذَنَ لَهُ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَتْ لَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَرَضَاهَا حَتّٰى رَضِيَتْ وَهُوَ

হযরত আবু বকর হযরত ফাতেমার রোগের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য এলেন। তখন হযরত আলী হযরত ফাতেমাকে বললেন, আবু বকর তোমার নিকট আসার অনুমতি চাইছেন। হযরত ফাতেমা বললেন, আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাঁকে অনুমতি দিই? হযরত আলী বললেন, হ্যাঁ! অতঃপর হযরত ফাতেমা অনুমতি দিলেন। হযরত আবু বকর সৈয়দার নিকট এলেন এবং তাঁকে রাজী করলেন এমনকি সৈয়দা সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং হযরত আবু বকরও রাজী হয়ে যান। (যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৭)

এতদসত্ত্বেও যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) কোন অপরাধ করেননি বরং হুজুরের বাণী ও কর্মগত সুন্নাত পেশ করেছিলেন এবং তার উপর আমল করেছিলেন। তারপরও সৈয়দার অসন্তোষের কি পরিমাণ অনুভূতি তাঁর ছিল যে, তিনি স্বয়ং গমন করেন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। সৈয়দাও রাজী হয়ে যান। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) যা বলেছেন তা সত্য ও সঠিক।

এরপরও যদি কেউ না মানে তা হলে প্রশ্ন হল এই-যখন হযরত আলী (কাঃ)'র খেলাফতকাল ছিল তখন পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি ছিল তাঁর হাতে। অতঃপর তিনি কেন বাগে ফাদাক সৈয়দার সন্তানদের হস্তান্তর করেননি। অথচ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ রয়েছে- আমানত তার হকদারের নিকট প্রত্যর্পণ কর। তিনি হকদারকে তার হক কেন প্রত্যর্পণ করেননি?

যদি উত্তর এই হয়- আহলে বায়তে কেরাম অপহৃত সম্পত্তি ফেরত নেন না, কেননা এটা তাদের পবিত্রতম শানের পরিপন্থী; তা হলে তাদের উক্তি মতে খেলাফতও হযরত আলীর হক ছিল যা প্রথম তিন খলীফা অপহরণ করেছিলেন। অতএব ওই অপহৃত খেলাফত হযরত আলী ও হযরত হাসান কেন নিলেন?

هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ *

* অর্থাৎ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ পেশ কর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপত্তি নং-২. আল্লাহ তায়া'লার বাণী يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ (আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন) আয়াতে করীমা (যার মধ্যে উত্তরাধিকারের নিয়মাবলী বর্ণনা করা হয়েছে) ব্যাপক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ থেকে বাদ রাখা হয়নি। সুতরাং যেমনিভাবে আমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আমাদের সন্তানদের মধ্যে বন্টন হয় তেমনিভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পত্তিও বন্টন হওয়া উচিৎ। হযরত আবু বকর হুজুরের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন না করে আল্লাহর এই নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন।

অপনোদন ঃ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ আয়াতে করীমায় সম্বোধন করা হয়েছে উম্মতকে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বসম্মতিক্রমে এতে অন্তর্ভুক্ত নন। এর দলীল হল- আল্লাহ তায়া'লা উত্তরাধিকারের নীতিমালা বর্ণনা করার পর ফরমায়েছেন ঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ (الايه)

অর্থাৎ এই সব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতঃ তাদের সীমার মধ্যে থাকবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।

প্রতীয়মান হল-এই নির্দেশ উম্মতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অন্তর্ভুক্ত নন।

নচেৎ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ এর অর্থ কি হবে?

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বহু বচনের সর্বনাম كُمْ এর সম্বোধন বিদ্যমান রয়েছে যার মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় দলের সর্বসম্মতিক্রমে অন্তর্ভুক্ত নন। যেমন ঃ

(১) فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ

তবে বিবাহ কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার। (সূরা নিসা, আয়াত-৩)

এই আয়াতেও সম্বোধন করা হয়েছে উম্মতকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওয়াসাল্লাম এর অন্তর্ভুক্ত নন। অতএব তাঁর বিবাহ বন্ধনে একই সময়ে নয়জন পত্নী ছিলেন।

(২) وَلَاتُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ

তোমাদের কর্ম বিনষ্ট কর না। (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত-৩৩)

(৩) وَاعْلَمُوْا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ

তোমরা জেনে রাখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। (সূরা হুজুরাত, আয়াত-৭)

এই আয়াতদ্বয়ে كُمْ সর্বনামের সম্বোধন বিদ্যমান। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তর্ভুক্ত নন। অনুরূপভাবে يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ এর মধ্যে সম্বোধন করা হয়েছে উম্মতকে, তিনি ওতে অন্তর্ভুক্ত নন।

আপত্তি নং-৩. যদি আম্বিয়ায়ে কেরামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাঁদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন না হয় তা হলে এই আয়াতে করীমা ঃ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ "সোলায়মান হয়েছিলেন দাউদের উত্তরাধিকারী"- এর কি অর্থ হবে?

অপনোদন ঃ এই আয়াতে যে উত্তরাধিকারিত্বের উল্লেখ রয়েছে তা দ্বারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব বুঝানো হয়নি বরং জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্ব বুঝানো হয়েছে। যদি সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব বুঝানো হতো তা হলে কেবল হযরত সোলায়মানই উত্তরাধিকারী হতেন না।

তা ছাড়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব উদ্দেশ্য হলে তা উল্লেখেরই কি প্রয়োজন ছিল? হযরত সোলায়মান নিঃসন্দেহে হযরত দাউদের পুত্র ছিলেন এবং পুত্র পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়া'লার বিশেষভাবে বর্ণনা করাই এই বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ যে, এই উত্তরাধিকারিত্ব ছিল জ্ঞানের, সম্পত্তির নয়। নচেৎ পার্থিব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া কোন নবীর উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্যের কারণ হতে পারে কি?

আল্লাহ তায়া'লা ফরমান, وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا- আমি অবশ্যই দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। অর্থাৎ সেই জ্ঞান, বিজ্ঞান ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবুওয়াত যা আমি দাউদকে দান করেছিলাম তার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম। শিয়া মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব "উসূলে কাফী"র একটি দ্ব্যর্থহীন রেওয়ায়ত পাঠকদের সম্মুখে পেশ করা হচ্ছে।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক বলেন ঃ

اِنَّ سُلَيْمٰنَ وَرِثَ دَاوٗدَ وَاِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِثَ سُلَيْمٰنَ

অর্থাৎ সোলায়মান হয়েছিলেন দাউদের উত্তরাধিকারী এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়েছেন সোলায়মানের উত্তরাধিকারী।

প্রতীয়মান হল-দাউদের উত্তরাধিকারিত্ব সম্পত্তির ছিল না বরং জ্ঞানেরই ছিল যার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন হযরত সোলায়মান এবং হযরত সোলায়মানের উত্তরাধিকারের উত্তরাধিকারী হয়েছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অথচ আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত সোলায়মানের মধ্যে অনেক পুরুষ অতিবাহিত হয়েছে। কেউ প্রমাণ করতে পারবে কি- হযরত সোলায়মানের সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তি কি ছিল যার উত্তরাধিকারী হয়েছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আপত্তি নং-৪. হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম দোয়া করেছিলেন ঃ

فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ

সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী, যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে য়া'কূবের বংশের। (সূরা মারয়াম, আয়াত ৫-৬)

অপনোদন ঃ এই আয়াত থেকে তো আপত্তি নাকচ হয়ে যাচ্ছে এবং আপত্তিকারীর জ্ঞানের দৌড়েরও পুরাপুরি অনুমান হয়ে যাচ্ছে। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম প্রার্থনা করছেন, হে আল্লাহ! আমাকে একটি সন্তান দান কর যে, يَرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ আমার ও য়া'কূবের বংশের উত্তরাধিকারী হবে। হযরত য়াহয়া হযরত যাকারিয়ার তো উত্তরাধিকারী হতে পারেন কিন্তু য়া'কূবের বংশের উত্তরাধিকারী কিরূপে হবেন?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অথচ হযরত যাকারিয়া ও হযরত য়া'কূবের মধ্যে রয়েছে দু'হাজার বছরের ব্যবধান। য়া'কূবের বংশের সম্পত্তি কি তখনো পর্যন্ত অবিভক্ত পড়ে রয়েছিল যার উত্তরাধিকারী হতে হবে হযরত য়াহয়াকে?

বস্তুতঃ এই আয়াত থেকে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, হে আল্লাহ! আমাকে একটি সন্তান দান কর, যে আমার পরে আমার নবুওয়াতের পদ ও আমার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তরাধিকারী হবে এবং এটাই ছিল য়া'কূবের বংশের উত্তরাধিকার।

ফাদাক প্রসংগ, নবীদের উত্তরাধিকার ও আপত্তিসমূহের অপনোদন সংক্ষিপ্তাকারে পাঠকদের সম্মুখে পেশ করা হল। ইনসাফের দৃষ্টিতে যারা দেখেন তাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। বাকীদের জন্য বৃহৎ থেকে বৃহত্তর কিতাবও নিষ্ফল। আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে ধর্ম বুঝার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى حَبِيْبِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

নবী মোস্তফার নয়নমণি, আলী মুরতাযার প্রাণাধিকা, হযরত হাসান ও হোসাইনের প্রশান্তি, জগতের যাজিকা, সৈয়দগণের মাতা, বিশ্বের নারীদের সরদার, জননীদের গৌরব খাতূনে জান্নাত হযরত তৈয়বা, তা'হেরা যা'কিরা, আ'বিদা, রা'দ্বিয়া সৈয়দা ফাতেমা যাহরা (রাঃ)'র কিছু ফাযায়েল ও জীবনী লিখার পর উম্মুল মো'মেনীন রাব্বুল আলামীনের প্রিয়তমের প্রিয়তমা, সিদ্দীক তনয়া সিদ্দীকা, আতীক তনয়া আতীকা হযরত সৈয়দা আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)'র কিছু ফাযায়েল ও প্রশংসাবাদও বরকত ও সৌভাগ্য হাসিলের নিমিত্তে পেশ করছি। যাতে মুসলিম ভাই ও বোনেরা এই পবিত্র ব্যক্তিবর্গের উচ্চ মর্যাদা, ফযীলত ও প্রশংসা, জ্ঞান ও গুণ, ধার্মিকতা ও খোদাভীতি, বদান্যতা ও দানশীলতা, ইবাদত ও সাধনা,শরম ও লজ্জাশীলতা এবং অপরাপর সৎকর্মসমূহ সম্বন্ধে জানতে পারে অধিকন্তু মুসলিম নারীরা তাঁদের পবিত্র জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তাদের অনুসরণ করতঃ নিজেদের জীবনকে পবিত্র জীবনে পরিণত করে।

অধম মুহাম্মদ শফী আল খতীব
উকাড়ভী (আফাল্লাহু আন্হু)
করাচী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উম্মুল মো'মেনীন

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা

রাদ্বিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

النبی اولی بالمؤمنین من
انفسهم وازواجه امهاتهم

নবী মোমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্টতর এবং তাঁর পত্নিগণ তাদের মাতা।

সূরা আহযাব, আয়াত-৬

بنت صدیق آرام جان نبی
اس حریم برأت پہ لاکھوں سلام

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ্ তায়া'লার প্রিয়তমের প্রিয়তমা

হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি হুজুর আকরাম রহমতে আলম নূরে মুজাস্সাম শফীয়ে মুআয্যম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হযরত আয়েশা সিদ্দীকার খুব গভীর ভালবাসা ছিল। তাঁর উপাধিই "মাহবূবায়ে মাহবূবে রাব্বিল আলামীন" (আল্লাহর প্রিয়তমের প্রিয়তমা)।

হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) যখন সালাসিল অভিযান থেকে প্রত্যাগত হলেন তখন তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

اَیُّ النَّاسِ اَحَبُّ اِلَیْكَ قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ اَبُوْهَا

মানুষের মধ্যে আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয় কে? ফরমালেন, আয়েশা। তিনি বললেন, পুরুষদের মধ্যে? ফরমালেন, তাঁর পিতা আবু বকর (রাঃ)।

আমীরুল মো'মেনীন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর দুহিতা উম্মুল মো'মেনীন হযরত হাফসা (রাঃ)কে বলেছেন ঃ

يَا بُنَيَّةُ لَاتَغُرَّنَّكِ هٰذِهِ الَّتِیْ اَعْجَبَهَاحُسْنُهَا حُبَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاهَا يُرِيْدُ عَائِشَةَ

হে বৎসা! আয়েশা যেন তোমাকে ঈর্ষান্বিত না করে যে, তিনি তোমার চেয়ে সুন্দরী এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা। (বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৮৫)

হযরত ওমর (রাঃ) যখন মুসলমানদের ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন তখন তিনি হুজুরের অপরাপর পত্নীদের জন্য দশ হাজার করে এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)'র জন্য বার হাজার নির্ধারণ করলেনঃ

وَزَادَ عَائِشَةَ اَلْفَيْنِ وَقَالَ اِنَّهَا حَبِيْبَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আয়েশাকে দু'হাজার অতিরিক্ত দিলেন এবং বললেন, এটা এইজন্য যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা। (আল-মুস্তাদরিক, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا قِسْمِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَاتَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَااَمْلِكُ يَعْنِىْ الْقَلْبَ

হে আল্লাহ! এই ইনসাফপূর্ণ বন্টন যা আমার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে (অর্থাৎ পত্নীদের মধ্যে চালচলন ও লেনদেনের সমতা) তা তো আমি করছি। আর যা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই (অর্থাৎ আয়েশার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা) এ বিষয়ে আমাকে ভর্ৎসনা কর না অর্থাৎ ক্ষমা করবে। (আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩৩)

আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই সক্ষম হবে না। (সূরা নিসা, আয়াত-১২৯)

অর্থাৎ যদি একাধিক স্ত্রী তোমাদের বিবাহ বন্ধনে থাকে তা হলে তোমাদের পক্ষে এটা কখনো সম্ভব হবে না যে, আন্তরিক ভালবাসা, আকর্ষণ ইত্যাদিতে সমান ব্যবহার করবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্বভাবজাত বিষয়ই ব্যক্ত করেছেন যে, হে আল্লাহ! অন্তরের ব্যাপার তোমারই নিয়ন্ত্রণে, আমার নিয়ন্ত্রণে নয়। অতএব আয়েশার ভালবাসার ব্যাপারে আমাকে ভর্ৎসনা কর না।

যেহেতু সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম জানতেন, হযরত আয়েশার প্রতি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যধিক ভালবাসা রয়েছে এইজন্য যে দিন তাঁর পালা হতো ওই দিন সাহাবীগণ তাঁর খেদমতে হাদিয়া ও তোহফা পাঠাতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি হাসিল করতেন। তাঁর পবিত্র পত্নীদের মধ্যে কারো কারো মনে এই অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠে। তাঁরা হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) কে বললেন, আপনি হুজুরের খেদমতে আবেদন করুন যেন তিনি লোকজনকে বলে দেন যে, আমি যেখানেই থাকি না কেন তোমরা হাদিয়া ও তোহফা পাঠাবে এবং আয়েশার দিনকে নির্দিষ্ট করবে না। হযরত উম্মে সালমা এটা তাঁকে বললেন। তখন তিনি তাঁকে ফরমালেন ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

يَا اُمَّ سَلَمَةَ لَاتُؤْذِيْنِىْ فِىْ عَائِشَةَ فَاِنَّ الْوَحْىَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ وَ مَعِىْ اَحَدٌ مِّنْ نِسَائِىْ اِلَّا عَائِشَةَ فَاِنَّ الْوَحْىَ نَزَلَ عَلَىَّ وَهِىَ مَعِىْ فِىْ لِحَافِىْ

হে উম্মে সালমা! আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা আমার স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা ব্যতীত অন্য কেউ আমার সাথে থাকাবস্থায় আমার নিকট ওহী আসে না আর আয়েশা আমার সাথে আমার লেপেই থাকে তখনও আমার নিকট ওহী আসে। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২২৫)

অবশেষে তাঁর পবিত্র পত্নীগণ সবাই পরামর্শ করে হযরত ফাতেমা যাহরা (রাঃ)কে ডাকলেন এবং তাঁকে এই কথায় রাজী করলেন যে, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলবেন। হযরত সৈয়দা তাঁদের পক্ষ থেকে আবেদন পেশ করলেন। তিনি ফরমালেন ঃ

يَا بُنَيَّةُ اَلَا تُحِبِّيْنِىْ مَا اُحِبُّ فَقَالَتْ بَلٰى فَرَجَعَتْ اِلَيْهِنَّ فَاَخْبَرَتْهُنَّ فَقُلْنَ ارْجِعِىْ اِلَيْهِ فَاَبَتْ اَنْ تَرْجِعَ

হে বৎসা! যাকে আমি ভালবাসি তুমি কি তাকে ভালবাসবে না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই! সৈয়দা ফিরে এসে এটা তাঁদেরকে বললেন। তাঁরা আবার পাঠাতে চাইলেন কিন্তু সৈয়দা পুনরায় যেতে অস্বীকার করলেন। (বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫১)

তিনি প্রায়ই হযরত আয়েশার উরুতে মাথা রেখে শয়ন করতেন। তাঁর সাথে একই দস্তরখানে এমনকি একই পাত্রে আহার করতেন। আহারের মধ্যে ভালবাসার অবস্থা ছিল এই-তিনি ওই হাড্ডি চুষতেন যা হযরত আয়েশা চুষতেন, গ্লাসের মধ্যে সেখানে মুখ রেখে পান করতেন যেখানে হযরত আয়েশা মুখ লাগাতেন। (মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালেসী, পৃষ্ঠা-২১১)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক পারসিক ছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশী। একদা সে তাঁকে দাওয়াত করল।

فَقَالَ وَهٰذِهِ لِعَائِشَةَ তিনি ফরমালেন, সাথে আয়েশারও? ! فَقَالَ لَا সে বলল, না! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, তা হলে আমিও কবুল করছি না। সে চলে গেল। অতঃপর আবার এল এবং পুনরায় এই প্রশ্নোত্তর হল। তৃতীয় দফা আবার এল। তিনি এবারও এটাই ফরমালেন, সাথে আয়েশাও থাকবে? সে বলল, হ্যাঁ! অতঃপর তিনি ও হযরত আয়েশা তার গৃহে গমন করেন। (মুসলিম শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৬)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাদীসের ভাষ্যকারগণ বলেন, তিনি একাকী দাওয়াত কবুল না করার কারণ ছিল এই-ওই দিন ঘরে আহারের কিছু ছিল না। তাঁর প্রেম ও প্রীতি, স্নেহ ও দয়া এটা পছন্দ করেনি যে, ঘরে সহধর্মিণীকে ভুখা রেখে একাকী আহার করবেন।

ইমাম রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী (রহঃ) বলেন, প্রথমে আমার নিয়ম ছিল এই–যখন খাবার তৈরী হতো তখন তার ছওয়াব বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের রূহ মোবারকের জন্যই বিশেষ করতাম এবং হুজুরের পবিত্র পত্নীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতাম না। অতঃপর

شبے در خواب می بیند کہ آں سرور حاضر است علیہ وعلی الہ الصلوۃ والسلام فقیر برایشاں عرض سلام می کند متوجہ فقیر نمی شوند ودربجانب دیگر دارند، دریں اثنا بہ فقیر فرمودند کہ من طعام در خانہ عائشۃ میخورم ہر کہ مر اطعام فرستد بخانہ عائشہ فرستد ایں زماں فقیر دریافت کہ سبب عدم توجہ شریف ایشاں آں بودہ فقیرحضرت صدیقہ را در طعام شریک نہ می ساخت بعد ازاں حضرت صدیقۃ بلکہ سائر ازواج مطہرات را کہ ہمہ اہل بیت اند شریک می ساخت وبجمیع اہل بیت توسل می نمود .

এক রাত্রি স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত রয়েছেন। আমি তাঁর খেদমতে সালাম আরজ করলাম। তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না, চেহারায়ে আন্‌ওয়ার অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন এবং আমাকে ফরমালেন, আমি আয়েশা (সিদ্দীকা)'র গৃহে আহার করে থাকি। যে কেউ আমার নিকট খাবার পাঠাতে চায় সে যেন (হযরত) আয়েশার গৃহে পাঠায়। তখন জানতে পারলাম যে, তাঁর দৃষ্টিপাত না করার কারণ হল এই- আমি খাবারের ঈসালে ছওয়াবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকে শরীক করতাম না। এর পর আমি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হুজুরের পবিত্র পত্নীগণ এমনকি সমস্ত আহলে বায়তকে শরীক করতাম এবং সমস্ত আহলে বায়তকে নিজের জন্য অসীলা রূপে গ্রহণ করতাম। (মাকতূবাত শরীফ, খণ্ড-২, মাকতূব নং-৩৬)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে তাঁর পত্নীগণ হতে একজনকে সাথে রাখতেন। এতে অনেক রহস্য রয়েছে। এই ব্যাপারে তিনি তাদের মধ্যে লটারী দিতেন। যার নাম আসতো তিনি তাঁর সফরসঙ্গী হতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা অনেকবার সফরে তাঁর সাথে ছিলেন। একবার সফরে তিনি সাহাবীগণকে আগে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং হযরত আয়েশাকে বললেন, এসো, দৌড় প্রতিযোগিতা দিই- দেখি কে আগে চলে যেতে পারে। অতঃপর দৌড় হল। হযরত আয়েশা আগে চলে যান। কিছুদিন পর পুনরায় এইরূপ সুযোগ এল, আবার দৌড় হয়। এবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে চলে যান فَقَالَ هٰذِهٖ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ এবং ফরমালেন, এটা ঐ দিনের বদলা। (আবু দাউদ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪০৩)

হযরত আয়েশা বলেন, একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) ফরমায়েছেন, হে আয়েশা! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন কি অপ্রসন্ন থাকো তা আমি বুঝতে পারি। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিভাবে?

قَالَ اِنَّكِ اِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ لَاوَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَاِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ لَا وَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ لَسْتُ اُهَاجِرُ اِلَّا اِسْمَكَ

তিনি ফরমালেন, যখন তুমি প্রসন্ন থাকো তখন বল, মুহাম্মদের প্রতিপালকের কসম! আর যখন অপ্রসন্ন থাকো তখন বল, ইব্‌রাহীমের প্রতিপালকের কসম! আমি আরজ করলাম, হ্যাঁ, কেবল মুখে আপনার নাম উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকি; অন্তর তো ভালবাসায় পূর্ণ থাকে।

اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے ؏

اس کا تو بیاں ہی نہیں تم جسے چاہو

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি আপনাকে চায় সে আল্লাহর প্রীতিভাজন হয়ে যায় আর আপনি যাকে চান তার কথা তো বর্ণনার বাইরে।

এই পর্যন্ত সেই রেওয়াতসমূহ পেশ করা হল যা থেকে প্রতীয়মান হয়-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশাকে কত ভালবাসতেন। আর ওই রেওয়াতসমূহ আমরা এখানে বর্ণনা করিনি যা থেকে হুজুরের প্রতি হযরত আয়েশার অগাধ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখানে তাত্বহীর দ্বারা অন্তরের পরিচ্ছন্নতা, চারিত্রিক নির্মলতা এবং জাহের ও বাতেনের পবিত্রতার সেই উচ্চ স্তরকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ তায়া'লা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে দান করেন।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

হে নবীপত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। (সূরা আহযাব, আয়াত-৩২)

অর্থাৎ তোমাদের মাকাম ও মর্যাদা সাধারণ নারীদের মত নয়। কেননা তোমাদেরকে সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী হওয়ার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। আল্লাহ ফরমায়েছেন ঃ

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا

(হে নবীপত্নীগণ!) তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত হবে ও সৎকার্য করবে তাকে আমি পুরস্কার দেব দ্বিগুণ এবং তার জন্য আমি রেখেছি সম্মানজনক রিযক। (সূরা আহযাব, আয়াত-৩১)

নবীপত্নীদের সৎকার্যের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার ও ছওয়াব লাভ করা তাদের মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদার উজ্জ্বল দলীল। وَيَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ (তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাকে ইচ্ছে বিশেষ করে বেছে নেন।) আল্লাহ ফরমায়েছেন ঃ

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ

দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। (সূরা নূর, আয়াত-২৬)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সচ্চরিত্র পুরুষদের সরদার এবং তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণ সচ্চরিত্রা নারীদের সরদার। আর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা ও শ্রেষ্ঠতমা সহধর্মিণী হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এই উচ্চ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যসমূহের সর্বাপেক্ষা হকদার। কেননা তাঁকে আল্লাহ তায়া'লা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পছন্দ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেছেন। যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান ঃ

لَمَّا تُوُفِّيَتْ خَدِيْجَةُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ بِصُوْرَةِ عَائِشَةَ فِيْ سَرَقَةٍ حَرِيْرٍ خَضْرَاءَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هٰذِهٖ زَوْجَتُكَ فِى الدُّنْيَا وَ زَوْجَتُكَ فِى الْاٰخِرَةِ .

যখন খাদীজার ইন্তেকাল হল তখন জিবরীল সবুজ রঙের রেশমী কাপড়ে আয়েশার ছবি নিয়ে এলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এই মেয়েটা দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার সহধর্মিণী।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশাকে ফরমায়েছেন ঃ

اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِىْ زَوْجَتِىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, দুনিয়া ও আখিরাতে তুমি আমার সহধর্মিণী হবে। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২২৫, আল-মুস্তাদরিক, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১০)

আর বেহেশতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাকাম হবে সবচেয়ে উচ্চ ও সবচেয়ে উন্নত এবং হযরত আয়েশা নিঃসন্দেহে ওই মাকামে তাঁর সাথে থাকবেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَّلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَاٰسِيَه اِمْرَاَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ

পুরুষদের মধ্যে তো অনেক লোক কামিল (সিদ্ধ পুরুষ) হয়েছে কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরান তনয়া মারয়াম ও ফিরআওন পত্নী আ'সিয়া ব্যতীত কেউ কামিল হয়নি এবং আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব রমনীকূলের উপর এইরূপ যেমন সারীদের শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত খাবারের উপর। (বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৩২)

উল্লেখ্য যে, সারীদ এক প্রকার আরবী খাবার যা রুটিকে ঝোলে ভিজিয়ে তৈরী করা হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আরবদের মধ্যে সারীদকে খুব উন্নত খাবার মনে করা হতো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আয়েশা সিদ্দীকার ফযীলতের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল এই যে, যখন মুনাফিকগণ তাঁর ইজ্জত-আব্রুর উপর অপবিত্র হামলা করেছিল এবং তাঁর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিল তখন আল্লাহ তায়া'লা তাঁর পুণ্যশীলতার সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং অপবাদ আরোপকারীগণকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত আখ্যা দিয়ে তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির ঘোষণা শুনিয়েছেন।

অথচ যখন আল্লাহর নবী হযরত যূসুফ আলাইহিস্ সালামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল তখন আল্লাহ তায়া'লা একটি শিশুর মাধ্যমে তাঁর পুণ্যশীলতার সাক্ষ্য দান করিয়েছেন। হযরত মারয়াম সিদ্দীকার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল তখন আল্লাহ তায়া'লা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে সাক্ষ্য দান করিয়েছেন যিনি ওই সময়ে কোলের শিশু ছিলেন। বিশিষ্ট সাধক ও ধার্মিক হযরত জোরাইজের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল তখন আল্লাহ তায়া'লা রাখলের ছোট্ট শিশুর মাধ্যমে সাক্ষ্য দান করিয়েছিলেন। কিন্তু এটা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার শান-আল্লাহ তায়া'লা নিজেই সাক্ষ্য দিয়ে তাঁর মাহাত্ম্য ও শানের ডঙ্কা বাজান। অথচ আল্লাহ তায়া'লা ইচ্ছা করলে বৃক্ষরাজির পত্রসমূহ, মাটির বালুকণা, সমুদ্রের জলবিন্দু এবং পশু-পাখিরাও সাক্ষ্য দিতো। কিন্তু এটা ছিল প্রিয়তমের প্রিয়তমা সিদ্দীকে আকবরের তনয়া সিদ্দীকাতুল কোব্-রার ইজ্জত-আব্রুর বিষয় বরং পরোক্ষভাবে তাঁর মাহবূবের ইজ্জত-আব্রুর বিষয়। এখানে আহকামুল হাকেমীন, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং সাক্ষ্য দান করেন।

এইভাবে এক সফরে হযরত আয়েশা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। রাত্রিবেলা তাঁর হার ছিঁড়ে কোথাও পড়ে যায়। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। তিনি এক ব্যক্তিকে ওটা তালাশ করার জন্য পাঠালেন এবং নিজে হযরত আয়েশার উরুতে মাথা মোবারক রেখে বিশ্রাম করতে লাগলেন। সকাল অত্যাসন্ন এবং ওখানে কোন পানি ছিল না। যখন নামাযের সময় ঘনিয়ে এল তখন লোকেরা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের নিকট গমন করতঃ বলল, আপনি দেখছেন না- আয়েশা গোটা বাহিনীকে কি বিপদে ফেলেছে? এটা শুনে হযরত আবু বকর সোজা হযরত আয়েশার নিকট গমন করেন। তাঁর উরুতে মাথা মোবারক রেখে বিশ্রাম করছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি রাগে হযরত আয়েশার পাঁজরে কয়েকটি খোঁচা দিলেন এবং বললেন, তোমার কারণে আজ এক নতুন বিপদ সবার উপর এসে পড়েছে। যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উরুতে বিশ্রাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করছিলেন এইজন্য তিনি নড়াচড়াও করেননি যাতে তাঁর বিশ্রামে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। কিছুক্ষণ পর তিনি জাগ্রত হন। সাহাবীগণ ব্যাকুল হয়ে পড়েন যে, অযু কোত্থেকে করবেন। তখন আল্লাহ তায়া'লা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا.

আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তা মুখ ও হাতে বুলাবে। আল্লাহ তায়া'লা পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল। (সূরা নিসা, আয়াত-৪৩)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণ যারা এতক্ষণ খুব অস্থির ও ব্যাকুল ছিলেন; খুশী ও আনন্দে তাঁদের মাকে দোয়া করতে লাগলেন। হযরত উসাইদ ইবনে হোযাইর (রাঃ) বললেন ঃ

مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِيْ بَكْرٍ

হে আবু বকরের পরিবার! এটা আপনাদের প্রথম বরকত নয়। (বুখারী)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে- তিনি হযরত আয়েশাকে বলেছেন ঃ

جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ إِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ خَيْرًا

হে সিদ্দীকা! আল্লাহ তায়া'লা আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। খোদার কসম!যখনই আপনার নিকট এমন কোন বিষয় এসে পৌঁছে যা আপনি অপছন্দ করেন কিন্তু আল্লাহ তায়া'লা এতে আপনার এবং মুসলমানদের জন্য কল্যাণ নিহিত রাখেন। (বুখারী)

হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) যিনি ইতোপূর্বে এত অসন্তুষ্ট ছিলেন যে, রাগে হযরত আয়েশার পাঁজরে কয়েকটি খোঁচা দিয়েছিলেন, এখন গর্ব করে তাঁর তনয়াকে বলেন ঃ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ নিঃসন্দেহে তুমি অত্যন্ত বরকতময়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবনে আবি মালিকার বর্ণনায় রয়েছে স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, مَاكَانَ اَعْظَمُ بَرَكَةَ قَلَادَتِكِ হে সিদ্দীকা! তোমার হারের কি অসাধারণ বরকত যে, মুসলমানগণ তোমার অবদানে সফর, পীড়া ও অপারগতার অবস্থায় তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে থাকবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকে বলেছেন, উম্মুল মো'মেনীন!

فَكَانَ ذٰلِكَ بِسَبَبِكِ وَبَرَكَتِكِ مَا اَنْزَلَ تَعَالٰى لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ مِنَ الرُّخْصَةِ

আল্লাহ তায়া'লা আপনার কারণে এবং আপনার বরকতে উম্মতকে (তায়াম্মুমের) এই সুযোগ দান করেছেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৫, ইবনে সা'দ, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৭৫)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বলতেন, খোদার কসম! আমি গর্ব করে নয় বরং নে'মতের শুকরিয়া স্বরূপ বলছি, আল্লাহ তায়া'লা আমাকে এমন দশটি বিষয় দান করেছেন যা অন্য কেউ লাভ করেনি ঃ

جَاءَ الْمَلَكُ بِصُوْرَتِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اِبْنَةُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاُهْدِيْتُ اِلَيْهِ وَاَنَا اِبْنَةُ تِسْعَ سِنِيْنَ وَ تَزَوَّجَنِىْ بِكْرًا وَلَمْ يَكُنْ فِىْ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَكَانَ يَاتِيْهِ الْوَحْىُ وَاَنَا وَهُوَ فِىْ لِحَافٍ وَاحِدٍ وَكُنْتُ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيْهِ وَنَزَلَ فِىَّ اٰيَاتٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَكَادَتِ الْاُمَّةُ تَهْلِكُ فِيْهَا وَرَاَيْتُ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَلَمْ يَرَهُ اَحَدٌ مِنْ نِسَائِهٖ غَيْرِىْ وَقُبِضَ فِىْ بَيْتِىْ لَمْ يَلِهٖ اَحَدٌ غَيْرُ الْمَلَكِ اِلَّا اَنَا وَفِى الطَّبَقَاتِ لِاِبْنِ سَعْدٍ وَمَاتَ فِى اللَّيْلَةِ الَّتِىْ كَانَ يَدُوْرُ عَلَىَّ فِيْهَا وَدُفِنَ فِىْ بَيْتِىْ .

(১) ফেরেশতা আমার ছবি নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে এসেছেন (২) যখন আমি সাত বছরের বালিকা তখন তিনি আমাকে বিবাহ করেছেন (৩) নয় বছর বয়সে আমাকে তাঁর নিকট পৌঁছানো হয় (৪) আমি ছাড়া তাঁর কোন সহধর্মিণী কুমারী ছিল না (৫) যখন আমি ও তিনি একই লেপে থাকতাম তখনও ওহী আসতো (৬) আমি তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তর ছিলাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৭) আমার শানে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে যখন মানুষ এই প্রসঙ্গে ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল (৮) আমি জিবরীল আমীন (আঃ)-কে স্বচক্ষে দেখেছি, আমি ছাড়া অন্য কোন স্ত্রী তাঁকে দেখেনি (৯) তিনি আমার গৃহে আমার কোলে ইন্তেকাল করেছেন যখন আমি ও ফেরেশতাগণ ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর নিকটে ছিল না। তাবকাতে ইবনে সা'দ-এ রয়েছে- (১০) তাঁর ইন্তেকাল সেই রাত্রি হয়েছে যে রাত্রি আমার পালা ছিল এবং তিনি আমার গৃহেই সমাহিত হয়েছেন। (আল-মুস্তাদরিক, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১০, ইবনে সা'দ, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৬৩)

আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে বড় মর্যাদা ও সম্মান দান করেছিলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছিলেন এতদসত্ত্বেও তাঁর বিনয় ও নম্রতার অবস্থা ছিল এই- যখন কেউ সম্মুখে তাঁর প্রশংসা করতো তখন তিনি তা পছন্দ করতেন না।

একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রশংসা করলেন, তা শুনে তিনি বললেন, হায়! আমি সৃজিতই না হতাম, কোন কোন সময় বলতেন, হায়!, আমি পাথর হতাম, হায়! আমি কোন জঙ্গলের বৃক্ষমূল হতাম। (ইবনে সা'দ)

অনুরূপভাবে একদিন সৈয়দা ফাতেমা (রাঃ) তাঁকে বললেন, আমি আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠতম, কেননা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা। হযরত আয়েশা বললেন, পৃথিবীতে এইরূপই যেমন আপনি বলছেন। আর পরকালে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর সহধর্মিণী হিসেবে থাকব। একেতঃ স্থায়ী সঙ্গ, দ্বিতীয়তঃ সেই শ্রেণী যেখানে তিনি থাকবেন। এই দু'টোই আমি পাব যা আপনি পাবেন না। কেননা আপনি থাকবেন আলীর সাথে। আর জান্নাতে উন্নত হওয়া উত্তম হওয়ারই দলিল। এটা শুনে ফাতেমা (রাঃ) নীরব হয়ে যান ঃ

فَقَامَتْ عَائِشَةُ وَقَبَّلَتْ رَأْسَهَا وَقَالَتْ يَالَيْتَنِىْ شَعْرَةٌ فِىْ رَأْسِكِ

তখন হযরত আয়েশা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সৈয়দার মাথায় চুম্বন করতঃ বললেন, হায়! আমি আপনার মাথার একখানা চুল হতে পারতাম। (নুযহাতুল মাজালিস, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৬)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জ্ঞান ও গুণ

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন ঃ

مَا اَشْكَلَ عَلَيْنَا اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ اِلَّاوَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا .

আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের নিকট এমন কোন জটিল বিষয় আসেনি যার সমাধান (এর জ্ঞান) আমরা হযরত আয়েশার কাছে জিজ্ঞেস করে পাইনি। (তিরমিযী, মানাকিবে আয়েশা)

ইমাম যুহ্‌রী যিনি ছিলেন তাবেয়ীদের ইমাম ও পেশওয়া, যিনি বড় বড় সাহাবীদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছিলেন; তিনি বলেন ঃ

كَانَتْ عَائِشَةُ اَعْلَمُ النَّاسِ لَيَسْئَلُهَا الْاَكَابِرُ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত আয়েশা ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, বড় বড় সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন।

ইমাম যুহ্‌রী আরো বলেন ঃ

لَوْ جُمِعَ عِلْمُ النَّاسِ كُلُّهُمْ ثُمَّ عِلْمُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَتْ عَائِشَةُ اَوْسَعَهُمْ عِلْمًا

যদি মানুষের জ্ঞান এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণীদের জ্ঞান একত্রিত করা হয় তা হলে হযরত আয়েশার জ্ঞান সকলের চেয়ে বেশী হবে। (মুস্‌তাদ্‌রিক-হাকেম, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১১)

হযরত ইমাম কাসেম (রাঃ) যিনি সাহাবীদের পর তাবেয়ীদের মধ্যে মদীনা মুনাওয়ারার খ্যাতনামা সাতজন আলেমের অন্যতম; বলেন ঃ

كَانَتْ عَائِشَةُ قَدْ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَتْوٰى فِىْ خِلَافَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَهَلُمَّ جَرًّا اِلٰى اَنْ مَاتَتْ يَرْحَمُهَا اللّٰهُ

হযরত আয়েশা হযরত আবু বকরের খেলাফতকালেই স্বতন্ত্রভাবে ফতোয়া দানের পদ লাভ করেছিলেন। হযরত ওমর, হযরত ওসমান এবং তাঁদের পর শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি সমানভাবে ফত্‌ওয়া দিতে থাকেন। (ইবনে সা'দ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭৫)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِىْ فِىْ عَهْدِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ بَعْدَهُ يُرْسِلَانِ اِلَيْهَا فَيَسْاَلَانِهَا عَنِ السُّنَنِ

হযরত আয়েশা হযরত ওমর ও হযরত ওসমানের খেলাফতকালে ফতোয়া দিতেন। এই মহাত্মাদ্বয় তাঁর নিকট হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার জন্য লোক পাঠাতেন। (ইবনে সা'দ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭৫)

হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ তাবেয়ী, যিনি বিভিন্ন সাহাবীদের শিষ্যত্বের সৌভাগ্য লাভ করেছেন; বলেন ঃ

كَانَتْ عَائِشَةُ اَفْقَهَ النَّاسِ وَاَعْلَمَ النَّاسِ وَاَحْسَنَ النَّاسِ رَأْيًا فِى الْعَامَةِ

হযরত আয়েশা ছিলেন মানুষর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ফকীহ (ইসলামী আইন শাস্ত্রে পারদর্শী), সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম সিদ্ধান্তদাতা। (মুস্তাদরিক-হাকেম, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪, আল-ইস্তীআব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৬৫)

হযরত আবু সালমা (রাঃ) বলেনঃ

مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَعْلَمَ بِسُنَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اَفْقَهَ فِىْ رَأْىٍ اِنِ احْتِيْجَ اِلٰى رَأْيِهِ وَلَا اَعْلَمَ بِاٰيَةٍ فِيْمَا نَزَلَتْ وَلَا فَرِيْضَةٍ مِنْ عَائِشَةَ

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত সম্বন্ধে হযরত আয়েশা (রাঃ) অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী, সিদ্ধান্ত প্রদানে যদি তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়; তাঁর চেয়ে নিপূণ এবং আয়াতের শানে নুযূল (অবতরণের কারণ) ও ফরায়েযের মাসআলা সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী কাউকে দেখিনি। (তাবকাতে ইবনে সা'দ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭৫)

হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেনঃ

مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَعْلَمَ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْعِلْمِ وَالشِّعْرِ وَالطِّبِّ مِنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ

আমি হালাল ও হারাম, জ্ঞান ও কবিতা এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা অপেক্ষা পারদর্শী কাউকে দেখিনি। (মুস্তাদরিক, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১১)

হযরত মুসা ইবনে ত্বালহা (রাঃ) বলেনঃ

مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا

আমি হযরত আয়েশা (রাঃ) অপেক্ষা অধিক সাবলীল ভাষী কাউকে দেখিনি। (মুস্তাদরিক-হাকেম, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১১, তিরমিযী, বাবুল মানাকিব)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আহনাফ ইবনে কায়স বলেনঃ

مَا سَمِعْتُ الْكَلَامَ مِنْ فَمِ مَخْلُوْقٍ اَفْخَمَ وَلَا اَحْسَنَ مِنْهُ مِنْ فِىْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا

আমি শ্রুতিমাধুর্য ও গাম্ভীর্যে হযরত আয়েশা (রাঃ)'র মুখের কথা অপেক্ষা উত্তম ও উন্নত কোন মাখলূকে মুখের কথা শুনতে পাইনি।

নিঃসন্দেহে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) জ্ঞান ও গুণে কেবল নারীদের মধ্যে নয় বরং পুরুষদের মধ্যেও স্বতন্ত্র ছিলেন। কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ, ফিক্হ ও শরীয়তের বিধানাবলীর জ্ঞানে তাঁর স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। তার কারণ শরীয়তের শিক্ষক স্বয়ং তাঁর ঘরে ছিলেন। রাতদিন তাঁর সাহচর্যে থাকতেন। প্রতিদিন মসজিদে নববীতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'লীম ও শিক্ষার মজলিস বসতো আর হযরত আয়েশার হুজরা ছিল মসজিদ সংলগ্ন। তিনি তাঁর বাণীসমূহ খুব গভীরভাবে শুনতেন। কোন সময় যদি কোন কথা বুঝে না আসে তা হলে যখন তিনি ঘরে আসতেন তখন পুনরায় জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হতেন। সবসময় মাসআলা জিজ্ঞেস করতেন, কোন কোন সময় কোন কোন মাসআলায় তর্কও করতেন এবং যতক্ষণ পরিষ্কার না হতেন ছাড়তেন না। যুক্তি-তর্ক চলতো নিঃসংকোচে। কিন্তু হযরত আয়েশা কখনো আদবের সীমালঙ্ঘন করতেন না। তাঁর তর্ক-বিতর্ক বেআদবীর অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি তিনি তর্ক না করতেন তা হলে উম্মতে মুহাম্মদী অনেক রহস্য ও মাসআলা সম্পর্কে অনবহিত থাকতো।

বস্তুতঃ গোটা উম্মতের উপর বিশেষতঃ মুসলিম নারী সমাজের উপর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)'র বিরাট অবদান রয়েছে যে, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা, নির্দেশনা ও বাণীসমূহ বিশুদ্ধভাবে উম্মতের সম্মুখে পেশ করেছেন এবং অসংখ্য মাসআলা যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি হতো; সেগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতঃ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তাঁর এই জ্ঞানগত ও ধর্মীয় খেদমতসমূহকে সামনে রাখা হলে নিঃসন্দেহে নারীদের মধ্যে কাউকেই তাঁর সমকক্ষ ও সমমর্যাদাসম্পন্ন দেখা যায় না।

নারীদের অনেক গোপনীয় মাসআলা যেগুলো বিস্তারিতভাবে না নারীরা লজ্জা ও শরমের কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করতে পারতো এবং না তিনি তাদের সম্মুখে খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করতেন; ওসব মাসআলা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার মাধ্যমেই উম্মতের নারীরা জানতে পেরেছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবাদত ও দানশীলতা

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা প্রচুর ইবাদত করতেন এবং সবসময় রোযা রাখতেন। (ইবনে সা'দ, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৬৮) প্রত্যেক বছর হজ্ব করতেন, অনেক বড় দানশীল ও উদার ছিলেন। হযরত উরওয়া (রাঃ) বলেনঃ

لَقَدْ رَاَيْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا لَقَسَمَ سَبْعِيْنَ اَلْفًا وَاِنَّهَا لَتُرَقِّعُ جِيْبَ دِرْعِهَا

নিঃসন্দেহে আমি দেখেছি- হযরত আয়েশা (রাঃ) সত্তর হাজার মুদ্রা আল্লাহ তায়া'লার পথে বিতরণ করে দিয়েছেন অথচ তিনি নিজে তাঁর কামিজের পকেটে তালি লাগাতেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, আবু নাঈম, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৭)

উক্ত হযরত উরওয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা তাঁর বাসস্থান এক লক্ষ দেরহামের বিনিময়ে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)'র নিকট বিক্রয় করলেন ঃ

اِنَّ مُعٰوِيَةَ بَعَثَ اِلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِمِاَةِ اَلْفٍ فَوَاللّٰهِ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ عَنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ حَتّٰى فَرَّقَتْهَا قَالَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا لَوِاشْتَرَيْتِ لَنَا مِنْ هٰذِهِ الدَّرَاهِمِ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا فَقَالَتْ لَوْقُلْتِ قَبْلَ اَنْ اُفَرِّقَهَا لَفَعَلْتُ

আমির মুআবিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ)'র নিকট এক লক্ষ দেরহাম পাঠালেন। খোদার কসম! ওই দিন সন্ধ্যা হওয়ার আগে আগে তিনি সবগুলো অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। পরিচারিকা আরজ করল, যদি আপনি এই দেরহামগুলো থেকে আমাদের জন্য এক দেরহামের গোশত ক্রয় করতেন? তিনি বললেন, যদি তুমি বিতরণের পূর্বে বলতে তা হলে অবশ্যই আমি একটি দেরহাম রেখে দিতাম। (হিলয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯)

হযরত উম্মে যরাহ (রাঃ) বলেন, একদা কোন এক ব্যক্তি হযরত আয়েশার খেদমতে দু'টি থলে পাঠালেন। উভয় থলেতে ছিল এক লক্ষ দেরহাম। তিনি তা একটি রেকাবিতে রাখলেন। ওই দিন তিনি ছিলেন রোযাদার ঃ

فَجَلَسَتْ تَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ فَاَمْسَتْ وَمَا عِنْدَهَا مِنْ ذٰلِكَ دِرْهَمٌ فَلَمَّا اَمْسَتْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

قَالَتْ يَا جَارِيَةُ هَلُمِّيْ فِطْرِيْ فَجَاءَتْهَا بِخُبْزٍ وَّزَيْتٍ فَقَالَتْ لَهَا اُمُّ ذَرَةَ اَمَا اسْتَطَعْتِ مِمَّا قَسَمْتِ الْيَوْمَ اَنْ تَشْتَرِيَ لَنَا لَحْمًا بِدِرْهَمٍ نُفْطِرُ عَلَيْهِ قَالَتْ لَا تُعَنِّفِيْنِيْ لَوْ كُنْتِ ذَكَّرْتِنِيْ لَفَعَلْتُ .

অতঃপর তিনি তা বিতরণ করতে শুরু করলেন। সন্ধ্যা বেলায় তাঁর নিকট তা থেকে একটি দেরহামও ছিল না। অতঃপর বললেন, আমার জন্য ইফতারী নিয়ে এসো। আমি রুটি ও যায়তূনের তৈল এনে দিলাম এবং বললাম, উম্মুল মো'মেনীন (রাঃ)! আপনি কি আমাদের ইফতারের জন্য ওই দেরহামগুলো থেকে একটি দেরহামের সামান্য গোশতের ব্যবস্থা করতে পারতেন না? তিনি বললেন, এখন আমাকে কিছু বল না। যদি তখন স্মরণ করিয়ে দিতে তাহলে আমি অবশ্যই করতাম। (হিলয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৭)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাসেম (রাঃ) বলেন, একদা হযরত আয়েশার নিকট হাদিয়া স্বরূপ আঙ্গুরের একটি ঝুড়ি এল। পরিচারিকা তাঁকে না জানিয়ে কিছু আঙ্গুর পৃথক করে রেখে দেয়। তিনি সমুদয় আঙ্গুর মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। রাত্রিবেলা পরিচারিকা তাঁর সম্মুখে রাখল ওই আঙ্গুর। তিনি বললেন, এ কি? পরিচারিকা আরজ করল, আমি আপনাকে না জানিয়ে তা থেকে কিছু পৃথক করে রেখে দিয়েছিলাম! তিনি বললেন ঃ

وَاللّٰهِ لَا اَكَلْتُ مِنْهُ شَيْئًا

আল্লাহর কসম! আমি এ থেকে একটি আঙ্গুরও খাব না।

একদিন যথারীতি তিনি রোযা রেখেছিলেন এবং ঘরে একখানা রুটি ব্যতীত কিছুই ছিল না। দরজায় এক ফকির এসে ভিক্ষা চাইল। তিনি পরিচারিকাকে বললেন, রুটিখানা এই ভিক্ষুককে দিয়ে দাও। পরিচারিকা আরজ করল, সন্ধ্যায় ইফতার কি দিয়ে করবেন। তিনি বললেন, এখন তুমি এটা দিয়ে দাও। পরিচারিকা রুটিখানা ভিক্ষুককে দিয়ে দেয়। সন্ধ্যা হল তখন ছাগলের রান্না করা গোশত হাদিয়া স্বরূপ পাঠালো কোন এক ব্যক্তি। তিনি পরিচারিকাকে বললেনঃ

كُلِيْ مِنْ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ قُرْصِكِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নাও, এ থেকে খাও, এটা তোমার রুটি অপেক্ষা উত্তম (যা আল্লাহ তায়া'লা পাঠিয়ে দিয়েছেন)। (মুয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৮)

তাঁর আজাদকৃত দাস-দাসীর সংখ্যা সাতষট্টি। অন্তরে খোদাভীতি ছিল অত্যধিক। অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও রহমদিল ছিলেন তিনি। ১৭ই রমযানুল মোবারক, ৫৮ হিজরী, রাত্রিবেলা বিতরের নামাযের পর তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি অসিয়ত করেছিলেন, আমাকে রাত্রিই দাফন করে দিবে, সকালের অপেক্ষা করবে না। তাঁর জানাযায় এত জনসমাগম হয়েছিল- মদীনাবাসীরা বলেন, ইতোপূর্বে রাতের সময় এত বড় সমাবেশ কখনো দেখা যায়নি। জানাযার নামাজ পড়ান হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ)। যখন জান্নাতুল বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয় তখন নারী ও পুরুষের এতই ভীড় ছিল যেন ঈদের দিনের জনকোলাহল। মানুষ তুমুল কান্নাকাটি করছিল যেন কিয়ামত কায়েম হয়েছে! হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) দেখে বললেন, আয়েশার জন্য জান্নাত অবধারিত, কারণ তিনি ছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তর। রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা।

তাঁর ফযায়িল ও মানাকিব* অসংখ্য যার একটি ঝলক উপরে আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন। এখানে উদ্দেশ্য হযরত সৈয়দা ও হযরত আয়েশার ফযীলতসমূহের তুলনা করা নয়। এই পবিত্র আত্মাদের মধ্যে তুলনা করার যোগ্যতা আমরা গোলামদের নেই। একজন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা ও নয়নমণি হলে দ্বিতীয়জন দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণী। উভয়ই আমাদের মনিব এবং আমরা উভয়ের নগণ্য গোলাম। আমাদের উদ্দেশ্য তাঁদের পবিত্র দরবারে ভক্তি ও ভালবাসার হাদিয়া উপস্থাপন। যদি এই হাদিয়া কবুল হয় এবং পাদুকাবাহীদের মধ্যে হাশর হয় তবেই সৌভাগ্য।

بر کریما کارہا دشوار نیست

অর্থাৎ দয়ালুদের জন্য এগুলো জটিল কাজ নয়।

তাছাড়া যারা তাঁদের কোন কোন ইজতেহাদী ভুলের** প্রেক্ষিতে তাঁদের শানে কঠোর ঔদ্ধত্য ও বেআদবী করে তারা যেন জানতে পারে, তারা যেন তাদের বাহুমূলের ঘ্রাণ নিয়ে নিজেদের অবস্থান দেখে এবং এটা বিবেচনা করে যেন সংযত হয় যে, আমরা কোথায় এবং আমরা কাদের বিরুদ্ধে রসনা ও মসি চলাচ্ছি?

---

* ফযায়িল ও মানাকিব অর্থাৎ-জ্ঞান ও গুণগত প্রকৃষ্টতা।

** ইজতেহাদী ভুল- যে ভুলের জন্য কোন ধর-পাকড় হয় না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

از خدا خواہیم توفیق ادب ؛ بے ادب محروم ماند از لطف رب

بے ادب تنہا نہ خودرا داشت بد ؛ بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد

আল্লাহর কাছে আদবের তাওফীক প্রার্থনা করি। (কেননা) আদবশূন্য ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকে। বেআদব কেবল নিজকেই ধ্বংস করে না বরং সে চতুর্দিকে আগুন লাগিয়ে দেয়।

আল্লামা সাফূরী শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ

قَالَ بَعْضُهُمْ سَمِعْتُ رَجُلاً يَذْكُرُ عَائِشَةَ بِسُوْءٍ فَلَمْ أُنْكِرْ عَلَيْهِ فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَنَامِ فَقَالَ لِمَ لَاتُنْكِرُ اِلَىَّ مِنْ سَبَّ زَوْجَتِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا قَدَرْتُ فَقَالَ كَذَبْتَ وَاَوْمَأَ اِلَى عَيْنِىْ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطٰى فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ اَعْمٰى .

কোন এক ব্যক্তি বলেছে- আমি একজন লোককে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার দুর্নাম করতে শুনলাম, আমি তাকে বাধা দিইনি। অতঃপর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি ফরমালেন, যে ব্যক্তি আমার সহধর্মিণীকে মন্দ বলছে তুমি তাকে কেন বাধা দাওনি? আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বাধা দিতে সক্ষম ছিলাম না! তিনি ফরমালেন, তুমি মিথ্যা বলছ এবং আমার চোখের প্রতি তাঁর শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর আমি জেগে উঠলাম তখন আমি ছিলাম অন্ধ। (নুযহাতুল মাজালিস, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩৮)

মুসলিম নারীদের প্রতি

ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা নারীর অবস্থাদি সংস্কার করতঃ তাকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে নচেৎ ইসলামের পূর্বে নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় ও বেদনাদায়ক। ইসলামই নারীকে দান করেছে সামাজিক সাম্যের মর্যাদা।

ইসলামী শিক্ষার সার সংক্ষেপ হল এই যে, নারী ও পুরুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি এবং একই শিল্পীর শৈল্পিক নিপূণতার অবদান। একই মৃত্তিকার খামির এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একই পিতার সন্তান। উভয়ই মানবতার অংশ অর্থাৎ একই জাতির দু'টি শাখা। উভয়ের অস্তিত্ব মানব বংশের স্থায়ীত্ব ও বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। উভয়ের সৃজন ও লালন-পালন একই নিয়ম ও নীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। উভয়ের উপর আল্লাহর হক ও বান্দার হক ওয়াজিব। উভয়ের জন্য পুণ্য ও পরহেযগারী, পাপ ও অপকর্মের প্রতিদান ও প্রতিফল সমান। عَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ *

এতে সন্দেহ নেই যে, সত্তা ও মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের মধ্যে রয়েছে পূর্ণ সাম্য। কিন্তু যেখানে গুণ, অভ্যাস, স্বভাব, বিবেক, যোগ্যতা ও পদমর্যাদার সম্পর্ক তাতে সৃষ্টিগত ও স্বাভাবিকভাবে সাম্য নেই। কতেক বিষয়ে নারীদেরকে পুরুষদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং কতেক বিষয়ে পুরুষদেরকে নারীদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যাতে সঙ্গতি ও ভারসাম্য ঠিক থাকে।

যদি বিশ্ব স্রষ্টা সবাইকে একই ধরনের যোগ্যতা, একই ধরনের শক্তি, একই ধরনের বিবেক, একই ধরনের বুদ্ধি, একই ধরনের কর্মদক্ষতা, একই ধরনের রূপ ও সৌন্দর্য, একই ধরনের জ্ঞান ও কর্ম, একই ধরনের স্বভাব-চরিত্র, একই ধরনের ধন-দৌলত দান করতেন এবং সবাইকে একই পদমর্যাদাসম্পন্ন করে দিতেন তখন কেউ কারো মুখাপেক্ষী হতো না এবং কেউ কারো কাজ করতো না তাহলে এই বিশ্ব ব্যবস্থা কিরূপে চলতো? এইজন্য তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন যোগ্যতা ও পৃথক পৃথক শক্তি দান করেছেন যেন এই বিশ্ব ব্যবস্থা অটুট থাকে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ম করতে থাকে।

এই স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী তিনি পুরুষ ও নারীর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য। তাদেরকে অর্পণ করেছেন ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব এবং নির্দেশ দিয়েছেন- উভয়ে যেন নিজ নিজ দায়িত্বসমূহ পালন করে।

এখন প্রকাশমান যে, এই উভয়ে যদি একে-অপরের কর্ম ও দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করে তাহলে এটা হবে স্বাভাবিক নিয়ম বিরুদ্ধ যার ফলে ওলট-পালট হয়ে যাবে স্বাভাবিক শৃঙ্খলা এবং বিধ্বস্ত হবে সমাজ।

অধুনা কিছু সংখ্যক লোক যারা ইসলামী শিক্ষা সম্বন্ধে অপরিচিত এবং পাশ্চাত্য কৃষ্টি-কালচারের অন্ধ সমর্থক; স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে এই আওয়াজ তুলছে যে, নারীকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান হতে হবে। তাদের এ ভুল ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের ফলে আজ কিছু সংখ্যক নারী স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করছে। যার ফলে একদিকে নারীর বিশেষ মর্যাদা শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং অন্যদিকে সমাজের উপর পড়ছে ধ্বংসাত্মক প্রভাব।

---

* অর্থাৎ-এই নিয়মে অপরাপর বিষয়ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নারী ও পুরুষদের এটা মনে রাখা উচিৎ-যখন কুদরত তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন সুতরাং তাদের কল্যাণ ওতেই নিহিত যে, যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদেরকে যে বিশেষ ও জন্মগত যোগ্যতা ও ক্ষমতা দান করা হয়েছে তাকে তারা সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ গন্ডির মধ্যে অবস্থান করবে, তা ডিঙিয়ে যাবে না। নারী পুরুষ হওয়ার এবং পুরুষ নারী হওয়ার চেষ্টা করবে না। অর্থাৎ-একে অপরের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়ার চেষ্টা করবে না। নচেৎ জন্মগত ও সৃষ্টিগত যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং নিজেদের মান-মর্যাদা হারিয়ে ফেলবে। একজন নারী ও একজন পুরুষের সৌভাগ্য ও কল্যাণ তাতেই নিহিত যে, তারা নিজ নিজ গন্ডির মধ্যে অবস্থান করবে। অর্থাৎ নারী নারী হিসেবে থাকবে এবং পুরুষ পুরুষ হিসেবে থাকবে।

আফসোস! নারী-পুরুষ উভয়ে জীবনযাত্রায় উগ্রতা ও শিথিলতার শিকার হয়ে পড়ছে এবং খোদাপ্রদত্ত সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে অবৈধভাবে উপভোগ করে যাচ্ছে।

মুসলিম নারীদের প্রতি চিন্তাশীলতার আহবান

হে মুসলিম নারী! আল্লাহ তায়া'লা তোমাকে কি মর্যাদা দান করেছেন। তোমাকে রূপ ও সৌন্দর্য, সতীত্ব ও পবিত্রতা, শরম ও লজ্জাশীলতার ভূষণে ভুষিত করেছেন কিন্তু আজ তুমি ক্লাব ও হোটেলের শোভায় পরিণত হয়েছো। তোমাকে আত্মমর্যাদাবোধহীন ও লালসাপূজারী লোকেরা তাদের অভিশপ্ত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য একটি খেলনায় পরিণত করেছে। তোমাকে ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যের লেবেল ও বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ও মাধ্যমে পরিণত করেছে।

হে মুসলিম নারী! যারা তোমার শরম ও লজ্জাশীলতা ধ্বংস করছে, তোমাকে তাদের লালসার খেলনায় পরিণত করছে, তোমাকে ক্লাব ও হোটেলের শোভায় পরিণত করছে, তোমাকে তাদের পণ্য বিক্রির মাধ্যমে পরিণত করছে তারা তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী নয় বরং জঘন্য শত্রু। তারা তোমার নিকট থেকে তোমার পদ মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়েছে, তোমাকে সম্মানের স্থান থেকে ফেলে দিয়ে লাঞ্ছনার গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে এবং তোমার ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করে দিয়েছে।

হে মুসলিম নারী! তোমার সম্মান, তোমার মর্যাদা এতেই নিহিত যে, তুমি আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁর রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত হয়ে চলবে, সৈয়দা ফাতেমা যাহরা, হযরত খাদীজাতুল কোব্‌রা, হযরত আয়েশা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুন্নার পবিত্র জীবনাদর্শকে নিজের জন্য আলোকবর্তিকা রূপে গ্রহণ করবে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে চলবে, শরম ও লজ্জাশীলতা, সতীত্ব ও পবিত্রতা, জ্ঞান ও কর্মের প্রতিকৃতি হয়ে যাবে, ফরয ও ওয়াজিবসমূহকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পালন করবে ইসলামী পর্দা অবলম্বন করবে এবং উভয় জাহানের সম্মান লাভ করবে।

হে মুসলিম নারী! তোমার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক আল্লাহ তায়া'লা ও তোমার রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কি শিক্ষা দিয়েছেন তা গভীরভাবে দেখ এবং তদানুযায়ী আমল কর। শুনো ! আল্লাহ তায়া'লা ফরমান ঃ

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মো'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে (পরপুরুষের প্রতি না তাকায়) ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে; তারা যেন তাদের আভরণ (পর পুরুষকে) প্রদর্শন না করে। (সূরা নূর, আয়াত-৩১)

কেননা পরপুরুষের প্রতি তাকানো এবং নিজের রূপ, যৌবন ও আভরণ তাদেরকে প্রদর্শন করা ফিৎনা ও ফ্যাসাদের মূল। আল্লাহ তায়া'লা ফরমায়েছেন ঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে; জাহেলিয়্যত যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। (সূরা আহযাব, আয়াত-৩৩)

অর্থাৎ নিজেদের রূপ ও সৌন্দর্য, আভরণ ও সাজগোজ জনসাধারণকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। এইরূপ করলে মানুষ তোমাদের প্রতি দৃষ্টি দিবে এবং তোমাদের চালচলন থেকে মানুষ তোমাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করবে এবং লালসা পূজারীরা তোমাদেরকে বিকৃতরুচির মনে করে তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে। যেমন আল্লাহ তায়া'লা ফরমায়েছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মো'মিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; (যে, তারা অভিজাত ও পর্দানশীন নারী) ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। (সুরা আহযাব, আয়াত-৫৯)।

অর্থাৎ যখন তারা তাদের আভরণ ও ভূষণ, রূপ ও সৌন্দর্য, সাজগোজ ইত্যাদি গোপন করে শরম ও লজ্জাশীলতার প্রতিকৃতি হয়ে বের হবে তখন দর্শকগণ জানতে পারবে যে, এরা অভিজাত পরিবারের নারী যাদের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষা করা প্রত্যেক অভিজাত লোকের দায়িত্ব। এভাবে মানুষ তাদেরকে উত্যক্ত করবে না, তাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে না এবং ইজ্জত ও আব্রু নিরাপদ থাকবে।

অভিজাত পুরুষ ও নারীদের গুণাবলী

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّاللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا .

অবশ্য মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, মো'মিন পুরুষ ও মো'মিন নারী অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। (সূরা আহযাব, আয়াত-৩৫)

অন্যত্র ফরমায়েছেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللّٰهُ

পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল, কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের (অর্থাৎ পুরুষকে নারীর) উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করছেন এবং পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা হয়ে থাকে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহর হিফাজতে তারা হিফাজত করে। (সূরা নিসা, আয়াত-৩৪)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ

لَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ اَفْضَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ

দুনিয়ার নে'মতসমূহের মধ্যে সৎ স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম কিছু নেই। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

দুনিয়ার নে'মতরাজির মধ্যে সর্বোত্তম নে'মত হল সৎ স্ত্রী। (নাসায়ী শরীফ)

اِذَا رَأَى اَحَدُكُمْ اِمْرَأَةً فَاَعْجَبَتْهُ فَلْيَاتِ اَهْلَهُ فَاِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِىْ مَعَهَا

যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন নারীকে দেখে তার রূপে প্রভাবিত হয় তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট গমন করে। কেননা তার নিকটও সে সব কিছুই রয়েছে যা এর নিকট আছে। (তিরমিযী শরীফ)

اِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تَرْجِعَ

স্ত্রী যখন তার স্বামীর শয্যা বর্জন করতঃ পৃথকভাবে রাত্রিযাপন করে তখন ফেরেশতাগণ তাকে লা'নত করে যতক্ষণ না সে (স্বামীর নিকট) ফিরে আসে। (বুখারী শরীফ)

لَا تَصُوْمُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

স্ত্রী তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া যেন নফল রোযা না রাখে। (বুখারী শরীফ)

قَدْ اَذِنَ اللّٰهُ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ

অবশ্য আল্লাহ তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন যে, তোমরা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতে পারবে। (বুখারী শরীফ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا وَزَوْجُهَا كَارِهٌ لَعَنَتْهَا كُلُّ مَلَكٍ فِى السَّمَاءِ وَكُلُّ شَيْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ غَيْرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ حَتّٰى تَرْجِعَ .

যখন স্ত্রী তার স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘর থেকে বের হয় তখন আসমানের প্রত্যেক ফেরেশতা এবং মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত প্রত্যেক কিছু যার নিকট দিয়ে সে গমন করে; তাকে লা'নত করতে থাকে যতক্ষণ সে ফিরে না আসে। (কাশফুল গুম্মাহ)

اَيُّمَا امْرَأَةٍ اِسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلٰى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِىَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ

যে নারী সুগন্ধি ইত্যাদিতে সুবাসিত হয়ে মানুষের নিকট দিয়ে গমন করে যাতে মানুষ তার সুগন্ধি পায় সে ব্যভিচারিণী এবং প্রত্যেক চক্ষু যা তাকে দর্শন করবে তাও ব্যভিচারী। (নাসায়ী শরীফ)

لَايَحِلُّ لِاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ لَيْلَةٍ اِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُوْحُرْمَةٍ مِنْهَا

কোন মুসলিম নারীর জন্য মাহরাম* ছাড়া এক রাতের সফর করাও বৈধ নয়। (আবু দাউদ শরীফ)

لَا تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَاِنَّ الشَّيْطٰنَ يَجْرِىْ مِنْ اَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ

তোমরা সেই নারীদের নিকট যেয়ো না যাদের স্বামী অনুপস্থিত। কেননা শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের ভিতরে রক্তের ন্যায় চলাচল করে। অর্থাৎ বিপথগামী করতে তার সময় লাগে না। (তিরমিযী শরীফ)

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ اِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطٰنَ

যখন কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হয় তখন তাদের তৃতীয় জন অবশ্যই শয়তান হয়ে থাকে। (তিরমিযী শরীফ)

اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ

* মেয়ে লোকের সে সব নিকটাত্মীয় যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাবধান! তোমরা নারীদের নিকট অধিক আসা-যাওয়া থেকে বেঁচে থাকো। এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! দেবর ও ভাসুর সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তিনি ফরমালেন, দেবর তো মরণ। অর্থাৎ তার সম্মুখীন হওয়া যেন মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া, কারণ বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কেননা প্রায়ই দেবর ও ভাসুর থেকে পর্দা করা হয় না এবং উভয়ের মধ্যে হাসি-তামাশা ও রঙ্গরসিকতা ইত্যাদিও হয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

مَنْ مَسَّ كَفَّ اِمْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيْلٍ وُضِعَ عَلٰى كَفِّهٖ جَمْرَةٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

যে ব্যক্তি এমন কোন নারীর হাত স্পর্শ করবে যার সাথে তার কোন বৈধ সম্পর্ক নেই, কিয়ামতের দিন তার হাতের তালুতে জ্বলন্ত কয়লা রাখা হবে। (তাকমিলা-ই ফাতহুল ক্বাদীর)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ يُطْعَنَ فِىْ رَأْسِ اَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يَمَسَّ اِمْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهٗ .

রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, তোমাদের মধ্যে কারো মাথায় লোহার সূঁচ বিদ্ধ হওয়া সেই নারীকে স্পর্শ করার চেয়ে উত্তম যা তার জন্য বৈধ নয়। (তাবরানী, বায়হাকী)

বর্তমান যুগের বিপথগামী, আত্মসম্ভ্রমবোধহীন ও লালসা পূঁজারী নারী-পুরুষ যারা কাফিরদের অন্ধ অনুকরণ করতঃ পরস্পরে মাহরাম না হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের কোমরে হাত রেখে নাচ-গান ইত্যাদি করছে তারা নিঃসন্দেহে পরকালে কঠিন শাস্তির যোগ্য হবে।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, একদা আমি ও মায়মূনা উভয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। ইতোমধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) যিনি ছিলেন একজন অন্ধ সাহাবী; তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলেন ঃ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لَا يُبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَعَمْيَاوَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهٖ .

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তখন রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ফরমালেন, তোমরা তার থেকে পর্দা কর। উম্মে সালমা বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলূল্লাহ! তিনি কি অন্ধ নন যে, আমাদেরকে দেখতে পাবেন? তিনি ফরমালেন, তোমরাও কি অন্ধ এবং তোমরাও কি তাকে দেখতে পাবে না? (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخِرِ

ফযল ইবনে আব্বাস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে একই বাহনে আরোহী ছিলেন। অতঃপর খাসআম গোত্রের এক রমণী এল। হযরত ফযল তার প্রতি দেখছিলেন এবং সেও হযরত ফযলের প্রতি দেখছিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফযলের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। (বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫০)

এই রেওয়ায়তদ্বয় থেকে প্রমাণিত হল–পুরুষদের প্রতি নারীদের তাকানো এবং নারীদের প্রতি পুরুষদের তাকানো জায়েয নেই।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি সতর* দেখে এবং যার সতরের প্রতি তাকানো হয় উভয়ের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত হোক। (মিশকাত)

অর্থাৎ যখন অবলোকনকারী অকারণে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখে এবং দ্বিতীয়জন নিজকে অকারণে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখায়।

---

* সতর-শরীরের যে অংশ ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَايُفْضِى الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَاتُفْضِى الْمَرْأَةُ اِلَى الْمَرْأَةِ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ

রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষের সতর না দেখে এবং কোন নারী যেন অপর কোন নারীর সতর না দেখে। কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষের সাথে এক বস্ত্রে উলঙ্গ শয়ন না করে এবং কোন নারী যেন অপর কোন নারীর সাথে এক বস্ত্রে উলঙ্গ শয়ন না করে। (মুসলিম শরীফ)

আরো ফরমায়েছেন ঃ

اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَا هُمَا النَّظَرُ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْمَشْىُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَتَمَنّٰى وَتَشْتَهِىْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ كُلَّهٗ وَيُكَذِّبُهٗ

চক্ষুদ্বয় ব্যভিচার করে এবং তাদের ব্যভিচার হল দৃষ্টিপাত করা, হস্তদ্বয় ব্যভিচার করে এবং তাদের ব্যভিচার হল স্পর্শ করা, পদযুগল ব্যভিচার করে এবং তাদের ব্যভিচার হল চলা। জিহবার ব্যভিচার কথা বলা, অন্তরের ব্যভিচার ইচ্ছা করা, পরিশেষে যৌনাঙ্গ হয়ত এগুলোর সত্যায়ন (বাস্তবায়ন) করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُكَلِّمَ النِّسَاءُ اِلَّا بِاِذْنِ اَزْوَاجِهِنَّ .

রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে তাদের স্বামীর অনুমতি ছাড়া কথা বলতে নিষেধ করেছেন। (তাবরানী ফিল কবীর)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَطْلَعَ فِىْ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ اَنْ يَفْقَؤُا عَيْنَهٗ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি মানুষের ঘরের অভ্যন্তরে তাদের অনুমতি ছাড়া চুপিসারে দেখে তা হলে তার চোখ খুলে ফেলা তাদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে। (মুসলিম শরীফ)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَايَجِدْنَ رِيْحَهَا.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে নারীগণ বস্ত্র পরেও উলঙ্গ থাকে, অন্যান্যদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও অন্যান্যদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাদের মাথা ঝুঁকে পড়া উটের কুঁজের ন্যায় হবে; তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুবাসও পাবে না। (মুসলিম শরীফ)

বর্তমানের নারীগণ যারা পাতলা বস্ত্র পরিধান করে যা দ্বারা শরীর ঝকঝক করে কিংবা অর্ধোলঙ্গ পোশাক পরিধান করে যা দ্বারা পূর্ণ বাহু মাথা, গর্দান, অর্ধেক বুক, কোমর ইত্যাদি উলঙ্গ থাকে কিংবা এত আটসাট পোশাক পরিধান করে যা দ্বারা শরীরের পূর্ণ গঠন দেখা যায় এবং যারা নিজেদের মাথার চুলগুলো ঝুঁকে পড়া উটের কুঁজের মত করে সাজায় তারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, নিজেদের চুলগুলো এইভাবে সাজানো পরিহার করে এবং জাহান্নামের যোগ্য হওয়া থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে।

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে নারী নিজের চুলের সাথে অন্য কিছুর চুল যুক্ত করে এবং যে নারী যুক্ত করায়, যে নারী গুদায় এবং যে নারী গোদানোর কাজ করে তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত হোক। (বুখারী ও মুসলিম)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই হাদীসে সেই নারীগণকে অভিশপ্ত বলেছেন যারা বাজার ইত্যাদি থেকে কৃত্রিম চুল সংগ্রহ করে নিজেদের চুলের সাথে যুক্ত করতঃ চুলগুলো বড় করে দেখায় এবং যারা গুদায় অর্থাৎ নিজের মুখে, ললাটে বা গণ্ডদেশে বা থুতনিতে বা হস্তে কিংবা এই সমুদয় স্থানে মেশিনের মাধ্যমে রং ঢুকায় যা স্থায়ীভাবে চর্মে স্থিতিশীল হয়ে যায়।

মুসলিম নারীদের উচিৎ-তাদের আকা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক বাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং অভিসম্পাতের উপযোগী হওয়া থেকে বেঁচে থাকা।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ .

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, আল্লাহ তায়া'লার অভিসম্পাত হোক সেই পুরুষদের প্রতি যারা নারীদের সাদৃশ্য ধারণ করে এবং সেই নারীদের প্রতিও যারা পুরুষদের সাদৃশ্য ধারণ করে। (বুখারী শরীফ)

বর্তমানের সেই বালিকাগণ যারা বালকদের এবং বালকগণ যারা বালিকাদের সাদৃশ্য ধারণ করছে তারা নিঃসন্দেহে এই অভিসম্পাতের পাত্র। আল্লাহ তায়া'লা হেদায়ত দান করুন। আমীন!

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ الرَّجُلَ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পুরুষের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন যে নারীদের পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন যে পুরুষোচিত পোশাক পরিধান করে। (আবু দাউদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৮২)

এইভাবে সেই নারীর প্রতিও লা'নত করেছেন যে পুরুষোচিত জুতা পরিধান করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

ইসলামী শিক্ষা হল এই যে, নারী ও পুরুষ একে অপরের ধরন অবলম্বন করবে না এবং সেই সমুদয় বিষয় বহাল রাখা অত্যাবশ্যক যেগুলো দ্বারা তাদের মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে।

বিশ্বাস করুন, আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানাবলী আমাদেরই জন্য এবং তার অনুকরণেই আমাদের কল্যাণ নিহিত। আজ আমাদের সমাজে যে অবক্ষয় শিকড় গাড়ছে এবং যে অপরাধসমূহ প্রকাশিত হচ্ছে তার মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধিতা ও খোদাপ্রদত্ত বিধানাবলীর অবাধ্যতা। এই কারণে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন অফিস, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, দল, কোন সমাজ ও দেশ তাবৎ সফল হতে পারে না এবং উন্নতিও করতে পারে না যাবৎ নিয়ম ও শৃঙ্খলার অনুসরণ করে না। ইসলামী নিয়ম-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধাচরণ করে আমরা হয়ত নিজেদের জন্য ভিত্তিহীন সান্ত্বনা ও বিনোদনের এন্তেজাম করতে পারব কিন্তু সফলতা ও উন্নতি লাভ করতে পারব না। কেবল কলেমায়ে তৈয়বা পাঠ করাই মুসলমানী নয় বরং এই কলেমা পড়ে আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হতে হবে। যে ব্যক্তি এইরূপ হয় না কিংবা কুরআন ও সুন্নাহর অনুকরণ করে না নিঃসন্দেহে সে তার ঈমানী দাবিতে সত্যবাদী নয়। আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে পুণ্য ও সৎকর্ম সহকারে জীবন-যাপন করা এবং তাঁর প্রীতিভাজনদের অনুসরণের সত্যিকারের তাওফীক দান করুন। আমীন

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বান্দা মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী
গুফিরালাহু
করাচী।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com